BIJOYBULLUBHA

BY

GOPEEMOHUN GHOSE.

বিজয়বল্লভ

শ্রীগোপীমোহন ঘোষ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৩৮।

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 3, MIRZAPORE STREET, CALCUTTA.

1881.

B
891.443
G 668 B

(Rare collection)

ELF ...TED

NATIONAL ...
No. 7508
Date 31.3.60
CALCUTTA

E

বিজ্ঞাপন

ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবল্ নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ্ সকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে; কিন্তু আমার এই উদ্যম সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না। যে হেতু, ইউরোপীয় লোকদিগের কার্য্য সকল যেরূপ অদ্ভুত ও চমৎকারজনক, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এতদ্দেশীয় লোকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি নবলের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন। বিশেষতঃ, আমার তদনুরূপ ক্ষমতার নিতান্ত অসম্ভাব। তথাপি আমি চাপল্যবশতঃ সাধ্যানুসারে এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু সেই প্রয়াস যে কত দূর পর্য্যন্ত সফল বা বিফল হইয়াছে, তাহা সাধারণের বিবেচনা ভিন্ন জানিবার কোনও উপায় নাই। যাহা হউক, যদি এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণের মনে কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মে, তাহা হইলেও আমি স্বীয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীগোপীমোহন ঘোষ।

পাইকপাড়া।
১৮ পৌষ। ১৭৮৪ শকাব্দাঃ।

বিজয়বল্লভ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অরুণোদয় সময়ে, পৃথিবীস্থ স্থাবর জঙ্গম আদি যাবতীয় পদার্থের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। কিন্তু, অদ্য এই বর্ষাকালের প্রত্যূষে, সে ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিক বারিবিন্দুপাতে অপ্রসন্ন, এবং পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে অরুণোদয়কালীন আরক্ত ছটা ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তরু লতা সকল, ধারাসারে ভারাক্রান্ত হইয়া, অবনত হইয়া পড়িয়াছে; এবং কোকিল প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গমগণের মধুর ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে, বিপুল জলরাশি, নিম্ন অভিমুখে, কুল কুল রবে অবিশ্রান্ত সঞ্চালিত হইতেছে; আর, চতুর্দ্দিক হইতে, বিবিধ জলচর পক্ষিগণ, কলরব করিয়া, জলাশয়ের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। পথ ঘাট প্রভৃতি সকল স্থানই জলসিক্ত এবং তৃণে ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; রাজপথে এ পর্য্যন্ত পৌরগণের সমাগম লক্ষিত হইতেছে না।

কিন্তু, এই সময়ে, বিশারদ নামে এক ধীবর, এবং তাহার গৃহিণী বৈসারিণী, উভয়ে এক এক জাল স্কন্ধে করিয়া সরযূ নদীর তটাভিমুখে গমন করিতেছিল। যাইতে যাইতে, বিশারদ আপন গৃহিণীকে কহিল, বৈসারিণি!

কাল আমরা মাছ বেচিয়া কিছুই লাভ করিতে পারি নাই, আজ আবার কি হয়, বলা যায় না। বৈসারিণী কহিল, কাল সমস্ত রাত্রি যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দেবতারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আজ আমরা অনেক মাছ ধরিতে পারিব। বিশারদ কহিল, আমরা কাল সন্ধ্যার সময় নদীতে যে জাল পাতিয়া আসিয়াছি, যদি বন্যার জল অধিক বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, সে জাল খানি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বৈসারিণী কহিল, তোমার কথা শুনিয়া ভয় হইতেছে; জাল খানি যদি ভাসিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বড় ক্ষতি হইবেক। অতএব, আর বিলম্ব করা উচিত নহে, আইস, শীঘ্র যাইয়া দেখি, কি হইয়াছে। উভয়ে, এইরূপ বলিতে বলিতে, অনতিবিলম্বে সরযূতীরে উপস্থিত হইল; এবং দেখিল, বন্যার জল কেবল এক হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন বিশারদ, স্কন্ধস্থিত জাল ভূমিতে রাখিয়া, নদীগর্ভে অবতরণ করিল, এবং পূর্ব্ব রাত্রিতে যেখানে জাল পাতিয়াছিল, সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎ দূর যাইয়া, বিশারদ দেখিল, কদলীস্তম্ভনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র ভেলা জালবন্ধের দারুতে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই ভেলার উপরিভাগে একটি অল্পবয়স্ক বালকের মৃত দেহ স্থাপিত আছে। বিশারদ, এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে, বৈসারিণীকে ডাকিয়া কহিল, প্রিয়ে! এ দিকে আইস, দেখ কে একটি মৃত শিশুকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। বৈসারিণী, কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

অনন্তর উভয়ে সন্নিহিত হইয়া দেখিল, বালকটির বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরের অধিক হইবেক না, অঙ্গসৌষ্ঠব অতি উত্তম; কিন্তু, আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ সাতিশয় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিশারদ, সেই মৃত বালকের এইরূপ আকার দেখিয়া, বৈসারিণীকে কহিল, প্রিয়ে! বোধ হয়, বালকটির দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে কালসর্পে দংশন করিয়াছে, এবং দারুণ হলাহলে ইহার কোমল কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; বোধ করি, এখন পর্য্যন্ত, ইহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই; প্রাণবিয়োগ হইলে, ইহার সর্ব্বাঙ্গই সর্ব্বতোভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক, তুমি এই বালকটিকে ভেলা হইতে তুলিয়া লইয়া আইস, ইত্যবসরে আমি ঔষধ লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া, বিশারদ দ্রুত পদে, ঔষধ আনিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বিশারদ ঔষধ লইয়া প্রত্যাগমন করিল, এবং বালকের আপাদমস্তক সমস্ত পরীক্ষা করিয়া, উহাকে ঔষধ সেবন করাইল। ক্ষণ কাল পরে, বালকের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নদ্বয় ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হইল। ইহা দেখিয়া, বৈসারিণী, সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক, বিশারদকে কহিল, এই বালকটির আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোনও ধনাঢ্য লোকের সন্তান হইবেক। অতএব, ইহার পিতা মাতার নিকট হইতে, আজ আমরা যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারিব; অতঃপর, আমাদিগকে আর এরূপ কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবেক না।

এই সময়ে, ধনপতি নামে মগধদেশীয় এক ভাগ্যবন্ত বণিকের নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ নৌকা নদীতটের

নিকট দিয়া যাইতেছিল। বণিক সেই নৌকায় ছিলেন; বৈসারিণীর কথা শ্রুতিগোচর হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বালকটির কি পীড়া হইয়াছে, এবং তোমরা তাহার কি প্রতিকার করিতেছ? বিশারদ কহিল, মহাশয়! বালকটির সর্পাঘাত হইয়াছিল; বিষে অভিভূত ও অচেতন হওয়াতে, ইহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে স্থির করিয়া, আত্মীয়েরা, কি কারণে বলিতে পারি না, ইহাকে কদলীভেলায় রাখিয়া ভাসাইয়া দেয়; সেই ভেলা, ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া, আমার জালবন্ধের দারুতে লাগিয়া ছিল। আমি প্রত্যুষে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম; পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বালকের শরীরে সর্পাঘাত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে সর্পবিদ্যা শিখিয়াছিলাম; সে জন্য দেখিবা মাত্র জানিতে পারিলাম, বালকের প্রাণবিয়োগ হয় নাই; তখন আমি সত্বর ঔষধ আনিয়া সেবন করাইলাম। জগদীশ্বরের কৃপায়, ঐ ঔষধের গুণে, ইহার শরীরস্থ সর্পবিষ দূরীভূত হইয়াছে; ক্রমে ক্রমে, জ্ঞানেরও স্ফূর্ত্তি হইতেছে; এক্ষণে আর ইহার জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই।

ধনপতি, এই সকল কথা শুনিয়া, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ধীবরদম্পতীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, বালকটির চৈতন্য হইয়াছে, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, শুষ্ক কণ্ঠে, মৃদু স্বরে জল চাহিতেছে, আর বৈসারিণী উহার মুখে অল্প অল্প জল দিতেছে। বালকটিকে এইরূপ অবসন্ন অবস্থায় দেখিয়া, এবং উহার শুষ্ক কণ্ঠের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনপতির অন্তঃকরণ সহসা কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমরা জান, বালকটি কাহার সন্তান? বিশারদ কহিল, না মহাশয়! আমরা তাহা কি রূপে জানিতে পারিব? এই নগরীতে এরূপ কত শত বালক আছে। নগরের প্রান্তভাগে আমাদের বাস; আমরা প্রতিদিন সরযূতে মাছ ধরিয়া দিনপাত করি। আমরা কি রূপে এই বালকের মা বাপের কথা বলিতে পারিব। আমরা মনস্থ করিয়াছি, এই বালকটিকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া, নগরীতে ঘোষণা প্রচারিত করাইব; পরে যখন ইহার পিতা মাতা উপস্থিত হইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকট যথোচিত পুরস্কার লইয়া, বালক সমর্পণ করিব।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, ধনপতি কহিলেন, তোমরা কি পুরস্কার প্রার্থনা কর। বিশারদ কহিল, যদি এই বালক ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান হয়, তাহা হইলে, আমরা পাঁচ শত টাকার ন্যূন লইতে স্বীকার করিব না। ধনপতি ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখ, রাজধানী এখান হইতে অনেক দূর; বিশেষতঃ, এই বালকটি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। যদি তোমরা এ অবস্থায় ইহাকে এই দণ্ডে রাজধানীতে লইয়া যাও, তাহা হইলে, কি জানি, পথে কোনও প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এবং তাহা হইলে, তোমাদের সমস্ত আশা বিফল হইবেক। আর এক কথা বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি এই বালকটি কোনও এক দরিদ্র লোকের সন্তান হয়, তাহা হইলে, তোমাদের পাঁচ শত মুদ্রার প্রত্যাশা নাই। আমি তোমাদিগকে এই দণ্ডে সহস্র মুদ্রা দিতেছি, তোমরা আমাকে বালকটি দাও। আমি, স্বীয় সন্তানের ন্যায়, ইহার লালন পালন করিব।

ধীবরদম্পতী, ধনপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল নয়নে পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিল। ধনপতি উভয়ের ভাব ভঙ্গিতে উহাদের মনোগত সম্মতির চিহ্ন বিলোকন করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা এ বিষয়ে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ধর্ম্মতঃ একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক। তোমরা শপথ করিয়া বল, এই বৃত্তান্ত নগরের এক প্রাণীর নিকটেও ব্যক্ত করিবে না। বিশারদ ও বৈসারিণী উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল, সহস্র মুদ্রা পাইলে, আমরা এ কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিব না।

অনন্তর ধনপতি, বিশারদকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া, বালকটিকে যত্ন পূর্ব্বক নৌকায় আনিলেন, এবং তাহার যথোচিত শুশ্রূষা করিতে করিতে, স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে, বিশারদ ও বৈসারিণী, প্রভূত ধন লাভ করিয়া, ধীবরকুলের সুপ্রভাতের ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে, পরম আনন্দে আপনাদের কুটীরে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গেল; এই দীর্ঘ কালের মধ্যে, অযোধ্যা নগরীতে, পূর্ব্বোক্ত সর্পাহত বালকের বিষয়ে, কাহারও মুখে কখনও কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ সময়ে, ধনপতির আলয়ে, এবং মগধাধিপতির রাজধানীতে, যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, উহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা, ধনপতি, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়, স্বীয় আবাসে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, তরুণবয়স্ক পরম সুন্দর এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উহার রূপ, লাবণ্য, ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে বোধ হয়, বিধাতা, কন্দর্পের উপমা দিবার জন্য, মানবদেহে এরূপ অদ্ভুত রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোমল কলেবর নির্ম্মল গৌর কান্তির ছটায় অলঙ্কৃত; সুন্দর মুখমণ্ডল মৃদু মন্দ হাস্যের সঞ্চার দ্বারা সুশোভিত; দীর্ঘ নয়নদ্বয় আকর্ণদীর্ঘ ভ্রূযুগলের শোভায় বিভূষিত; অপাঙ্গে আরক্ত ছটা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; আকারে অসীম ধৈর্য্যগুণ ও প্রগাঢ় বুদ্ধিশক্তি প্রকটিত হইতেছে। ধনপতি এই যুবা পুরুষকে সস্নেহ ভাবে কহিলেন, বৎস! কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি, নিকটে আসিয়া শ্রবণ কর। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, বিনীত ভাবে, ধনপতির

আসনোপান্তে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, ধনপতি কহিলেন, সে দিবস যখন তুমি রাজা বীরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাকে কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, মহারাজ আমার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং আমি, আমার নাম বিজয়বল্লভ, এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। ধনপতি পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ কি তোমার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই? বিজয়বল্লভ, এই কথা শুনিয়া, অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, মহারাজ আমার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহার কোনও উত্তর দিতে পারি নাই।

তখন ধনপতি, বিজয়বল্লভের হৃদ্গত উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন, বৎস! তুমি কেন এত পরিতপ্ত চিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছ। দেখ, তোমার পিতা মাতা, শিশুকালে তোমাকে, সর্পাঘাতে গতজীবন বিবেচনা করিয়া, সরযূতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ, তুমি এক ধীবরের হস্তে পতিত হওয়াতে, সে তোমাকে মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা সঞ্জীবিত করে। আমি তোমাকে সেই অবস্থায় অবলোকন করিয়া, গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক, অশেষ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছি। এ সকল বৃত্তান্ত তুমি সবিশেষ অবগত আছ। তদনন্তর, আমি ক্রমে ক্রমে তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করাইয়াছি; এবং যেমন তোমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, তদনুসারে আমারও তোমার উপর পুত্রবৎ স্নেহ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক মাত্র তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জগদীশ্বর আমাকে ঔরস

পুত্রের মুখনিরীক্ষণসুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকি। অতএব তুমি আপন পিতা মাতার জন্য এতাদৃশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিও না।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, যথার্থ বটে। আমি যাবজ্জীবন মহাশয়ের নিকট লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি, এবং তদনুসারে আমি আপনাকে পিতৃ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু অন্তঃকরণের নৈসর্গিক ধর্ম্ম সহসা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। জন্মদাতার উদ্দেশ না হওয়াতে এক এক সময় অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু এই ক্ষণ হইতে মহাশয়ের আদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিলাম; আর আমি সে বিষয়ের চিন্তা করিব না।

ধনপতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট মনে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এই কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। তোমার প্রতি মহারাজের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। সে দিন তিনি তোমার বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য ও বীর্য্যের কথা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করি; তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, এ ব্যক্তির সহিত যুবরাজ শান্তশীলের বয়স্যভাব সংস্থাপন করিয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য; তাহা হইলে শান্তশীল এই সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির সহবাসে অনায়াসে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেক। এই বলিয়া তোমাকে রাজধানী

পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ ও অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি সেই দিন অবধি তোমাকে সাতিশয় উন্মনাঃ দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ অবস্থায় তোমাকে রাজসভায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত তোমাকে সে সকল কথা বলি নাই। কিন্তু রাজাজ্ঞা-প্রতিপালন করিতে বিলম্ব করাও উচিত হয় না, অতএব তুমি অবিলম্বে রাজধানী গমন কর। তোমাকে অধিক পরিচয় দিতে হইবেক না। তোমার নাম শ্রবণ মাত্র মহারাজ তোমাকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক আবাহন করিবেন।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ আমার অকিঞ্চিৎকর গুণের যে এতাদৃশ গৌরব করিয়াছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম। আমি মহাশয়ের আদেশানুসারে এই দণ্ডেই রাজধানী গমন করিতেছি। এই বলিয়া বিজয়বল্লভ ধনপতির নিকট বিদায় লইয়া মনোরথ নামক নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজভবন প্রস্থান করিলেন।

ধনপতির আবাস হইতে রাজধানী অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না, সুতরাং তিনি বেগে অশ্ব ধাবিত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা বীরসিংহ যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া যুবরাজ শান্তশীলের সহবাসে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শান্তশীল ও বিজয়বল্লভ উভয়ে উভয়ের সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, এবং প্রথম আলাপেই তাঁহাদিগের পরস্পরের অন্তঃকরণে সৌহার্দ্দসুখের অঙ্কুর

সঞ্চারিত হইল। বিজয়বল্লভ মগধাধিপতিসমীপে যথোচিত রূপে সম্মানিত হইয়া, রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, পর দিন প্রত্যূষে রাজবাটী আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

তিনি রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্য-দেবের অস্তগমনের তখনও প্রায় চারি দণ্ড কাল বিলম্ব আছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, এই অপরাহ্ণ কাল অতি মনোহর, এ সময়ে আতপতাপ তাদৃশ ক্লেশকর নহে। অতএব ক্ষণকাল এই রাজবাটীর চতুঃপার্শ্ব পরিক্রমণ করিয়া দেখি ইহার কোথায় কিরূপ শিল্পাদি কর্ম্মের পরিপাটী আছে। মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজভবনের চতুঃপার্শ্বে মন্দ মন্দ গমনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অতুল রাজবৈভব ও অদ্ভুত কীর্ত্তি সকল তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। সুরম্য হর্ম্ম্যে স্থানে স্থানে কত শত দেব দানব গন্ধর্ব্বাদির প্রতিমূর্ত্তি নানা বর্ণে আলেখিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে শত শত মরকত মণির রচনা সকল পরিণত তপনকিরণে দীপ্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; কোথাও সমুন্নত প্রাসাদোপরি স্ফটিকস্তম্ভ, কোথাও সুবর্ণকলস শোভা পাইতেছে; কোথাও বা নীল পতাকা ও রক্ত পতাকা মন্দ মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইতেছে। বিজয়বল্লভ এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ অবলোকন করত যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, রাজবাটীর অন্তঃপুরসংলগ্ন

এক অপূর্ব্ব উদ্যান তাঁহার নয়নগোচর হইল। এই উদ্যানস্থ তরু বল্লীর পল্লবের মধ্যে মধ্যে স্তবকে স্তবকে ফল ফুল সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি অলিকুল গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া ফিরিতেছে; বিহঙ্গমকুল দিবাবসান দেখিয়া কলরব করিয়া আপন আপন কুলায়ে উপবেশনার্থ যত্নবান হইতেছে; ময়ূর সকল নৃত্য পরিহার পূর্ব্বক আয়ত পুচ্ছ সংযত করিয়া যামিনীযাপনের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণার্থ শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছে; মৃদু মন্দ সমীরণভরে পল্লব সকল আন্দোলিত হইতেছে; কোনও কোনও নিমীলিত কুসুমকোরক উন্মীলিত হইতেছে; কোনও কোনও উন্মীলিত কুসুমকোরক নিমীলিত হইতেছে। বিজয়-বল্লভ এই সকল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দরসে পুলকিত হইলেন, এবং ক্ষণ কাল সেই স্থানে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া একান্ত চিত্তে সেই সকল অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে যখন তিনি উদ্যানশোভা অবলোকন করিতেছিলেন, সে সময়ে এক সারিকা হঠাৎ উদ্যান হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। উহার দক্ষিণপদে এক সুবর্ণ শৃঙ্খল বদ্ধ রহিয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই সারিকাটি বুঝি রাজ-বাটীর পালিত হইবেক, কোনও রূপে পিঞ্জরমুক্ত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে; অতএব ইহাকে ধরা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অশ্বরশ্মি অশ্বপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া সারিকাকে ধারণ পূর্ব্বক বহির্দ্বার দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ

করিলেন। বিজয়বল্লভ এই রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বহির্দ্দেশ হইতে ইহার যেরূপ শোভা অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ সৌন্দর্য্যের সহিত তরু বল্লী সকল ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল নয়নোৎসবদায়িনী শোভার দর্শনসুখ অনুভব করিতে করিতে তিনি সারিকাহস্তে উদ্যান মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। অনন্তর কিঞ্চিৎ বিলম্বে তরু লতার অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন, এক পরমসুন্দরী নবযৌবনা রমণী অনতিদূরে দণ্ডায়মানা হইয়া ইতস্ততঃ বিটপোপরি দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছে। উহার এই ঔৎসুক্য ভাব দর্শন করিয়া বিজয়বল্লভ মনে মনে বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি এই সারিকার উদ্দেশে আসিয়া থাকিবে। অতএব ইহারই হস্তে সারিকা সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এক সংশয় হইতেছে আমি অপরিচিত ব্যক্তি, আর এই মহিলা হয়ত রাজবাটীর অন্তঃপুর হইতে আসিয়া থাকিবেক, অতএব সহসা ইহার নিকট গমন করা কি রূপে সঙ্গত হয়। কিন্তু না গেলেই বা ইহাকে কি প্রকারে সারিকা দিতে পারি। তিনি মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই বনবিহারিণী বালা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বিজয়বল্লভের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং পলায়িত সারিকাকে তাঁহার হস্তে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয় আপনি কে, আর এই সারিকাটি কোথায় পাইয়াছেন।

বিলয়বল্লভ কহিলেন, আমি এই রাজধানীতে ধনপতি

বণিকের আলয়ে অবস্থিতি করি। সংপ্রতি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। পরে রাজসমীপে বিদায় হইয়া এই উদ্যানের বাহির পথ দিয়া গমন করিতেছি, এমত সময়ে এই সারিকা উদ্যান হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার সম্মুখে পড়িল। আমি ইহার দক্ষিণ পদে সুবর্ণ শৃঙ্খল বদ্ধ দেখিয়া ভাবিলাম, এ সারিকা অবশ্যই পিঞ্জরমুক্ত হইয়া আসিয়াছে। এই মনে করিয়া উহাকে ধরিয়া আনিয়াছি। যদি আপনি এই সারিকার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকেন, তবে প্রদান করিতেছি লইয়া যাউন।

সেই কামিনী বিজয়বল্লভের আকার প্রকার দেখিয়া এবং তদীয় বাক্যপ্রণালী শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এমন রূপবান পুরুষ ত কখনই নয়নপথে উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই; যাহা হউক, রাজকন্যাকে বলিয়া ইহাকে কোনও উপযুক্ত পারিতোষিক দেওয়াইতে হইবেক। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া বিজয়বল্লভকে কহিলেন, মহাশয়! এই সারিকাটি আমাদের রাজকন্যা চম্পকলতার পালিত। আমি তাঁহার সহচরী, আমার নাম সুলোচনা। আমি এই সারিকার তত্ত্ব করিয়া ফিরিতেছি। রাজকন্যাও সুশীলানাম্নী অপরা সহচরীর সমভিব্যাহারে ঐ দক্ষিণ দিকের পুষ্পবাটিকায় ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহা হউক আপনি আজ আমাদের যথেষ্ট উপকার করিলেন। রাজকন্যা এই সারিকার জন্য অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছেন, অতএব ইহাকে ত্বরায় লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট অর্পণ করি, আপনি মুহূর্ত্তকাল এই খানে অপেক্ষা করুন।

বিজয়বল্লভ কহিলেন আমার এখানে আর অপেক্ষা করিবার আবশ্যক কি? সুলোচনা কহিলেন, যিনি আপনকার দ্বারা আজ এতাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইলেন, সেই রাজদুহিতার বিনা অভিপ্রায়ে আপনাকে বিদায় দিলে আমাকে তিনি যথোচিত তিরস্কার করিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে, রাজকন্যা ও সুশীলা উভয়ে নিকুঞ্জবন হইতে নির্গত হইয়া এক সরোবরের দক্ষিণপারে উপস্থিত হইলেন, এবং উৎসুক চিত্তে সমীপস্থ চম্পকবৃক্ষের বিটপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সুলোচনা কহিলেন, ঐ দেখুন রাজকন্যা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ সারিকার অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আর আমার বিলম্ব করা উচিত হয় না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণকাল স্থিতি করুন। এই বলিয়া সারিকা লইয়া সুলোচনা প্রস্থান করিলেন।

বিজয়বল্লভের নয়নদ্বয় রাজদুহিতার উপর নিপতিত হইল। শরৎকালের পূর্ণ শশধর যেমন বিরলপত্র বিটপের অন্তরাল হইতে অলৌকিক মাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক জনসমূহের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে, সেই প্রকার, বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে রাজকন্যার মুখচন্দ্রমণ্ডলের শোভা বিজয়বল্লভের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত বিমোহিত করিল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ এই সময়ে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল।

রাজা বীরসিংহ বহুকালাবধি অতিশয় শ্বাপদপ্রিয় ছিলেন। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অবকাশ পাইলেই

মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু ধারণ পূর্ব্বক রাজধানীতে আনয়ন করিয়া লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। উপস্থিত ঘটনার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তিনি উত্তর প্রদেশের অরণ্য হইতে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ ব্যাঘ্র যে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পিঞ্জরের দ্বার শ্বাপদরক্ষকেরা সে দিবস উত্তম রূপে অর্গলবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। ব্যাঘ্র অনায়াসে ঐ দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমতঃ কয়েকটা গো ও মনুষ্য নষ্ট করে, তৎপরে অধিক জনতা দর্শনে ও অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হওয়াতে পলায়নোন্মুখ হইয়া, রাজবাটীর পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই উদ্যানের প্রান্তভাগে মালীদিগের গতায়াতের নিমিত্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, ব্যাঘ্র সেই দ্বার দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর এখানে যখন সুলোচনা রাজকন্যার সমীপে গমন করিয়া প্রহৃষ্ট মনে সারিকা অর্পণ পূর্ব্বক বিজয়বল্লভের কথা বলিতেছিলেন, এবং যৎকালে বিজয়-বল্লভ বৃক্ষশাখার অন্তরাল হইতে অনিমিষ নয়নে রাজ-কন্যার অপরূপ রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ ঐ উদ্যানের প্রান্তভাগ হইতে এক ভীষণ ব্যাঘ্রনাদ সমুত্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ মাত্র রাজকন্যা ও সহচরীদ্বয় সকলেই চকিতা ও ভয়াকুলা হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক রাজবাটীর অভিমুখে অতি বেগে ধাবমান হইলেন। ওখানে বিজয়বল্লভ বিপদ আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বিকভাব পরিহার পূর্ব্বক বীরমূর্ত্তি ধারণ

করিলেন, এবং স্বকীয় কটিস্থিত অসিকোষ হইতে এক বিশাল তীক্ষ্ণধার খড়্গ নিঃসারিত করিয়া ঐ শব্দের দিকে ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পদ গমন করিবা মাত্র দেখিলেন, কিয়দ্দূরে এক অতি ভয়ানক শার্দূল উদ্যানপাদপের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, সেই ভয়াকুলা পলায়নপরা অঙ্গনাদিগের প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিতে দেখিতে সহচরীদ্বয় স্ব স্ব প্রাণভয়ে রাজকন্যাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া দূরে পলায়ন করিলেন। নৃপতনয়া তাহাদিগের সঙ্গ লইতে পারিলেন না। কিয়দ্দূর বেগে গমন করণানন্তর আত্যন্তিক ভয় ও দৈহিক ক্লান্তি প্রযুক্ত তাঁহার পদদ্বয় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি দবাগ্নিবেষ্টিত হরিণীর ন্যায় গতিবিহীনা চকিতা ও ভয়বিহ্বলা হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যেক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে সাক্ষাৎ কৃতান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আসিতেছে, আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজবালার উহার করাল গ্রাসে নিপতিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল। এমত সময়ে বিজয়বল্লভ খড়্গপাণি হইয়া বেগে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই কুরঙ্গনয়না কাতর বচনে বলিলেন, "হে বীরপুরুষ! আমায় রক্ষা কর"। বিজয়বল্লভ কহিলেন ভয় নাই! ভয় নাই! কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে ঐ দুর্দ্ধর্ষ পশু মুখব্যাদান পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিয়া নৃপতনয়ার উপর উৎপতনশীল হইল। বিজয়বল্লভ তৎক্ষণাৎ অতিবেগে ধাবমান হইয়া করস্থিত বিশাল খড়্গ উহার প্রসারিতমুখ মধ্যে প্রবেশিত

করিলেন। ব্যাঘ্র মর্ম্মান্তিক যাতনায় অভিভূত ও ভগ্নবিক্রম হইয়াও এক বার তাঁহার উপর নখরাঘাত করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গের দ্বারা দ্বিতীয় বার আঘাত করিয়া তদ্দণ্ডে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বিজয়বল্লভ এই প্রকার অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অস্ত ব্যস্তে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, নৃপনন্দিনী মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূতলে পতিতা হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দুরাজী বিরাজিত হইয়াছে এবং ভালোপরি পরিস্রুত হইয়া সিন্দূরবিন্দু নির্ণিক্ত করিতেছে; চিকুরনিকর বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং কবরীবন্ধ বিন্যস্ত চম্পকাদিকুসুমনিচয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। নৃপতনয়ার ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া বিজয়বল্লভ তৎক্ষণাৎ সরোবর হইতে পদ্মপত্রাধারে সুশীতল জল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার মুখমণ্ডলে ও নয়নযুগলে প্রোক্ষিত করিলেন, এবং তাঁহার মস্তক স্বকীয় জঙ্ঘোপরি রাখিয়া কোমল নলিনীদল দ্বারা বায়ুবীজন ও স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখমণ্ডলের ঘর্ম্মজল পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এ দিকে, দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। গগনমণ্ডল লোহিতরাগে বিভূষিত হইল। সন্ধ্যাকালের সমাগমে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন, বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে যে হর্ষোদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিগত হইয়া উৎকণ্ঠার প্রাদুর্ভাব হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন রজনী সমাগতা, এ সময়ে এই নিভৃত স্থানে একাকী রাজকন্যাকে লইয়া এ অবস্থায় অবস্থিতি করা

কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। কিন্তু উপায় কি করি, উদ্যান হইতে সহচরীগণ সকলেই চলিয়া গেল, আর এখানে এমত কোনও জন প্রাণীকেও দেখিতে পাই না যে তাহার হস্তে রাজকন্যাকে সমর্পণ করিয়া যাই। বিজয়বল্লভ এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া নানাবিধ বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে রাজকন্যা ঈষৎ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বিজয়বল্লভ তাঁহাকে সচেতনা দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, রাজনন্দিনি! আর ভয় করিও না। ঐ দেখ, সেই দুর্জ্জয় জন্তু মদীয় অসিধারে ছিন্নমুণ্ড হইয়া তোমার পদতলে পড়িয়া আছে; অতএব নির্ভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। তোমার সখীরা সকলেই ভয়াকুলা হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। দিনমণিও অস্তগত হইয়াছেন। এমত সময়ে এমত অবস্থায় এই নিভৃত স্থানে তোমার একাকিনী থাকা কদাচ উচিত হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতনয়া মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রবীর! হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আর কি বলিয়া আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আমি চিরদিন এ ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়া রহিলাম। জীবিত প্রদান করিলেও এ দায় হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারিব না" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সলজ্জ ভাবে অধোমুখী হইলেন, এবং স্বকীয় অসংস্থিত বেশভুষা ও পরিচ্ছদাদি ব্যবস্থাপিত করিতে যত্নশীল হইলেন। বিজয়বল্লভ নৃপনন্দিনীকে এই প্রকার সঙ্কুচিত দেখিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজমহিষী সহচরীগণ সমভিব্যাহারে

অন্তঃপুর হইতে ধাবমানা ও রুদ্যমানা হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষ সহকারে স্বয়ং রাজা বীরসিংহও উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিক হইতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল।

বিজয়বল্লভ রাজাকে সমাগত দেখিয়া সখীগণের হস্তে নৃপতনয়াকে সমর্পণ পূর্ব্বক ত্বরিত পদে মহারাজের সমীপে গমন করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলেন। বীরসিংহ বিজয়বল্লভের শৌর্য্য ও বীর্য্য দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তাঁহার যথোচিত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ওখানে নৃপতনয়া রাজমহিষী ও সহচরীগণের সমভিব্যাহারে, দৈহিক অবসন্নতা ছলে এক এক বার দণ্ডায়মানা হইয়া, পশ্চাতে বিজয়বল্লভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দিন অপরাহ্ণ সময়ে, সুশীলা স্বকীয় আবাসগৃহে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া, পূর্ব্ব দিনের বিপদের ঘটনা সকল চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সুলোচনা সারিকা হস্তে করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সারিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, সখি! এই পলায়নপরায়ণ সারিকাকে আবার কোথা হইতে ধরিয়া আনিলে। এই আমাদের সকল অনর্থের মুল; এ যদি পলায়ন না করিত, তবে কি আমরা কল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বিপদে পড়িতাম। সুলোচনা কহিলেন, সখি! তুমি এই নির্দ্দোষী সারিকার প্রতি অকারণ কেন দোষারোপ করিতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, এও আমাদিগের বিপদে সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছে। এই দেখ ইহার নয়নদ্বয়ের বারিবিন্দু বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই মলিন ধারার চিহ্ন ইহার কণ্ঠোপরি উভয় পার্শ্বে দৃষ্ট হইতেছে। সুশীলা হাস্য করিয়া কহিলেন, না সখি! আমি রহস্যচ্ছলে সারিকার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলাম, নতুবা যাহাকে আমরা চিরদিন এত স্নেহ পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছি তাকেও কি কখনও মন্দ বলিতে পারি? এই বলিয়া সুলোচনার হস্ত হইতে সাদরে সারিকাকে লইয়া প্রীতি পূর্ব্বক উহার পৃষ্ঠদেশে

হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলোচনে! বল দেখি শুনি, একে কেমন করিয়া পাইলে?

সুলোচনা কহিলেন, সখি! আমি এই কত ক্ষণ পুষ্পচয়নার্থ মালঞ্চে গমন করিয়াছিলাম। কল্য যেখানে আমরা এই সারিকাকে ফেলিয়া পলাইয়া আসি সেই স্থানে গিয়া যখন আমি চম্পকতরুর নিকটবর্ত্তী হইলাম, সেই সময়ে সারিকা বৃক্ষশাখা হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার হস্তোপরি বসিবার উপক্রম করিল। আমি তৎ-ক্ষণাৎ ইহাকে ধরিলাম এবং দেখিলাম ক্ষুৎপিপাসায় ইহার চঞ্চুপুট বিবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার লোহিত জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আকুঞ্চিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমি সরোবর হইতে জল ও বৃক্ষ হইতে পক্ক ফল আহরণ পূর্ব্বক ইহাকে প্রদান করিলাম। তদনন্তর উদ্যান হইতে প্রত্যা-গমন পূর্ব্বক দেখাইবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া সারিকাকে তোমার নিকট আনিতেছি।

সুশীলা এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! রাজকন্যার সাধের সারিকা, এ আমাদের হারাইবার ধন নহে! তিনি এই সারিকার জন্য অদ্য সমস্ত দিন মনস্তাপে কালক্ষেপ করিয়াছেন, এক্ষণে ইহাকে পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইবেন বলিতে পারি না। সুলোচনা কহিলেন, তবে এস আমরা শীঘ্র সারিকা লইয়া রাজকন্যার সমীপে গমন করি। সুশীলা কহিলেন, না সখি! এখন যাওয়া হইবেক না। পূর্ব্ব দিবসের দুর্ঘটনায় তাঁহার অন্তঃকরণে এক বিষম উৎকণ্ঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সেই কারণে কল্য সমস্ত রাত্রি

নিদ্রা তাঁহার নয়নাভিমুখী হয় নাই। পরে অদ্য প্রাতঃকাল হইতে আবার সারিকার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। এই সকল মনের অসুখ ও উদ্বেগ বশতঃ তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়াতে, তিনি এই কত ক্ষণ কিঞ্চিৎ নিদ্রালসা হইয়া শয়ন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করা কোনও রূপেই উচিত নহে। সুলোচনা কহিলেন, সখি! ভাল বলিয়াছ, এখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হইবেক না। এই বলিয়া সারিকাকে পিঞ্জর মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! তোমায় একটা মনের কথা বলিব বলিব করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মনস্থ করিয়া আছি, কিন্তু বলিবার সুযোগ পাই নাই। এক্ষণে এই গৃহে অন্য কেহ নাই, অতএব এই সময়ে বলি, শ্রবণ কর। সুশীলা কহিলেন, সখি! বল কি কথা বলিতে মনস্থ করিয়াছ। এই বলিয়া সুলোচনার হস্ত ধরিয়া আপন নিকটে বসাইলেন।

তখন সুলোচনা কহিলেন, "সুশীলে! কল্য যিনি রাজকন্যাকে শার্দ্দূল হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে ব্যক্তি কে, তাহার কিছু পরিচয় শুনিয়াছ?" সুশীলা কহিলেন, "হাঁ সখি, শুনিয়াছি বটে, তিনি আমাদের যুবরাজ শান্তশীলের বন্ধু। গত দিবসের ব্যাপারে রাজা তাঁহাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন "আমি অর্থলালসায় এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই, কর্ত্তব্য বিষয়ে জগদীশ্বর যে আমাকে কৃতকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত

হইয়াছি।” সুলোচনা কহিলেন, সখি! সত্য বটে, এমন পরহিতৈষী, মহানুভাব ও রূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। আমার এক এক বার মনে হয়, কিন্তু মনের কথা সকল ব্যক্ত করিলে লোকে উপহাস করে, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারি না; সখি! আমার এক এক বার মনে হয়, ইনিই আমাদের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র। সুশীলে! তুমি হাস্য করিও না, দেখ দেখি, যেমন আমাদের রাজকন্যা রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী, তেমনি ইনিও পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য গুণে নিরুপম এবং শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয়। অতএব বিধাতা যদি এই উভয়কে দম্পতী করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। কেমন সখি! তোমার মনে কি এ কথা ভাল লাগে না?

সুশীলা এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ম্লান ভাবে কহিতে লাগিলেন, সুলোচনে! তুমি যাহা বলিতেছ আমারও মনে এক এক বার ঐরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু সখি! অভিলষিত বিষয় সকল সময় সুসাধ্য হয় না। দেখ, মাধবী লতা কি সকল স্থানেই সহকার তরুর আশ্রয় পাইয়া থাকে; আর বিকসিত শতদল মাত্রেই কি মধুকরের উপভোগ্য হয়? অতএব এই কল্পনা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সুলোচনা কহিলেন, সখি! আমাদিগের অভিলাষ যে নিতান্ত অসম্ভাবনীয় তাহা আমি বিলক্ষণ রূপেই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি এ বিষয়ে কি কি কারণে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

সুলোচনা কহিলেন, সখি! এ বিষয়ে বিস্তর প্রতিবন্ধক আছে। এই রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে যে কুল-ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে রাজকুলোদ্ভব ব্যতিরেকে অন্য কেহ আমাদিগের প্রিয়সখীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে রাজকুলোদ্ভব যে কয়েক জন বর পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সরস্বতীর বরপুত্র। অধিকন্তু, কেহ বা কাপুরুষ, কেহ বা কদাকার। অতএব আমাদিগের প্রিয়সখী কোন দিন কোন দুর্জ্জনের হস্তে পতিতা হইবেন, এই ভাবনা মনে উদয় হইলে নির্দ্দয় বিধাতাকেই কেবল অনবরত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। সুলোচনা কহিলেন, সখি! যথার্থ বটে; এখন সেই ভাবনাই আমাদিগের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আর যখন তাহা মনে হয়, তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। কিন্তু সখি! এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি বিধাতার কি বিচিত্র কল্পনা! দেখ, তুমি যে সকল রাজপুত্রের কথা বলিলে, শীল, স্বভাব ও রূপ গুণ অনুসারে বিচার করিলে কেহই তাহাদিগকে রাজকুলোদ্ভব বলিয়া বোধ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি বিজয়বল্লভ নামে এখানে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সকলেরই মনে এইরূপ প্রতীতি হয়, যে এই মহাত্মা অবশ্যই রাজকুমার হইবেন। অতএব মনের সংস্কার অনুসারে আমার এক এক বার ভরসা হইতেছে, যে ইনি সামান্য লোকের সন্তান না হইবেন।

সুশীলা সুলোচনার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে পরিচারিকাগণ

যে সকল কথা জল্পনা করিতেছিল, তাহা বুঝি তুমি কিছুই শুন নাই? সুলোচনা কহিলেন, না সখি! বল দেখি শুনি, তাহারা কি বলিতেছিল। তখন সুশীলা কহিতে লাগিলেন, কল্য আমাদিগের প্রিয়সখীর যে মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা গাঁথিয়া রাখিবার মানসে রত্নসম্পুট আনিবার জন্য এক এক করিয়া সকল দাসীর তত্ত্ব করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এবং তাহারা কোথায় কি করিতেছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বয়ং উহাদিগের গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম উহারা সকলে একত্র বসিয়া গল্প করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তোরা সকলে এখানে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছিস"। আমার এই কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া প্রথমতঃ সকলেই নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর পুনর্ব্বার ভর্ৎসনা করাতে, সহচরীনাম্নী দাসী অগ্রসর হইয়া কহিল, আমরা বিশেষ কোনও মন্ত্রণা করি নাই। কল্য যিনি রাজকন্যার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। অদ্য প্রাতঃকালে সোমদত্ত সকলের নিকট কহিয়াছেন, যে এ ব্যক্তি অযোধ্যা নগরস্থ এক চণ্ডালের পুত্র। জারজ সন্তান বোধ করিয়া ইহার পিতা ঈর্ষ্যাবশতঃ ইহাকে কালসর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া সরয়ূ নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে বাস্তবিক যদি এ ব্যক্তি চণ্ডালের পুত্র হইবেক, তাহা হইলে যুবরাজ এমন নীচ জাতির সহিত কেন বন্ধুত্বভাব করিবেন।

সখি! আমি এই কথা শুনিবা মাত্র এমনি হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম যে কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে সহচরীকে ডাকিয়া কহিলাম, "তোরা এ সকল কথা আর মুখে আনিস না। সোমদত্ত যাহা বলিয়াছে তাহা সমুদায় মিথ্যা"।

সুলোচনা এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় রোষ-পরবশা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! এই দুরাচার পাপিষ্ঠ সোমদত্ত থাকিতে আর আমাদিগের কাহারও কল্যাণ নাই। রাজা যে কি গুণে উহাকে এক জন অনুচর করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না। যাহার পর-নিন্দা ও পরহিংসার প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হইতে পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি যে এক্ষণে এই স্বকপোলকল্পিত কথার রটনা করিয়া অনিষ্ট চেষ্টা করিবেক, তাহার আশ্চর্য্য কি? সখি! এ সকল কথা কখনই বিশ্বাসের যোগ্য নহে। তুমি কদাচ তাহাতে কর্ণপাত করিও না। সুশীলা কহিলেন, ছি সখি! তুমি কি আমাকে এমনি চপলপ্রকৃতি মনে করিয়াছ যে, আমি সেই ভণ্ড দুরাত্মার কল্পিত কথায় কর্ণ-পাত করিব? সহচরীর কথা শুনিয়া আমি প্রথমতঃ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম যথার্থ বটে; কিন্তু তখনও ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই কাল্পনিক কথায় আমার কিছুমাত্র আস্থা হয় নাই এবং বিজয়বল্লভের বিষয়ে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দ্বৈধজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই। কেবল সেই দুর্বৃত্ত সোমদত্তের এই অসাধারণ দুঃসাহস ও অসামান্য কুটিলতা দেখিয়া আমি হতজ্ঞান হইয়াছিলাম। সুলোচনা কহিলেন, সুশীলে! তুমি যে সে কথায় বিশ্বাস কর নাই তাহা আমার বিলক্ষণ

রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কেন না এ বিষয়ে তোমার কিছু-মাত্র সন্দেহ থাকিলে, বিজয়বল্লভের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবা মাত্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ সকল কথা উত্থাপিত করিতে! সে যাহা হউক, তোমাকে বিশেষ রূপে সাবধান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সোমদত্ত প্রথমতঃ এখানে যে অবস্থায় যে রূপে পরিচিত হইয়া রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ, বোধ করি, তুমি অবগত নও, কারণ সে সময়ে তুমি ব্রত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ভগবান শঙ্কর ভট্ট পুরোহিতের পুণ্যাশ্রমে গমন করিয়াছিলে। আমি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি সেই জন্যই তোমাকে সাবধান করিতেছি। সুশীলা কহিলেন, আমি জনশ্রুতিতে কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার কখনই ইচ্ছা হয় নাই; সুতরাং এ বিষয়ে তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু অদ্য ঐ সকল কথা শুনিবার জন্য আমি নিতান্ত কৌতূহলাকুল হইয়াছি, অতএব আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

তখন সুলোচনা কহিতে লাগিলেন, সখি! যাহাকে লোকে গুণ বলিয়া আদর করে, তাহাই কালমাহাত্ম্যে আমাদিগের এই মহারাজের পক্ষে বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইনি স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু, পরদুঃখ দেখিবা মাত্র ইহার অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া থাকে, এবং সকলের অন্তঃকরণকে স্বকীয় নির্ম্মল অন্তঃকরণের অনুরূপ জ্ঞান করিয়া সদসৎ বিবেচনা করিতে পারেন না; এই কারণে সোমদত্ত স্বভাবতঃ দুষ্টপ্রকৃতি হইয়াও রাজসমীপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার আদি বৃত্তান্ত এই—প্রায় চারি বৎসর

অতীত হইল, এক দিন রাজা সসৈন্যে মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক শ্বাপদাদি বাণা-ঘাতে নিহত করিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথি মধ্যে দেখিলেন, এক জন বিদেশী পথিক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, এবং এক এক বার আমাদিগের মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া যথেচ্ছ গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছে। ঐ আর্ত্তনাদ মহারাজের কর্ণকুহরে প্রবিস্ট হইবা মাত্র, তিনি স্বয়ং সেই স্থানে আসিয়া উক্ত লালপ্যমান ব্যক্তিকে উহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে কোনও উত্তর না দিয়া রাজাকে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোদন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা অনেকপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা উহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিয়া পুনর্ব্বার উহার পরিতাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে উত্তর করিল, মহারাজ! তোমার এই মৃগয়াবিহারী ধনুর্দ্ধর অনুচরদিগের শরাঘাতে আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র এই অটবী মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পরে যে শ্বাপদ সেই শরসন্ধানের লক্ষ্য হইয়াছিল, সেই নৃশংস জন্তু মদীয় শরবিদ্ধ পুত্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখে করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিল। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! সেই প্রাণ-সমান পুত্র আমার নয়নের অঞ্জন; সেই আমার জীবনের আধার। এক্ষণে সেই পুত্র বিনা আমি কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব, এবং কি রূপেই বা এই বিধুর হৃদয়কে সুস্থির করিব। এই রূপে পথিক করুণ বচনে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য সামন্ত ও অনুচরদিগকে ডাকাইয়া সকলকে ঐ পথিকের পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সকলেই উত্তর করিল, আমরা যে যে স্থানে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি তথায় জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাই নাই। অনন্তর রাজা বহু অনুসন্ধান করাতেও কোনও ব্যক্তিকে অপরাধী করিতে পারিলেন না, অথচ পথিকের মুখে যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন তাহা অযথার্থ বলিয়াও ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে সন্দেহ হইল না। পরিশেষে আর কোনও উপায় না দেখিয়া পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যহীন! দৈববশতঃ যাহা হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই, অতএব সে জন্য আর বৃথা বিলাপ করিয়া কি হইবে? তুমি আমার সঙ্গে রাজধানী চল। আমি সূর্য্যবংশীয় রাজা, আমাদিগের কুলদেবতা দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন আমি তোমাকে রাজপরিবারের মত সম্মানিত করিয়া রাখিব, তুমি রাজতুল্য সুখ সম্পদে অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। পথিক এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাতে বিশেষ অভিনিবেশ করিল না। অনন্তর রাজা নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করাতে পরিশেষে তাহাতে সম্মত হইল। পরে মহারাজের সমভিব্যাহারে রাজধানীতে আসিয়া রাজকীয় অনুচর মধ্যে পরিগৃহীত ও যথাবৎ সম্মানিত হইয়া রহিল। সুলোচনা এই সকল কথা বলিয়া ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, সখি! এই সেই ছদ্মবেশী পথিক সোমদত্ত। ইহারই কথায় মহারাজ প্রতারিত হইয়াছেন। ইহারই দুর্জ্জনতা

প্রযুক্ত লোক সকল চারি বৎসর হইতে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছে। দুষ্ট প্রবঞ্চক এক্ষণে পরহিংসাপরতন্ত্র হইয়া বিজয়বল্লভকে দূষিত করিবার কল্পনা করিয়াছে।

সুশীলা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখি! এমন প্রতারক ও প্রবঞ্চক মনুষ্য ত ত্রিভুবনে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সখি! তুমি ইহার খল স্বভাব ও ছল ব্যবহার কি রূপে জানিতে পারিলে? সুলোচনা কহিলেন, সুশীলে! যে রূপে উহার ছল ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও এক আশ্চর্য্য ঘটনা। সোমদত্ত রাজ-বাটীতে প্রবিষ্ট হইবার স্বল্প দিন পরে অযোধ্যানগরস্থ এক জন বণিক কতকগুলি রত্ন লইয়া ব্যবসায়ের নিমিত্ত এই রাজধানীতে আসিয়াছিল। এক দিন রাজসভায় ঐ বণিকের সহিত সোমদত্তের সাক্ষাৎ হইবা মাত্র, বণিক সোমদত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কি হে পাতঙ্গি! তুমি কত দিন এই নগরীতে আসিয়াছ এবং কি রূপেই বা এই মহতী রাজসভায় পরিচিত হইয়াছ"? কিন্তু সোমদত্ত চতুরতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর না করিয়া ভঙ্গি-ক্রমে কহিল, যে অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে চিরন্তন বন্ধুর সমাগম লাভ করিলাম। তোমার সহিত অনেক কথা আছে। কিন্তু তাহা রাজসভায় বলিবার নহে, সময়ান্তরে সকল কথা কহিব"; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। সোমদত্ত নিক্রান্ত হইলে পর, সভাস্থ সকলে বণিককে সোমদত্তের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বণিক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ ব্যক্তি অযোধ্যানগরবাসী এক জন বৈশ্য,

ইহার নাম পাতঙ্গি। পূর্ব্বে এ চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। কিন্তু ঔষধের ছলে এক ব্যক্তিকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করে, এই অপবাদে অযোধ্যাধিপতি রাজা জয়ধ্বজ উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। স্বদেশে উহার আত্মবন্ধু কেহই নাই। প্রায় সাত বৎসর হইল অযোধ্যাতে এক মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতেই উহার স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি সকলে শমনভবন গমন করিয়াছে"। রাজা এবং সভাস্থ সকলে এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "জানিলাম এত দিন আমার জ্ঞানদীপ্তি ভ্রান্তিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু সূর্য্যবংশের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হইবার নহে। অতএব স্বকৃত কর্ম্মের ফলে তিক্ত রস থাকিলেও তাহা এক্ষণে অবাধে আস্বাদন করিতেই হইবেক।"

সুলোচনা এই সকল কথা বলিয়া সুশীলাকে কহিলেন, সখি! তোমাকে সকল কথাই বলিলাম, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, সোমদত্তের কথা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য।

সুশীলা সুলোচনার কথায় উত্তর করিবার সময়ে, চম্পকলতা হঠাৎ কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যাকে সমাগতা দেখিয়া সখীগণ উভয়ে গাত্রোত্থান করিল। কিন্তু চম্পকলতা কিঞ্চিৎ ভাবান্তরাপন্ন হইয়া বিনত বদনে ও সাভিমানে বলিলেন, "কেন তোমরা আমাকে দেখিয়া দণ্ডায়মানা হইলে? আমি কি তোমাদিগের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের উপযুক্ত পাত্র।" এই কথা শ্রবণ মাত্র সখীরা উভয়ে স্তব্ধ হইয়া অবলোকন করিতে

লাগিলেন। ক্ষণ কাল পরে সুলোচনা কহিলেন, "সখি! এই দারুণ বাক্য কি আমাদিগের প্রতি সম্ভবে? হৃদয়ে শেলাঘাত বরঞ্চ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার এই সুতীক্ষ্ণ বচনবিশিখ অশনিসমান জ্ঞান হইতেছে, তাহা সহ্য করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সুশীলা কহিলেন, "সখি! তোমার নির্দ্দয় কথা শুনিয়া আমাদিগের অন্তরাত্মা সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। যাহার প্রীতি লাভ করিয়া আমরা চির দিন এত আস্পর্দ্ধা করিয়াছি, সে যদি এখন মন্দ বলে, তবে আমরা আর কোথায় কাহার নিকট এই মনোদুঃখ প্রকাশ করিব? অতএব সখি কেন এই প্রতিকূল বাক্যে অকারণ আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছ, তাহা বিস্তার করিয়া বল।

তখন চম্পকলতা সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া উভয়ের প্রতি কহিতে লাগিলেন, "সুশীলে! এখন সে সব কথা শুনিয়া আর কি হইবে? কল্য তোমরা আমাকে উদ্যান মধ্যে একাকিনী ফেলিয়া চলিয়া আসিলে; কিন্তু এ অভাগিনীর যে কি দশা ঘটিল, তাহা এক বার ফিরিয়া দেখিলে না। সে যাহা হউক, যদি আমি সেই সময় শার্দ্দূলগ্রাসে পতিত হইতাম, তাহা হইলে আমারও এ সকল দুঃখের এক বারেই পর্য্যবসান হইত; আর তোমাদিগকেও এ সকল কটু কথা শুনিতে হইত না। কিন্তু বুঝি জন্মান্তরে কিছু পুণ্য করিয়াছিলাম, সেই ফলে জগদীশ্বরের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি"। সখীদ্বয় রাজকন্যার কথা শুনিয়া সলজ্জ বদনে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়সখি! আমরা আতঙ্কায় আকুল হইয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছি এবং সে

জন্ম জন্মের মত অপরাধিনী হইয়াছি। কিন্তু শশাঙ্ক যেমন কলঙ্ক দোষে কখনই অনাদৃত হয় না, সেইরূপ এই এক মাত্র অপরাধে আমাদিগের নির্ম্মল সখিত্বভাব কলঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া দূষিত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে”। চম্পকলতা কহিলেন, “সখীগণ! এ কথা কেবল কথার প্রসঙ্গেই বলিতেছি, নতুবা সে জন্য আমি বাস্তবিক কোনও অনুযোগ প্রকাশ করিতেছি না। বিশেষতঃ কল্য যখন সন্ধ্যার সময় তোমরা আমাকে উদ্যান হইতে লইয়া আইস সেই সময়েই আমি তোমাদিগের অনুনয়ে সে দোষ মার্জ্জনা করিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ে আমার কোনও কথা নাই। কিন্তু যাহা এক্ষণে আমার মর্ম্মান্তিক হইয়াছে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ফলতঃ মনের দুঃখে এক এক বার ইচ্ছা হয়, যে আর কোনও কথা তোমাদিগকে বলিব না, কিন্তু আবার না বলিলেও অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে এজন্য বলিতে হইতেছে। কল্য আমি যে বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা হইতে জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই অবধি আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় আকুল হইয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, আমার নির্ম্মল হৃদয়াকাশে দিবানিশি আনন্দশশী সম ভাবে উদিত হইত; কিন্তু এক্ষণে তথায় উদ্বেগমেঘ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই কারণে বিনিদ্র নয়নে কল্য আমি সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছি। পরে রজনী প্রভাতা হইলে শরীরের গ্লানি দূরীভূত না হওয়াতে ক্ষণ কাল মাত্র শয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু অন্তরের উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত নিদ্রা নয়নাভিমুখী হইল না। পরিশেষে সন্তাপিত অন্তঃকরণকে সুশীতল

করিবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সুলোচনা যে পুষ্পমাল্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাই এক বার হৃদয়ে ধারণ করি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, সুলোচনা যেখানে পুষ্পমালা গ্রথিত করিয়া রাখিত, সেই স্থানে যাইয়া তাহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সুলোচনার কুসুমপাত্র শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তখন অতিশয় খিন্ন মনে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তাহার পর সকল স্থান তত্ত্ব করিয়া ফিরিলাম কোথাও সুলোচনার দেখা পাইলাম না। একে আমার মনের অসুখ, তাহাতে আবার দেহাবসাদ উপস্থিত, দুই কারণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পরিশেষে এই দিক দিয়া গমন করিতে ছিলাম, এমত সময়ে দ্বারোপান্তে সুলোচনার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ চকিত হইয়া দ্বার প্রসারিত করিয়া দেখিলাম, তোমরা দুই জনে এখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। অতএব বল দেখি, এই কি তোমাদের সখ্যধর্ম্ম, আর এই কি তোমাদের অনুকূল ব্যবহার?

সখীগণ রাজকন্যার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, চম্পকলতে! সেই এক সামান্য কুসুমমালার নিমিত্ত কি ঘোরতর অনর্থ ঘটিয়াছে? ছি সখি! লঘু পাপে গুরু দণ্ড বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর সুলোচনা অগ্রসর হইয়া কহিল, প্রিয়সখি! যদিও আমি এ বিষয়ে অপরাধিনীই হইয়াছি, কিন্তু সে অপরাধ তোমাকে অনুকূল নয়নে অবলোকন করিতে হইবেক। কারণ, যে কারণে উদ্যানে আমার বিলম্ব হইয়াছিল তাহা শুনিলে কখনই আমাকে দোষ দিতে পারিবে

না। এই বলিয়া, সারিকাকে উদ্যান মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণনা পূর্ব্বক, হাসিতে হাসিতে কহিলেন প্রিয়সখি! আমি এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম এই সারিকাই আমাদের সকল অনর্থের মূল। ক্ষণ কাল হইল সুশীলাও উহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিতেছিল। তাহাতে আমি উহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম যে তুমি অকারণ সারিকাকে দোষ দিও না। কিন্তু এক্ষণে আমি দেখিতেছি সুশীলা স্বরূপ কথাই বলিয়াছে। ঐ অলক্ষণা পক্ষিণী এক বার আমাদিগকে উদ্যান মধ্যে সঙ্কটে ফেলিয়াছিল, অদ্য আবার তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইবার পন্থা করিয়াছে।

সারিকা পুনর্লব্ধ হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া, চম্পকলতা হৃষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, সুলোচনে! যখন তুমি সারিকালাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ, তখন আর তোমার কোনও দোষ গ্রহণ করিব না। সারিকাকে কোথায় রাখিয়াছ বল? এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুলোচনা পিঞ্জর সহ ঐ পক্ষীকে আনিয়া নৃপতনয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। চম্পকলতা উহাকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সুলোচনে! এই সারিকাকে পাইয়া আমি অনেক সুস্থির হইলাম। এই রূপে কথাবার্ত্তায় কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইয়া গেল। দিনমণি অস্তগত হইলেন। কিন্তু নৃপতনয়ার হৃদয়ের অসুখ নিবারিত হইল না। তাঁহার সুললিত মুখপদ্ম নিমীলিত হইয়া রহিল। দিবাকর পাছে স্বকীয় কান্তার শোভাবলোকন করিবার মানসে পুনরাগত হন, এই ভয়েই বুঝি

সন্ধ্যাকালের অন্ধকার তাঁহার মুখারবিন্দ তিমিরাবৃত করিয়া রাখিল, অথবা যেন দিনমণির বিরহেই তাঁহার মুখপদ্ম নিমীলিত হইয়া রহিল। তিনি ক্ষণ কাল বিলম্বে নিশাপতির উদয়ে ব্যথিত হৃদয়ে সখীদিগকে বলিলেন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে, অতএব আমাকে শয়নমন্দিরে লইয়া চল। সখীগণ তদনুসারে সত্বরে তাঁহার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, প্রিয়সখি! তোমার শরীরের অসুখ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি; অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর হওয়ার কারণ কি তাহা আমাদিগকে বলিতে হইবেক। চম্পকলতা বলিলেন, প্রিয়সখি! অদ্য আমাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমি ক্ষণ কাল নিদ্রা গেলেই সুস্থ হইব। এই বলিতে বলিতে শয়নমন্দিরে উপনীত হইলেন এবং তৎপরে সখীদিগকে কহিলেন, আমার নিদ্রাবেশ হইতেছে, তোমরা এক্ষণে এখান হইতে গমন কর।

সুলোচনা সুশীলার সহিত শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া তদীয় কর্ণোপান্তে বলিলেন, সুশীলে! চম্পকলতার এ সকল লক্ষণ আমারে ভাল বোধ হয় না। যে বিষয়ে আমি এত আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা বুঝি বিধাতা সত্য সত্যই ঘটাইয়া দিলেন। এই রূপে উভয়ে গুপ্তবাদ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মগধরাজধানীর পূর্ব্ব ভাগ ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত নগরপল্লী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ইহার অন্য দিকের পল্লী সকল যে প্রকার বিবিধ পণ্যশালা ও বহুল ভদ্র-সমাজের আবাসে পরিপূর্ণ, ঐ পূর্ব্বাংশ তদ্রূপ ছিল না। এখানে কেবল কতকগুলি তন্তুবায়, রজক ও ভিক্ষোপ-জীবী দীন দুঃখী প্রজাগণ বসতি করিত। পথ ও পল্লী সকল তাদৃশ পরিষ্কৃত ছিল না, স্থানে স্থানে পুরাতন ভগ্ন ইষ্টকালয় ও জীর্ণ পর্ণকুটীর অবলোকন করিয়া এই মাত্র হৃদ্‌বোধ হয়, মগধাধিপতি এতৎপল্লীর প্রজাদিগের প্রতি কখনই অনুকূল নয়নে নিরীক্ষণ করেন নাই। এই সকল দুরবস্থাগ্রস্ত নগরবাসীদিগের পল্লীর প্রান্তভাগে মহামায়ার এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে কতকগুলি যাজক ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বসতি করিত। যদিও কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহাদিগের তাদৃশ নিষ্ঠা বা নৈপুণ্য ছিল না, তথাচ নগরবাসী গৃহস্থগণ ঐ দেবীর নিকট যখন কোনও মানসিক ও পূজা প্রদান করিবার অভিলাষ করিত, তখন তাহা এই সকল যাজক ব্রাহ্মণের দ্বারা নিষ্পাদিত হইত। অধিকন্তু ইহারা রাজপরিবারের মঙ্গল সাধনার্থ অনবরত স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে ব্রতী থাকিত।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পর অদ্য তৃতীয় দিবস উপস্থিত। রজনী প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারময় দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন শুক্ল চতুর্থীর বালচন্দ্র বিভাবরীর ভাববিলাসে পরাঙ্মুখ হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়া শয়িত হইয়াছেন। পুরবাসিগণ নিজ নিজ গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া গার্হস্থ্য বিষয়ের উপযোগী কথোপকথন করিতেছে। সন্ধ্যাকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বারি বর্ষণ হওয়াতে তখন পর্য্যন্ত গগনমণ্ডলের স্থানে স্থানে মেঘসঞ্চার দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে শৃগাল ও কুক্কুরের কর্কশ ধ্বনি এক এক বার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত পল্লীর পথি মধ্যে সোমদত্ত একাকী সাতিশয় ঔৎসুক্যভাবে দ্রুত পদে গমন করিতেছিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার পথ স্থানে স্থানে দুর্গম কর্দ্দম সংসক্ত ও পঙ্কিল জলে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার গমনে কিছু মাত্র আয়াস বোধ হইতেছে না। সোমদত্ত ক্রমে ক্রমে দীন দুঃখী প্রজাদিগের আবাস স্থান অতিক্রম করিয়া দেবীমন্দিরের নিকটে উপনীত হইল। এই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে বিপুল বট বৃক্ষ সকল প্রসারিত শাখা পল্লবের দ্বারা সেই স্থান প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সোমদত্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই নিবিড় তরুরাজীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অনতিবিলম্বে দেবীমন্দিরের সমীপস্থ হইয়া দেখিল মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, দেবীমন্দিরের পশ্চিমাংশে ত্বরা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে যামার্দ্ধকাল অতীত হইলে পরিশেষে সোমদত্ত

কতকগুলি পর্ণকুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। উদ্দেশ্য কুটীরের দ্বারোপান্তে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল, গৃহ মধ্যে একটি দীপশিখা মন্দ মন্দ রূপে জ্বলিতেছে; এবং তাহার আলোকের দ্বারা শতাধিকবর্ষীয় যজ্ঞসূত্র-ধারী মলিনচেলপরিধায়ী এক পুরুষ জীর্ণ বস্ত্র সেলাই করিতেছে। সোমদত্ত সহসা কোনও উক্তি না করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, কি হে কপিঞ্জল! বয়ো-বৃদ্ধি হইলে কি দৃষ্টির প্রাখর্য্য হইয়া থাকে? কপিঞ্জল এই বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র মুখোত্তোলন করিয়া সম্মুখে সোমদত্তকে দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্র অপসারিত করিয়া অস্তে ব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, অদ্য আমার কি সৌভাগ্য যে মহাশয়ের আগমন হইয়াছে। সোমদত্ত কহিল, হাঁ আমি আসিয়াছি বটে, কিন্তু এত রাত্রিতে সূচী লইয়া তোমার এ বিড়ম্বনা কেন? এই বলিয়া আসনোপরি উপবেশন করিল। তখন কপিঞ্জল কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমাদিগের অবস্থা আপনকার অবিদিত নহে; অতএব আপনকার নিকট স্বরূপ কথা গোপন করার কোনও আবশ্যক নাই। আমার সেই মাধব পুত্রটিকে গত বর্ষে এই বস্ত্রখানি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলাম। হতভাগ্য সন্তান, অদ্য প্রাতঃকালে কুশাহরণের নিমিত্ত ক্ষেত্রে গিয়া বস্ত্রখানি এক বারে দ্বিখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত জীর্ণ হয় নাই, আরও কিছু দিন ব্যবহৃত হইতে পারে। এই দেখিয়া আমি ইহা সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সকল লোকের সাক্ষাতে আমি এ

কর্ম্ম করিতে পারি না, কারণ আমরা রাজবাটীর পুরোহিত এবং নিয়ত স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত আছি, সুতরাং সর্ব্বদাই শুদ্ধাচারে থাকিতে হয় এবং প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। এরূপ কর্ম্ম মাদৃশ শুদ্ধাচারীদিগের পক্ষে বিধেয় নহে। যদি কোনও দুষ্ট লোক এ কথা মহারাজের কর্ণগোচর করে, তাহা হইলে এই দুঃখী ব্রাহ্মণের জীবিকার সংস্থান এক বারেই লোপাপত্তি পায়। এই ভয়ে দিবাভাগে এ কর্ম্ম করিতে কোনও রূপেই সাহস হয় না, সুতরাং রাত্রিকাল ভিন্ন আর উপায় নাই। সোমদত্ত এই সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, কপিঞ্জল! এরূপ কর্ম্ম করিলে কি কখনও ব্রাহ্মণ্যের হানি হইয়া থাকে? এ কেবল তোমার মনের ভ্রম মাত্র; মহারাজ ইহাতে কখনই রুষ্ট হইবেন না। বিশেষতঃ তোমার তুল্য শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ না পাইলে স্বস্ত্যয়নাদি দৈবক্রিয়া কখনই সফল হইত না, ইহা মহারাজ বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন; অতএব সে জন্য কোনও চিন্তা করিও না। যাহা হউক, অদ্য আমি যে কর্ম্মে তোমার নিকট আসিয়াছি, সেই কর্ম্মটি যদি তুমি উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে মহারাজ তোমার প্রতি রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, এক্ষণ হইতে তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিবেন, এবং সর্ব্ব সাধারণে চির কাল তোমার যশ ঘোষণা করিবেক। কপিঞ্জল এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! কি কর্ম্ম করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন। সোমদত্ত কহিল, সে কথা পশ্চাৎ বলিতেছি, কিন্তু যে কারণে ঐ কর্ম্ম করিবার আবশ্যক হইয়াছে অগ্রে তাহার

বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর, এই বলিয়া কহিতে আরম্ভ করিল।

তুমি শুনিয়া থাকিবে ধনপতি বণিকের আলয়ে বিজয়-বল্লভ নামে এক ব্যক্তি দাস্য বৃত্তি করিয়া কালাতিপাত করিত। মধ্যে কয়েক দিন হইল মহারাজের শ্বাপদাগার হইতে হঠাৎ একটা ব্যাঘ্র পিঞ্জরমুক্ত হওয়াতে, অস্ত্রধারী পুরুষেরা তাহাকে বিলক্ষণ আহত করে। ব্যাঘ্র উহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত ও মৃতপ্রায় হইয়া, পলায়ন পূর্ব্বক রাজবাটীর অন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করে। এই সময়ে রাজকন্যা চম্পকলতা উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ সম্মুখে ঐ ব্যাঘ্রের মৃত শরীর দেখিয়া, তাহাকে সজীব বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হন। এই সময়ে দৈবযোগে ঐ পাপাশয় বিজয়বল্লভ এক সারিকাপক্ষী লইয়া ছলনা করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং তথায় ঐ মৃত ব্যাঘ্র ও মূর্চ্ছাপন্না নৃপতনয়াকে যুগপৎ দেখিতে পাইল। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক, করস্থিত খড়্গের দ্বারা ঐ মৃত ব্যাঘ্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, রাজ-কন্যার মস্তকে জলসেচন পূর্ব্বক তাঁহাকে সচেতন করিয়া-ছিল। এই ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে মহারাজ প্রভৃতি সকলেই এক্ষণে বিবেচনা করিয়াছেন, বিজয়বল্লভ ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া রাজকন্যার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

কপিঞ্জল এই সকল কথা শুনিয়া কহিল, মহাশয়! এ ঘটনা উপস্থিত হওয়ার কথা আমরা কএক দিন হইল পরম্পরায় শুনিয়াছি; এবং আমাদিগের সকলেরই হৃদ্বোধ

হইয়াছিল যে রাজকন্যা ঐ ব্যক্তির দ্বারা যথার্থই রক্ষা পাইয়াছেন। সে যাহা হউক, এ লোকটা ত বড়ই চতুর দেখিতেছি। সোমদত্ত ঈর্ষ্যা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, কপিঞ্জল! ইহার চতুরতা আমার নিকট কখনই খাটিবেক না। আমি এ ব্যক্তির নাড়ী নক্ষত্র সমস্ত অবগত আছি। তুমি দেখিবে, অনতিবিলম্বে আমি ইহাকে রাজসমীপে অপদস্থ ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইব। সংপ্রতি আমি যে এক মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি, শ্রবণ কর।

এক্ষণে রাজবাটীতে যাহার এত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সেই বিজয়বল্লভের প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ইহার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তোমাকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হইবেক। এ ব্যক্তি অযোধ্যানগরবাসী এক জন চণ্ডালের পুত্র। শৈশবকালে ইহার পিতা ইহাকে জারজ সন্তান বিবেচনা করিয়া, সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, ইহার মৃতকল্প শরীর সরযূ নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তৎপরে দৈববশতঃ কোনও এক সর্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি উহাকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মন্ত্রৌষধি দ্বারা প্রাণ দান করে। ধনপতি বণিক ঐ সময়ে বাণিজ্যদ্রব্যজাত লইয়া সেই নদী দিয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক আসিতেছিলেন। নদীর তটোপরি ঐ মৃত বালককে সঞ্জীবিত দেখিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত তাহাকে নৌকায় উঠাইয়া লন এবং সেই চিকিৎসককে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করেন। কপিঞ্জল কহিল, মহাশয়! আমরা এ সকল কথাও কতক কতক পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে চণ্ডালের পুত্র ইহা আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। সে যাহা হউক,

মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও এই অপকৃষ্ট জাতিকে যে রাজসংসারে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, ইহা এক সামান্য আশ্চর্য্য নহে। সোমদত্ত কহিল, কপিঞ্জল! বৃহস্পতিরও কখনও কখনও মতিভ্রম হইয়া থাকে, ইহাতে মানবজাতির ভ্রম হওয়া কোন বিচিত্র কথা! যাহা হউক, আমি উহার জন্মবৃত্তান্ত এক অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়া, রাজবাটীর পরিচারক প্রভৃতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলাম। ভরসা ছিল যে পরম্পরায় ঐ কথা মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি উহাকে রাজবাটীতে আসিতে নিবারণ করিবেন। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে, কোনও বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে মহারাজ এ সকল কথা সহসা বিশ্বাস করিবেন না। তিনি স্বকীয় সরলস্বভাবগুণে সকলকেই ভদ্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা তোমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছ। কিন্তু মাদৃশ চিরপ্রতিপালিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কদাচই উচিত নহে যে রাজবাটীতে এইরূপ বিগর্হিত কার্য্য হইতেছে, তাহা জানিয়া শুনিয়া তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকি। কপিঞ্জল কহিল, মহাশয় যথার্থ বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা রাজসভাসদ থাকিতে, যদি মহারাজ এইরূপ নীচজাতির সহিত সহবাস করেন, তাহা হইলে দেশ দেশান্তরে আপনাদেরই কলঙ্ক রটিবেক, মহারাজকে সহসা কেহ দোষ দিবেক না। অতএব ঝটিতি ইহার একটা উপায় করা অতীব কর্ত্তব্য। আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলেন, যে ইহার একটা মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি, এবং তাহা সুসিদ্ধ হইলে এই দুঃখী ব্রাহ্মণেরও ঐ সঙ্গে সঙ্গে রাজসমীপে সম্মান বৃদ্ধি হইবেক; অতএব কি মন্ত্রণা স্থির

করিয়াছেন, তাহা বিস্তার করিয়া বলুন। সোমদত্ত কপিঞ্জলের ব্যগ্রতা দেখিয়া, মনে মনে হৃষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ কুটীরের দ্বার অবরুদ্ধ করিল, এবং উভয়ে সমাসীন হইয়া সংগোপনে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল।

সোমদত্ত যখন কুটীরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বহির্গত হইল, তখন রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সে নক্ষত্র বিশেষের দ্বারা সময় নিরূপণ করিয়া কপিঞ্জলকে কহিল, কপিঞ্জল! রাত্রি প্রায় অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আর আমার এখানে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই আমাকে রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইতে হইবেক; অতএব আমি চলিলাম, এই বলিয়া ত্বরা করিয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে মনে মনে কহিতে লাগিল, বিজয়বল্লভ এই তিন দিনের মধ্যে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া মহারাজ ও যুবরাজের যেরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছে; এবং ইহার রূপ গুণ ও অমায়িক স্বভাবে সকল লোক যেরূপ ইহাকে আদর করিতেছে, ইহাতে যদি আর কিছু দিন এ ব্যক্তি এখানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তিদিগকে মহারাজ কখনও এক বার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু আমার সম্মুখে এ ব্যক্তি যে এত আধিপত্য করিবেক, তাহাও ত আমি প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না; অতএব যে রূপে হয় ত্বরায় ইহাকে নিষ্কাশিত করিতে হইবেক। অদ্য আমি যে মন্ত্রণা স্থির করিয়া আসিলাম, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। এই নগরীতে এমন সুচতুর ব্যক্তি কে আছে যে সহসা আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেক?

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি এ কর্ম্মে ব্রতী হইল, সেও ঐ কর্ম্মের কর্ম্মী ; সুতরাং এজন্য আর আমাকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবেক না। সোমদত্ত এই চিন্তায় চিত্তার্পণ করিয়া প্রহৃষ্ট মনে রাজবাটীর অভিমুখে ত্বরিত পদে গমন করিল।

পর দিন বৈকালে রাজা বীরসিংহের মহিষী বসুমতী অন্তঃপুরের এক গৃহ মধ্যে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া একতান মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সুলোচনা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাজমহিষীকে বন্দনা করিয়া কর যোজনা পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন, দেবি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন আজ্ঞা করুন। বসুমতী কহিলেন, সুলোচনে! তোমাকে বিশেষ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব মনস্থ করিয়াছি। অনন্তর সুলোচনা তাঁহার আসনোপান্তে উপবিষ্টা হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলোচনে! দুই তিন দিন হইতে চম্পকলতার কিছু ভাবান্তর দেখিতেছি, ইহার কারণ বলিতে পার? সুলোচনা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ত্রস্তা হইয়া বলিলেন, দেবি! কিরূপ ভাবান্তর দেখিয়াছেন বিশেষ করিয়া বলুন। তখন বসুমতী কহিতে লাগিলেন, সুলোচনে! আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি, কৃষ্ণ পক্ষের শশধরের ন্যায় আমার চম্পকলতার বদনেন্দু দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। যে আমাকে দেখিবা মাত্র প্রফুল্ল বদনে মা বলিয়া নিকটে আসিত, সে এক্ষণে আমার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া, অষ্ট প্রহর কেবল বিজনবিহারিণী হইয়াছে। যাহার সুকুমার মুখারবিন্দে অনবরত কেবল হর্ষবিহাস বিলাস করিতে দেখিয়াছি, এক্ষণে সেই মুখে অহর্নিশি

বিষাদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। উহার সেই স্বর্ণ বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহার শরীরে অধুনা আর পূর্ব্ববৎ লাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বীক্ষণের পরিবর্ত্তে এক্ষণে সোদ্বেগ চাঞ্চল্যভাব উহার নয়নযুগলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এই সকল বিকৃত লক্ষণ অবলোকন করিয়া অদ্য উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাছা! "তোর শরীরে কি কোনও অসুখ বোধ হইয়াছে?" তাহাতে সে অবনতমুখী হইয়া উত্তর করিল, "না মা! আমি অন্যমনস্কা ছিলাম, শারীরিক কোনও অসুখ বোধ হয় নাই"। কিন্তু দেখিলাম, এই কথা বলিতে বলিতে উহার কপোলদেশ সহসা অরুণিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নানা সন্দেহ করিয়া তৎকালে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু হস্ত প্রদান করাতে উহার ললাট অত্যন্ত উত্তাপবিশিষ্ট বোধ হইল; হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, ঘন ঘন নিশ্বাসের দ্বারা বক্ষঃস্থল সাতিশয় বেপমান হইতেছে। এই সকল বৈলক্ষণ্য অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। দেখ, সুলোচনে, সে দিন উদ্যান মধ্যে সেই এক ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইল, এক্ষণে আবার এই এক উপসর্গ উপস্থিত। ইহার পর বিধাতা এই হতভাগিনীর কপালে যে কি লিখিয়াছেন বলিতে পারি না! আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, এক বার মনে করিলাম, বুঝি বা উহার উপর কোনও অপদেবতার দৃষ্টিসঞ্চার হইয়া থাকিবেক। এই সন্দেহ করিয়া, উহার কল্যাণার্থ মহামায়ার পূজা ও স্বস্ত্যয়ন

করিবার জন্য কল্য এক জন পুরোহিত নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু, আবার ইহাও মনে হইতেছে, যৌবন-কালীন স্মরবিকারে অন্তঃকরণ বিচলিত হওয়াতেই বুঝি এইরূপ ঘটিয়া থাকিবেক। সুলোচনে! তুমি ও সুশীলা চম্পকলতার সহচরী, তোমরা উহার অন্তরের ভাব অবশ্যই অবগত আছ। অতএব কি জন্য উহাকে এরূপ বিকলাবস্থায় দেখিতেছি, তাহার নিগূঢ় কারণ আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

সুলোচনা এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, রাজমহিষী ত আমাদের প্রিয়সখীর অবস্থা সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, অতএব এক্ষণে উহা আর গোপন করিবার চেষ্টা করা বিফল। এই বিবেচনা করিয়া সবিনয় বচনে রাজমহিষীকে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি আমাদিগের প্রিয়সখীর যে সকল ভাবান্তরের লক্ষণ অবলোকন করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। কিন্তু আমরা শঙ্কা করিয়া এ পর্য্যন্ত কোনও কথা আপনাকে বলিতে পারি নাই। তৎপরে সুলোচনা চম্পকলতার চিত্তচাঞ্চল্যের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক রাজমহিষীর সমীপে আবেদন করিয়া বলিলেন, দেবি! রাজকন্যা নিজ উৎকণ্ঠার কারণ আমাদিগের নিকট এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেন নাই। অদ্য প্রাতে আমরা সুযোগ পাইয়া, কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি অতিশয় অধীরা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও গদ্গদ বচনে বলিলেন, সখীগণ! তোমরা কেন এত আকিঞ্চন করিতেছ, তোমাদিগকে বলিলে কি হইবে? তোমরাও আমারি মত

পরাধীনা বই ত নও। কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে এক জন পরিচারিকা পুষ্পবাসিততৈলাধার হস্তে লইয়া হঠাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রিয়সখী উহাকে সমাগতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নয়নবারি পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাগারে গমন করিলেন। সুতরাং তৎকালে আর কোনও কথা হইতে পারিল না।

রাজমহিষী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, ক্ষণ কাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কহিলেন, সুলোচনে! তোমার কথার আভাসে বোধ হইতেছে, এ সকল কেবল সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ। আর না হবেই বা কেন? তোমাদের রাজা স্বচক্ষে কন্যার পরিণয়াবস্থা দেখিয়াও এক বার চিন্তা করেন না যে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। কত শত রাজকুমার পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছিল, কিন্তু কাহারও সহিত এ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ স্থির করিলেন না। যাহা হউক, তুমি এই মুহূর্ত্তেই চম্পকলতার নিকট গিয়া, পুনর্ব্বার কথায় কথায় উহার উৎকণ্ঠার কারণ সবিশেষ জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে সে যেরূপ কহে, ত্বরায় আমাকে কহিবে। এই বলিয়া রাজমহিষী সুলোচনাকে বিদায় করিলেন।

সুলোচনা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, প্রথমতঃ রাজকন্যার মন্দিরে উপনীত হইলেন; কিন্তু তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে সুশীলার গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, সেখানেও জন প্রাণী নাই। তৎপরে তিনি অন্য গৃহে অনুসন্ধান করিতে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে এক জন পরিচারিকা সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চম্পকলতা ও সুশীলাকে দেখিতে পাই না, তাহারা গেল কোথায়"? পরিচারিকা উত্তর করিল, "তাঁহারা উদ্যানাভিমুখে গমন করিয়াছেন"। এই কথা শুনিয়া সুলোচনাও ত্বরিত পদে সেই দিকে প্রস্থান করিলেন।

দিবাকর অস্তাচলাভিমুখে গমন করাতে যখন আতপ-তাপ ক্রমে ক্রমে সুখসেব্য বোধ হইতে লাগিল, সেই সময়ে সুলোচনা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুঃসহ হেমন্তকাল অবসন্ন হওয়াতে, দশ দিক সুপ্রসন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; এবং বসন্তের উদ্দীপনে সমুদায় প্রকৃতি রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া শোভমানা হইয়াছে। তিনি উদ্যানের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, শাল পিয়াল রসাল প্রভৃতি বিবিধ শাখিগণ মঞ্জরিত হইয়া নব নব পল্ল-বের দ্বারা যেন রক্তাম্বরে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; এবং উন্নতবিটপনিষণ্ণ কোকিলগণ মুহুর্মুহুঃ কুহুরব করিয়া উড্ডীয়মান হইয়া বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে; নানাবিধ-কুসুমনিচয় শাখোপরি বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কার করিয়া তদুপরি উড়িয়া ফিরিতেছে; মৃদু মন্দ সমীরণ সহকারে প্রফুল্ল কুসুম সমূহের সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে এবং সরোবরের তরঙ্গভঙ্গি মন্দ মন্দ ভাবে উন্নমিত হইতেছে। সুলোচনা এই সকল শোভা অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! অদ্য এই উপবন কি মনোহরদর্শন হইয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন স্বয়ং কুসুমবাণ এই কুসুমারণ্যে বিরাজ-মান হইয়া রতি সহকারে বিহার করিতেছেন। কিন্তু

আমাদের প্রিয়সখী কোথায়? এই সকল সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মাধবীলতামণ্ডপের নিকুঞ্জভবনে গমন করিয়া থাকিবেন; অতএব যাই, সেই স্থানেই অন্বেষণ করিয়া দেখি; এই বলিয়া সেই দিকে পদসঞ্চার করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন, ঐ লতামণ্ডপের অনতিদূরবর্ত্তী এক অশোক বৃক্ষের বেদিকোপরি চম্পকলতা একাকিনী সারিকাকে হস্তে করিয়া উপবিষ্টা আছেন। তাহা দেখিয়া সুলোচনা মুহূর্ত্তকাল দণ্ডায়মানা হইয়া সুশীলার উদ্দেশে ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রয়সখী এখানে একাকিনী বসিয়া কি করিতেছেন; আর সুশীলাই বা গেল কোথায়? যাহা হউক, নিকটে যাইয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া গমনোন্মুখা হইয়া যেমন পাদবিক্ষেপ করিবেন, অমনি চম্পকলতার কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রুতিনিবেশ পূর্ব্বক সমীপস্থ কিটপান্তরালে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। ওখানে চম্পকলতা উৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হা, ধিক অদৃষ্ট! এই অবনীমণ্ডলে সকলেই কি এক্ষণে এই অভাগিনীর প্রতিকূল হইয়া উঠিল। এই বিকসিত কুসুমগণ চতুর্দ্দিকে যেন ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে আমারি প্রতি হাস্য করিতেছে। সুস্নিগ্ধ মলয় পবনের সঞ্চারে এই দগ্ধ হৃদয় সুশীতল হইবে বলিয়া আমি এখানে আগমন করিলাম, কিন্তু কে জানে যে সেই পবন আমার পক্ষে দহন হইয়া উঠিবে"? পরে সারিকাকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে সারিকে!

তুমিও বুঝি সেই সুকুমার করপল্লবের স্পর্শসুখে বিরহিত হইয়া মনের দুঃখে মৌন ভাবে রহিয়াছ। অতএব এস আমরা পরস্পরের দুঃখের দুঃখী হইয়া হৃদয়সন্তাপ সম্বরণ করি। এই বলিয়া সাদরে সারিকাকে অঙ্কোপরি ধারণ করিলেন। এ দিকে সুলোচনা চম্পকলতার এই সকল খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখীর মনস্তাপের কারণ ত এক্ষণে সমস্ত জানিতে পারিলাম। যাহা কেবল অনুমান মাত্র করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে নিশ্চিত হইল। সে যাহা হউক, ইঁহার অন্তঃকরণ এক্ষণে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এই সময়ে নিকটে গিয়া সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে চম্পকলতার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

চম্পকলতা সহসা সুলোচনাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, এস এস সুলোচনে! আমিও তোমাকে এইমাত্র স্মরণ করিতেছিলাম। সুশীলাকে মালতীপুষ্প আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলাম, যদি এই সময়ে সুলোচনা নিকটে থাকিত তাহা হইলে আমাকে একাকিনী থাকিতে হইত না। দেখ সখি! তোমাদিগের সংসর্গ ব্যতিরেকে কোথাও আমি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না। সুলোচনা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ সখি! তা যথার্থ বটে; কিন্তু যে কারণে তোমার মনের স্বচ্ছন্দতা অপগত হইয়াছে, তাহা সমুদায় জানিয়াছি। অতএব আর গোপন করিবার আবশ্যক নাই। তুমি এইমাত্র সারিকাকে সম্বোধন করিয়া কি কহিতেছিলে বল? চম্পকলতা লজ্জায়

অবনতমুখী হইয়া সুলোচনাকে কহিলেন, প্রিয়সখি! যখন তুমি আমার মনোবেদনার কারণ অবগত হইয়াছ, তখন আর তোমার নিকট গোপন করিলে কি হইবেক। সুলোচনা কহিলেন, চম্পকলতে! তুমি এ পর্য্যন্ত মনের কথা গোপন করিয়াই রাখিয়াছিলে, কিন্তু যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন তোমার দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া তোমার প্রণয়-তরুমূলের আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছে, তাহার নিকট কি কোনও কথা গোপন করা কর্ত্তব্য? তুমি কি আমাকে নিতান্তই পর ভাবিয়াছ? ছি সখি! এরূপ ব্যবহার তোমার পক্ষে উচিত হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবেক, তাহা হইলে, তোমার মনোদুঃখ নিবারণের যদি কোনও উপায় থাকে, অবশ্যই করিব। এই বলিয়া সুলোচনা, চম্পকলতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, শ্রবণোন্মুখী হইয়া অশোকবেদিকোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন চম্পকলতা কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, সকলই বুঝিতে পারিয়াছ। সে দিন এই উদ্যান মধ্যে যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আমার হৃদয়চোর; তাঁহার মোহন মূর্ত্তি অহোরাত্র আমার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে; তদীয় রূপ লাবণ্য যেন মুহুর্মুহুঃ আমার নয়নপথে উপস্থিত হইতেছে। অন্য রূপ অবলোকনে আর নয়নোৎসব জন্মে না; অন্য কথা শুনিতে আর অভিলাষ হয় না। তিনিই আমার জীবিতেশ্বর, তিনিই আমার নয়নের অঞ্জন; তাঁহাকেই আমি মানসমন্দিরে স্থাপিত করিয়া পতি বলিয়া বরণ

করিয়াছি। এক্ষণে কেবল তাঁহারই বিরহে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। অতএব যদি এই অভাগিনীর হিত সাধন করিবার তোমার অভিলাষ থাকে, তবে অনতিবিলম্বে ইহার কোনও উপায় কর। এই সকল কথা বলিতে বলিতে চম্পকলতা সাতিশয় অধীরা হইয়া উঠিলেন। তখন সুলোচনা সাদরে কহিলেন, প্রিয়সখি! এত উথলা হইও না। আমি সুশীলার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার সদুপায় করিতেছি।

সখীর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া চম্পকলতা ক্ষণ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; তৎপরে মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, সুলোচনে! তুমি আমাকে আর কি বুঝাইতেছ! দেখ, আমি এই মগধাধিপতির দুহিতা। বিধাতা আমাকে রাজকুলাভিমানশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার প্রতি আমার মন ও প্রাণ ধাবমান হইতেছে, তিনিও এক অপরিচিত ব্যক্তি। অতএব সখি! এই অঘটনীয় ব্যাপারে কি কোনও উপায় হইতে পারে? সুলোচনে! আমি বাল্যকালাবধি তোমাদিগের সহবাসে নিরন্তর কেবল সুখেই কালক্ষেপ করিয়াছি, দুঃখের লেশ কখনই জানি না। কিন্তু এক্ষণে বিরহবায়ু দ্বারা আমার হৃৎসরোবরে দিন দিন কেবল দুঃখের তরঙ্গই বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব সখি! এই পর্য্যন্তই আমার সুখের অবসান হইল, আর আমি অধিক দিন বাঁচিব না!

সুলোচনা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে করুণ বচনে কহিলেন, ছি সখি! এমন কথাও কি মুখে আনে। তোমার কথা শুনিয়া অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া

উঠিতেছে। এই দুরন্ত কথা শুনাইয়া আর মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করিও না। সুলোচনা যখন এই রূপে রাজকন্যাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুশীলা উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুলোচনা সুশীলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কৈ সখি! মালতীপুষ্প কোথায়? সুশীলা কহিলেন, আমি প্রিয়সখীর জন্যে মালতীপুষ্পের হার গাঁথিয়া আনিয়াছি; এই বলিয়া অঞ্চল হইতে হার বাহির করিয়া সুলোচনাকে দেখাইলেন। তখন সুলোচনা কহিলেন, সখি! তুমি ভালই করিয়াছ, এই কুসুমহার এক্ষণে প্রিয়সখীর পক্ষে বিলক্ষণ উপকারক হইবেক; এই বলিয়া, সুশীলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া, রাজকন্যার বিরহবৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলেন। পরে সুশীলার আনীত পুষ্পহার হস্তে লইয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ সুশীলে! প্রিয়সখী এক্ষণে হৃদয়সন্তাপে অতিশয় অধীরা হইয়াছেন। অতএব এই সময়েই এই স্নিগ্ধ পুষ্পহার ইঁহার গল দেশে পরাইয়া দি, তাহা হইলে অনেক সুস্থা হইবেন। এই বলিয়া হার লইয়া চম্পকলতার কণ্ঠে প্রদান করিলেন। কিন্তু চম্পকলতার তাহা সুখকর বোধ হইল না। তিনি মুহূর্ত্তকাল পরেই কহিলেন, সখীগণ! এ সকল সম্পদ আর আমায় ভাল লাগে না; এই কুসুমহার কুসুমবাণ হইয়া আমার বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ করিতেছে। অতএব ধর সখি! ঝটিতি এ হার আমার নয়নের অন্তর করিয়া রাখ। এই বলিয়া কণ্ঠ দেশ হইতে মালতীমালা উন্মোচন পূর্ব্বক সুলোচনার হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর হৃদয়োপরি হস্ত রাখিয়া, কাতর বচনে পুনর্ব্বার কহিতে

লাগিলেন, সখি! অন্তরস্থ বিষম সন্তাপে আমার তনুবন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, অনতিবিলম্বে প্রাণহরিণীও দেহবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেক। সখীগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণা হইয়া চম্পকলতাকে নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে এক ময়ূরমিথুন ক্রীড়াসক্ত হইয়া, নৃত্য করিতে করিতে অনতিদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল। চম্পকলতা তাহাদিগকে দেখিয়া খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ সখি! ঋতুরাজের সমাগমে পশু পক্ষী প্রভৃতিও আপন আপন মনের আনন্দে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। ঐ দেখ, ময়ূর ময়ূরী সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে তরুবল্লীগণ মঞ্জরিত শাখা পল্লবের সহিত যেন কর প্রসারণ পূর্ব্বক মনসিজকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অর্চ্চনা করিতেছে। বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ বিবিধ তানে গান করিতেছে। মলয় পবন যেন ঋতুরাজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু সখি! এ সকল কিছুই আমাকে ভাল লাগিতেছে না। উহারা সময় পাইয়া সকলেই আমার প্রাণহারক হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কথা বলিয়া, ক্ষণ কাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি বিক্ষেপ পূর্ব্বক বিহ্বল চিত্তে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা যে আমি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি! হা হতবিধে! কেন আমাকে রমণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ! হে ঋতুরাজ! এই কি তোমার রাজধর্ম্ম যে অকৃত অপ-রাধে আমাকে যাতনা দিতে উপস্থিত হইয়াছ? হে কন্দর্প! তুমিও কি এই বিরহবিধুরা অবলা ভিন্ন কুসুম-

বাণ সন্ধান করিবার অন্য স্থান পাইলে না? হে মলয়-পবন! তুমি জগৎপ্রাণ নাম ধরিয়া কেন অকারণে আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ। হে তরুবর! তোমাকে সকলে অশোক বলিয়া প্রশংসা করে এবং আমিও তাহাই জানিয়া যত্ন করিয়া বাল্যাবধি প্রতিদিন তোমাকে সেচন করিয়াছি এবং তোমাকে স্মরণ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে তোমার শরণ লইলে এই দুস্তর শোক-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব; কিন্তু তোমার কি প্রতিকূল ব্যবহার! কি নৃশংস প্রবৃত্তি! তুমি আপন নামে কলঙ্ক দিয়া এবং আমাকে প্রতারণা করিয়া, পরিশেষে কেবল শোকাধিক্য জন্মাইয়া দিতেছ। চম্পকলতা ব্যাকুলা হইয়া এইরূপ নানাপ্রকার আক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে এক পরিচারিকা উদ্যান মধ্য হইতে বিনির্গতা হইয়া নিকটে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সুলোচনা চম্পকলতাকে কহিলেন, প্রিয়সখি! বুঝি সহচরী কোনও কথা বলিবার জন্য আসিতেছে, অতএব ক্ষণ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চম্পকলতা সম্মুখে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া সসম্ভ্রমে নয়নবারি বিমোচন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সহচরী নিকটে আসিয়া সুলোচনাকে কহিল, রাজ্ঞী বসুমতী আপনাকে ত্বরায় তাঁহার নিকটে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, অধিক বিলম্ব করিবেন না। সুলোচনা এই কথা শুনিয়া রাজকন্যাকে কহিলেন, প্রিয়সখি! এক্ষণে বেলাবসান হইয়া আসিতেছে, অতএব চল আমরা সকলেই এখান হইতে প্রস্থান করি। অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজতনয়া চম্পকলতা যখন অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে, অশোকবেদিকোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, বিরহোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া সখীগণের নিকট বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে যুবরাজ শান্তশীল নিজ আবাসগৃহে বিজয়-বল্লভের সহিত যে সকল কথোপকথন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে শান্তশীল বিজয়বল্লভকে কহিলেন, সখে! তোমাকে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক দেখিতে পাই। দিবা রাত্রির মধ্যে যখন তোমার সহিত চাক্ষুষ হইয়াছে, তখনি বোধ হইয়াছে, যেন তুমি অন্য বিষয় ভাবনা করিতেছ, অতএব আমাকে ইহার নিগূঢ় কারণ বলিতে হইবেক। বিজয়বল্লভ শুনিয়া ঈষৎ চকিত হইয়া কহিলেন, বয়স্য! আমি যে কখন অন্যমনস্ক ছিলাম, ইহা আমার স্মরণ হয় না। শান্ত-শীল কহিলেন, সখে! কেন আর আমাকে প্রতারণা করিতেছ, বন্ধুর নিকট মনের কথা গোপন করা উচিত নহে। আমার এক এক বার মনে হইতেছে, কোনও উদ্বেগ-কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকিবেক, অথবা কোনও খল-স্বভাব দুষ্টমতির কথা শুনিয়াই তোমার এরূপ চিত্তবিকার জন্মিয়াছে; যাহা হউক প্রকৃত কথা আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বিজয়বল্লভ কহিলেন, বয়স্য! আমি এই রাজভবনে

অত্যল্প দিবস অবস্থিতি করিতেছি; এ পর্য্যন্ত সকলের সহিত উত্তমরূপ আলাপ পরিচয় হয় নাই, এবং এ স্থানে কে কেমন লোক তাহাও আমি বিশেষ বিদিত নহি, এবং কাহারও প্রতি অনিষ্টাচরণও করি নাই, ইহাতে আমার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কে আমাকে মন্দ বলিবেক যে তজ্জন্য আমি দুঃখ বোধ করিব? শান্তশীল কহিলেন, বয়স্য! রাজসদনে ভাল মন্দ অনেকপ্রকার লোক আছে; যাহাদিগের স্বভাব মন্দ, তাহারা পরিচয়ের অপেক্ষা না করিয়া অনায়াসে এক ব্যক্তির অপবাদ ঘোষণা করিতে পারে। সে যাহা হউক, সোমদত্তের সহিত কি তোমার আলাপ হইয়াছে? বিজয়বল্লভ কহিলেন, হাঁ, তাঁহার সহিত প্রথম দিবসেই আমার আলাপ হইয়াছিল, কথোপকথন ও ব্যবহার দ্বারা জানিয়াছি, তিনি অতি ভদ্র ও মর্য্যাদক ব্যক্তি।

এই কথা শুনিয়া শান্তশীল মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সোমদত্ত যে ইঁহার প্রতি বিষম দোষারোপ করিয়াছে, বোধ হয় তাহা ইঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। অতএব ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের অবশ্যই অন্য কারণ থাকিবেক। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া কহিলেন, সখে! এক্ষণে অপর কথা লইয়া অনর্থক সময়াতিপাত করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কি নিমিত্ত সর্ব্বদা চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া রহিয়াছ, তাহাই শুনিতে আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে, অতএব আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বিজয়বল্লভ কহিলেন, বয়স্য! সংসারে কোনও ব্যক্তিকেই চিন্তাবিহীন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিরন্তর কেবল সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, সেও

এক এক সময় অকারণে অথবা সামান্য কারণে চিন্তাপরবশ হইয়া থাকে। অতএব যদি আমাকে কোনও সময় চিন্তাকুল ও অন্যমনস্ক দেখিয়া থাকেন, তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন না।

শান্তশীল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেন না যে ব্যক্তির অসুখের কোনও কারণ নাই, সেও কি কখনও অন্যমনস্ক হইয়া নিরন্তর ভাবনা করিয়া থাকে? দেখ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, শক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণ না থাকিলে সময় ও অবস্থা বিশেষে লোকের দুঃখ হইতে পারে বটে, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে ঐ সকল গুণগ্রামে বিভূষিত করিয়াছেন। যাহার সহায় সম্পত্তি কিছু মাত্র না থাকে, সে ব্যক্তির মনে দুঃখের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু মগধাধিপতি তোমার পরম সহায়, এবং আমি তোমার পরম বন্ধু, আর আমার সহবাসে তুমি রাজভোগে কাল যাপন করিতেছ। অতএব তোমার কোন বিষয়ের অসদ্ভাব যে তজ্জন্য তুমি নিরন্তর চিন্তার্ণবে মগ্ন থাকিবে।

বিজয়বল্লভ শান্তশীলের সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া কহিলেন, বয়স্য! সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; নানা প্রকার বৈভব ও ঐশ্বর্য্য থাকিলেই যে মনের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ হয় তাহা নহে। দেখুন, এই বিপুল মগধ রাজ্যের অধিপতি আপনকার পিতা, এই মনোহর অট্টালিকা আপনকার বাসস্থান, শত শত প্রহরী ও পরিচারকগণ আপনকার আজ্ঞাবহ হইয়া নিরন্তর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, মণি মুক্তা প্রভৃতি নিরন্তর আপনকার অঙ্গের শোভা সম্পাদন

করিতেছে। আপনকার কোনও বিষয়েরই অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আপনি কি এই বিবেচনা করিয়াছেন, যে রাজ্য মধ্যে যত মনুষ্য আছে, তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা আপনি সুখী।

শান্তশীল কহিলেন, সখে! তুমি আপন মনের ভাব গোপন করিবার মানসে এবম্বিধ বাক্‌চাতুরী করিতেছ। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন আমরা উভয়ে পরস্পর বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, তখন তোমার দুঃখে আমাকেও দুঃখিত হইতে হইবেক; বলিতে কি, আমায় তোমার দুঃখের কথা না বলিলে আমার মর্ম্মান্তিক বেদনা জন্মিবেক।

শান্তশীলের অকপটসৌহৃদ্যভাবাবলোকনে বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণ সাতিশয় প্রেমার্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে গদ্গদ বচনে বলিলেন, বয়স্য! ত্বদীয় প্রণয়-তরুমূলের আশ্রয়ে সকল দুঃখই এক বারে বিস্মৃত হইতে হয়। যে ব্যক্তি আপনকার সহিত সৌহৃদ্য করিয়াও মনের দুঃখে কাল যাপন করে, সে অতি ভাগ্যহীন পুরুষ। কিন্তু সখে! অদ্য আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ দিবা দ্বিতীয় প্রহর হইতে আমার শারীরিক অত্যন্ত অসুখ বোধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, ধনপতি মহাশয় কোনও বিশেষ কর্ম্মানুরোধে অদ্য বৈকালে আমাকে তাঁহার সমীপস্থ হইতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় অতীত হইয়া এক্ষণে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া উঠিল। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোনও ক্রমেই বিহিত নহে, অতএব অদ্য আমাকে বিদায় দেন, কল্য যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, সমুদায় সবিশেষ কহিব।

শান্তশীল ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, বয়স্য! অদ্য আমি আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। পরন্তু কল্য আমাকে মনের কথা অবশ্যই বলিতে হইবেক। বিজয়বল্লভ কহিলেন, না সখে! আমি আর আপনকার বাক্যের অন্যথাচরণ করিব না। এই বলিয়া বিদায় লইয়া অত্যন্ত বিষণ্ন ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ধনপতির আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

সেই দিবস রাত্রি এক প্রহরের সময় রাজা বীরসিংহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দৌবারিককে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যদি কোনও সভাসদ এখানে আইসে, তাহাকে কহিবে আমার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়াতে আমি নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতেছি। দৌবারিক কৃতাঞ্জলি হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইল। অনন্তর রাজা আবাসগৃহে প্রবেশ করিয়া অতীব বিমর্ষ ভাবে আসনোপরি উপবেশন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোনও এক মর্ম্মভেদী ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ক্ষণ কাল আকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গীর সহিত অবিচ্ছেদে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং এক এক বার অধরপল্লবে দশনাঘাত করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার মুখরাগ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভালোপরি স্বেদবিন্দুরাজি বিনির্গত হইয়া মুক্তাকলাপের ন্যায় বিরাজিত হইল। এইরূপ কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, পরিশেষে চঞ্চল ভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। নানা দেশ হইতে কত শত রাজকুমার চম্পকলতার

পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি কুবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত এ পর্য্যন্ত উহার সম্বন্ধনির্ণয় করিলাম না। আজ কাল করিয়া চম্পকলতার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চ দশ বর্ষ অতীত হইল, এবং ক্রমে ক্রমে উহার যৌবনবিকারের লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল; কিন্তু আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া এ সকল কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলাম না। এক্ষণে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বুঝি এত দিনে আমা হইতেই এই নির্ম্মল সূর্য্যবংশীয় রাজকুল কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইল।

রাজা এই রূপে উৎকলিকাকুল হইয়া কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও বা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য লাভ হইল না। ক্রমে ক্রমে রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তখন তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত মনে, মন্দ মন্দ পাদ সঞ্চার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, এবং দেখিলেন নিশানাথ স্বকীয় বিমল কিরণ বিতরণ পূর্ব্বক যাবতীয় তরু, লতা, ভূভাগ, ও অট্টালিকা প্রভৃতিকে যেন শুক্লাম্বরে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন; সমুদায় প্রকৃতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নয়ন পথের এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে; রাজপথে আর কোনও প্রাণীর পাদসঞ্চারশব্দ শ্রুতিগোচর হয় না; পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় জীব জন্তু নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার মন্দ মন্দ সমীরণ ভরে তরু বল্লীর পল্লবাদি মর্ম্মর শব্দে পরিচালিত হইতেছে। যেমন দীপশিখা দিবাকরকিরণে মলিনপ্রভা হয়, সেইরূপ

খদ্যোতগণ নিশাকরকিরণে মন্দপ্রভ হইয়া শূন্য মার্গে ও বৃক্ষশাখায় বিহার করিয়া ফিরিতেছে। রাজা বিভাবরীর এই সকল অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া, ক্ষণ কাল কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং অন্তঃকরণকে প্রশান্ত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সুলোচনা বসুমতীর নিকট যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহার কিয়দংশও সত্য হইলে চম্পকলতার জীবনাশা এক বারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু চম্পকলতা আমার এক মাত্র দুহিতা, তাহাকে আমি নিজ জীবনের ন্যায় কত স্নেহে ও কত যত্নে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে তাহার বিয়োগে আমি কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব, আর কি রূপেই বা তাহাকে চিরদুঃখিনী দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু এক্ষণে ভাবিয়াই বা কি হইবে? মানবজাতি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে পরিশেষে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। সেই দুরাত্মা ভণ্ড সোমদত্তকে অনাথ ও পুত্রশোকসন্তপ্ত জানিয়া দয়া করিয়া এই রাজভবনে আনিলাম ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি তাহাকে রাজপরিবারের ন্যায় সম্মানিত করিয়া রাখিব এবং কখনও পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু এক্ষণে সেই পরদ্বেষী মিথ্যাভাষী এই মগধরাজ্যের বিষম কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আর, আমি এই বিজয়বল্লভকে সদ্গুণশালী ও সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া শান্তশীলের সহবাসী করিয়া নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু কে জানে যে পরিশেষে সেই ব্যক্তিই আমার কুলধর্ম্ম ও সুখ স্বচ্ছন্দতার হন্তা হইবেক। অতএব বুঝিলাম আমার মত অল্প বুদ্ধি আর ত্রিজগতে নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণ-

কার কর্ত্তব্য কি? সুলোচনা যে পরামর্শ বলিয়া দিয়াছে, যদিও আমি তৎকালে কোপান্ধ হইয়া সে কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা নিতান্ত মন্দ বোধ হইতেছে না। যদি তাহার পরামর্শানুসারে দেশে দেশে স্বয়ম্বরবার্ত্তা প্রেরণ করা যায়, এবং রাজপুত্রগণ উপস্থিত হইলে বিজয়বল্লভকেও স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত থাকিতে সঙ্কেত করা যায়, ও চম্পকলতা যদি বিজয়বল্লভকে বরমাল্য প্রদান করে, তাহা হইলে স্বয়ম্বরের নিয়মানুসারে কেহ কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইবেক না। এই পরামর্শই এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। কেন না ইহা হইলে লোকসমাজে কুলধর্ম্মের নিয়মও রক্ষা পায়, অথচ চম্পকলতার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবারও কোনও প্রতিবন্ধ থাকে না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে সহসা কন্যাদান করাই বা কি রূপে মনঃপূত হইতে পারে। বিশেষতঃ, সোমদত্ত যে এক প্রবাদ রটাইয়াছে যদিও সে কথা কাল্পনিক বটে, তথাচ তাহার কিয়দংশও সত্য হইলে সর্ব্বনাশের বিষয়। রাজা যখন এইরূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া মনে মনে নানা প্রকার কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষদ্বারের অনতিদূর হইতে হঠাৎ এক আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

রাজা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত চিন্তা মনো মধ্যে নিগৃহীত করিয়া, সসম্ভ্রমে গবাক্ষের বহির্ভাগে কর্ণপাত করিলেন, কিন্তু আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। ইহাতে মনে মনে স্থির করিলেন, এ ব্যক্তির অবশ্য কোনও

বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকিবেক, নতুবা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিবার প্রয়োজন কি; অতএব ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইল। এই স্থির করিয়া গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। দৌবারিক রাজাকে বহির্গত হইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অনুমতি প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বীরসিংহ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এক ব্যক্তি বিপদ্‌-গ্রস্ত হইয়া পথি মধ্যে উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতেছে, আমি সেই আর্ত্ত ব্যক্তির নিকট গমন করিতেছি, তোমার সঙ্গে যাইবার আবশ্যকতা নাই। এই বলিয়া রাজা রাজ-ভবন হইতে বহির্গত হইলেন।

রাজা আর্ত্তনাদ অনুসরণ পূর্ব্বক নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি পথি মধ্যে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন ও শিরে করাঘাত করিয়া কহিতেছে "হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হইল! কেন আমি এই কুলাঙ্গার রাজার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। জন্মান্তরে কতই পাতক করিয়াছিলাম, বুঝি সেই অপরাধে বিধাতা আমাকে এই পাপ নগরীতে স্থান দান করিয়াছেন। হায়! এই হতভাগ্য রাজার উপাসনা করিয়া আমার সর্ব্বস্বান্ত ও ইহকাল পরকাল উভয় বিনষ্ট হইল। এখন আমি কি করি, কোথায় যাই, স্ত্রী পুত্রকেই বা কোন স্থানে রাখি, আর কি রূপেই বা দেবী মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করি।

রাজা এই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে পান্থ! তুমি কে, আর

কি নিমিত্তেই বা এই ঘোর রজনীতে পথি মধ্যে বসিয়া রোদন করিতেছ। আমার নাম বীরসিংহ, আমি এই মগধরাজ্যের অধিপতি। তোমার এই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; অতএব কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বল, আমি এই দণ্ডেই তাহার প্রতিবিধান করিতেছি।

নিশাপতি অন্তর্হিত হওয়াতে যদিও কিঞ্চিৎ অন্ধকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলীর অল্প প্রভায় অদূরবর্ত্তী বস্তু সকল দৃষ্টিপথের অগোচর ছিল না। অতএব যখন রাজা নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ঐ রোরুদ্যমান ব্যক্তিকে উহার অনুতাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেখিল রাজা বীরসিংহ যথার্থই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে অভীষ্টসিদ্ধির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া মনে মনে অত্যন্ত উল্লাসিত হইল। কিন্তু ছলনা করিয়া কপট শোক প্রদর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমি বড় হতভাগ্য, আপনকার হিত-সাধনের নিমিত্ত আজন্মকাল দেবতাগণের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া, শরীর পাত করিলাম; তথাপি আমার ভাগ্যে চির দিন দুঃখ ভিন্ন কখনও সুখলাভ হইল না। সে যাহা হউক, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি, ভরসা ছিল যে ইহলোকে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হইলেও, দেহান্তে পারলৌকিক সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইব। কিন্তু তোমার কল্যা-ণার্থ দেবারাধনা করিয়া আমার ইহলোক পরলোক উভয় নষ্ট হইল। মহারাজ! আমার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও শিশু-সন্তানটি এই রজনীতে বৃক্ষমূলে বসিয়া, এত ক্ষণ কতই

রোদন করিতেছে, বলিতে পারি না। হায় হায়! এক্ষণে তাহাদিগের কি দশা হইবে?

রাজা এই সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং, নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে উহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনঃ পুনঃ উহার পরিচয় এবং পরিবেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন সে কিঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া অতীব শোকার্ত্ত ভাবে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমার নাম কপিঞ্জল, আমি রাজবাটীর পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেবী মহামায়ার নিকট নিয়ত স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া থাকি। কল্য রাজমহিষী আমাকে ডাকিয়া রাজকন্যা চম্পকলতার কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন এবং মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি কল্য সমস্ত দিন দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়াছিলাম। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে পুনর্ব্বার দৈবক্রিয়া আরম্ভ করিয়া, যথাবিধি পূজাকার্য্য সমাপনান্তে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবীর সমক্ষে হোমকার্য্য আরম্ভ করিয়া, একে একে সকল দেবতার হবনক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার হস্তদ্বয় অবশ, দর্শনেন্দ্রিয় জ্যোতির্বিহীন, এবং সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলাম, যজ্ঞপাত্র হস্ত হইতে পতিত হইয়া গেল, এবং হোমকুণ্ড হইতে অগ্নিশিখা দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব অতিগভীর ভয়াবহ শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই শব্দ

সহিত আমি এই সকল অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম, "অরে দুরাচার! তুই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস। যে নরাধম রাজা জারজ চণ্ডাল-পুত্রের সহবাসে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে তাহারই কন্যার কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত হইয়া দৈবক্রিয়া করিতেছিস। অতএব যেমন তুই বেদবিধির অবমাননা করিয়া আহুতি প্রদান করিলি, তেমনই এই হোমাগ্নি দ্বারা এই দণ্ডেই তোর আবাসগৃহ ভস্মসাৎ হউক"। মহারাজ! যেমন স্বপ্নাভিভূত ব্যক্তি অকস্মাৎ চকিত হইয়া চেতনা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমি এই সকল কথা শুনিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম, এবং দেখিলাম হোমাগ্নিশিখা অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, স্থাপিত মঙ্গল কলস ভগ্ন হইয়া সম্মুখে পতিত রহিয়াছে এবং পূজার দ্রব্যাদি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া দেবীমন্দির হইতে বহির্গত হইলাম, এবং দেখিলাম প্রায় রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; সন্নিহিত বট বৃক্ষ সমূহের মূল প্রদেশে শৃগালগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ভ্রমিতেছে। চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জনপ্রাণীর সমাগম নাই যে কাহারও সহিত বাক্যা-লাপ করি। তখন আমি দেবীর কোপবাক্য স্মরণ করিয়া, স্বকীয় পর্ণকুটীরের দশাই বা কি হইল, ইহা ভাবিতে লাগিলাম। অনন্তর সভয় ও সোদ্বেগ চিত্তে অস্তে ব্যস্তে কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, দেদীপ্যমান অগ্নিশিখার আলোক আমার নয়ন-গোচর হইল। তখন ব্যাকুলচিত্তে মনে মনে স্থির করিলাম

যে দেবীর কোপাগ্নিতেই আমার গৃহদাহ হইতেছে। অনন্তর নিকটে আসিয়া দেখিলাম, আজন্মকাল ভিক্ষা করিয়া যে কিছু ধন ধান্য তৈজসাদি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়সম্বলিত গৃহ খানি এক বারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও বালকটি বৃক্ষমূলে বসিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। মহারাজ! তাহাদিগের বিলাপবাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি এই সকল দুর্ঘটনা আর দেখিতে ও সহ্য করিতে না পারিয়া, গঙ্গাপ্রবাহে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া উঠিল, আর চলিতে পারিলাম না। এক্ষণে জগদীশ্বর যদি কৃপা করিয়া দেহযন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত করেন, তবেই পরিত্রাণ পাই। মহারাজ! সমস্ত দিন অনশনে তোমার কল্যাণার্থ দেবারাধনা করিয়া, অবশেষে আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করুন; আমি এই অভিশাপগ্রস্ত পাপ দেহ জাহ্নবীতে সমর্পণ করিব। প্রাণ পরিত্যাগ রূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

রাজা এই সকল কথা শুনিয়া এক বারে ভীত, বিস্মিত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, সোমদত্ত বিজয়বল্লভের বিষয়ে যে সকল কথা কহিয়াছিল, আজ তৎসমুদায়ের অসন্দিগ্ধ অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া গেল, আর এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। কি আশ্চর্য্য! শেষাবস্থায় আমার ভাগ্যে যে এত বিড়ম্বনা ছিল, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি চতুর্দ্দিকে

সঙ্কটপরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলাম। এক্ষণকার উপায়
চম্পকলতার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, সে আর
দিন বাঁচিবেক না। এখানে এই ব্রাহ্মণও গঙ্গাপ্র
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। অতএব ব্রহ্মহত্যা
হত্যা উভয়ই এক কালে উপস্থিত। অধিকন্তু, আমি চ
সহবাসে সবংশে এই সূর্য্যবংশীয় শ্রেষ্ঠ পদবী
পরিভ্রষ্ট হইলাম, পূর্ব্বপুরুষদিগকেও নিরয়গামী করি
এবং দেবী মহামায়ার কোপানলে পতিত হইয়া ধর্
করিলাম। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল
আমি মগধরাজ্যের অধিপতি না হইয়া এক জন স
ভিক্ষোপজীবী হইতাম, তাহা হইলে অনায়াসে
জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। এত দিনে
বুঝি আমাকে জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত পাতকের বিষম
ভোগ করিতে হইল। বোধ করি আমার মত হত
পুরুষ এই ভুমণ্ডলে আর কেহই নাই। সে যাহা
বিধাতা ললাটে যাহা লিখিয়াছেন, অবশ্যই তাহা
করিতে হইবেক, সে জন্য আর চিন্তা করিয়া কি ক
এক্ষণে যাহাতে দেবীর কোপ নিবারণ হয়, তাহাই ক
এই কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রতি যখন দৈববাণী হই
তখন ইঁনি সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব ইঁহাকে স্ত
করিতে পারিলে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইতে পারি
ইহা ভাবিয়া রাজা অশ্রুপূর্ণ লোচনে ব্রাহ্মণের চ
পান্তে পতিত হইয়া কাতর বচনে কহিতে লাগি
মহাশয়! আমি না জানিয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করি
এক্ষণে আমার নিস্তারের উপায় কি? আপনকার

কুটীরের পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব অট্টালিকা অনায়াসেই নির্ম্মিত হইতে পারিবে, কিন্তু আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপন বুদ্ধিতেই এই অগাধ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে কে আমাকে এই দুস্তর সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেক। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোনও সদুপায় বলিয়া না দেন, তাহা হইলে আমি এই রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যচারী হইয়া কালক্ষেপ করিব।

তখন সেই ছদ্মবেশী কপিঞ্জল মনে মনে অতীব হৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন! আপনি এতাদৃশ ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া কখনই রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রতিপালক ও আশ্রয়। আপনকার অমঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল। আর যখন জগদীশ্বর আপনাকে মগধেশ্বর করিয়াছেন, তখন আপনকার পাপের অনায়াসেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবেক। সেই চণ্ডাল-পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে এক সহস্র ধেনু বিতরণ করিলেই আপনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, এবং দেবীরও কৃপাদৃষ্টি প্রতিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মহারাজ, বিনয় পূর্ব্বক এই ভিক্ষা করিতেছি, যে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ করিয়া এই মাত্র করিবেন, যেন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও শিশু সন্তানটি আমি অবর্ত্তমানে অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না পায়, তাহা হইলে আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করা হইবে।

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা কিঞ্চিৎ সমাশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি।

আপনি যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, তাহা অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য। কল্য সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র আমি এতদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। পরন্তু, আপনকার এতাদৃশ নির্বেদভাব অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণের সংশয় নিবারণ হইতেছে না। আপনি পরিবারাদি ও সাংসারিক সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, কি নিমিত্ত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহার কারণ আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না?

কপিঞ্জল কহিল, রাজন্! মাদৃশ ভিক্ষোপজীবী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আর কি উপায় আছে? আমার কি সাধ্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এ সকল কার্য্য নিষ্পাদন করি। রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। যদি অর্থব্যয় দ্বারা আপনকার প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়, তাহা হইলে আমি রাজভাণ্ডার হইতে সমুদায় নির্ব্বাহ করিব; এবং পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে আপনাকে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিব। কপিঞ্জল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা একদা সংস্থাপিত করিলেন। প্রার্থনা করি, পুত্র কলত্রের সহবাসে সুখ সম্ভোগে চিরসুখী ও দীর্ঘজীবী হইয়া অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। রাজা করুণ বচনে কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আপনি আর এ স্থানে অবস্থিতি করিবেন না। এক্ষণে ত্বরায় সেই রোরুদ্যমানা ব্রাহ্মণী ও

শিশুসন্তানের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করুন ; রাত্রি প্রভাতা হইলে আমি আপনকার বাসোপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিব, তন্নিমিত্ত আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না।

এই কথা শুনিয়া কপিঞ্জল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা রাজবাটী প্রবেশ করিয়া, স্বকীয় আবাস গৃহে গমন পূর্ব্বক আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ঘটনা সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চম্পকলতার ভাবনাই ক্রমে ক্রমে সর্ব্বোপরি বলবতী হইয়া উঠিল। যাহা হউক, রজনী প্রভাতা হইলেই বিজয়বল্লভকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবেক, রাজা মনে মনে ইহা অবধারিত করিয়া রাখিলেন।

এই রজনীতে বিজয়বল্লভ কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করা যাইতেছে।

বিজয়বল্লভ ইতি পূর্ব্বে যুবরাজ শান্তশীলের সহিত যে যে কথোপকথন করিয়া ধনপতির আলয়ে গমন করেন, তৎ সমস্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক, তিনি চম্পকলতার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন এ নিমিত্ত স্বীয় চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ শান্তশীলকে বলিতে পারেন নাই। পরে ধনপতির গৃহে আসিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ সুস্থির হইল না। তিনি ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় নিজ হৃদয় সন্তাপ সম্বরণ করিলেন এবং মনোদুঃখ প্রশমনের মানসে নিদ্রার শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত অচিরে শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা তাঁহার নয়নাভিমুখী হইল না। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে, নিতান্ত

ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নীরসিক্ত নয়নযুগলে ক্রমে ক্রমে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। পরন্তু নিদ্রাভিভূত হইয়াও তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইল না। অনতিবিলম্বেই এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইল।

তিনি স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন, যেন এক ব্যক্তি রজনী যোগে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এক বিজনারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং হিংস্রজন্তুসমাবৃত স্থানে শয়িত করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তিনি তাহাকে কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। ক্রমে শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভীতচিত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং নয়নযুগলের অশ্রুধারা কপোল দেশে বিগলিত হইয়া পড়িল। অনন্তর ক্রমে রাত্রি যত অতীত হইতে লাগিল ততই তাঁহার শরীরগ্লানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্ষণ কাল এই অবস্থায় থাকিয়া পরিশেষে বোধ করিতে লাগিলেন, যে আসন্ন কাল অতি নিকট হইয়াছে, সেই সময়ে এক শুক্লবস্ত্রপরিধানা আলুলায়িতকেশা রমণী বাম হস্তে এক প্রজ্বলিত দীপ ও দক্ষিণ হস্তে এক কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক দ্রুত পদে নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি জীবনাশায় নিরাশ হইও না, শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া নগরাভিমুখে গমন কর। আমি তোমার সঙ্গে আলোক লইয়া যাইতেছি, এই কথা বলিয়া কমণ্ডলুস্থিত কিঞ্চিৎ জল লইয়া তাঁহার অঙ্গে সেচন করিলেন। সেই বারি স্পর্শ মাত্র তাঁহার সর্ব্ব শরীর এক বারে নিরাময় হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও দণ্ডবৎ প্রণাম

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, হে মাতঃ! আপনি কে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পরিচয় প্রদান করুন। তখন সেই শুক্লাম্বরধারিণী রমণী উত্তর করিলেন, বৎস! আমি এই অরণ্যবাসিনী বনদেবী, তোমাকে বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া তোমার জীবন রক্ষার্থ এখানে আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া আলোক লইয়া অগ্রসর হইলেন; বিজয়বল্লভও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গমন করিতে করিতে বোধ হইল যেন রাত্রিকালের অন্ধকার ও অরণ্যবাসী পশ্বাদির ভয়ঙ্কর শব্দ সকল একবারে বিলুপ্ত হইল। দেখিলেন আকাশমণ্ডলে দিবাকর উদিত হইয়াছে, নানাবিধ পক্ষিগণ তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া কলরব করিতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী নগর হইতে লোক সকল গমনাগমন করিতেছে। তখন সেই বনদেবী বিজয়-বল্লভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি লোকালয়ে উপস্থিত হইয়াছ। ঐ দেখ সম্মুখবর্ত্তী নগর হইতে মানবাদির সমাগম হইতেছে; অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্ক চিত্তে নগরে প্রবেশ কর; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর বিজয়বল্লভ তদীয় আদেশ অনুসারে নগরাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই নগর চতুর্দ্দিকে রম্য হর্ম্ম্য সমূহে পরি-বেষ্টিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। পথি মধ্যে নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় জনসমূহের সমাগম ও অনবরত রথ গজ তুরঙ্গমাদির গমনাগমন হইতেছে। গায়কগণ বীণাযন্ত্রে তানলয়বিশুদ্ধসুমধুরস্বরসংযোগে গান করিতেছে,

এবং নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ নানারঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা রঙ্গভূমিতে মল্লগণের ব্যায়ামক্রিয়া এবং কোনও স্থানে দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিগণের পাশক্রীড়া দৃষ্ট হইতেছে। পুরবাসিগণের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে ও পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছে।

বিজয়বল্লভ এই সকল সমারোহ ও নগরসৌন্দর্য্য অবলোকনে হৃষ্টমানস হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে নগরের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি রমণীয় উদ্যান মধ্যে নানাজাতীয় তরুগণ ফলকুসুমে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কৌতুহলপরবশ হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক পরমরমণীয় সরোবরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া কতকগুলি রমণী রোদন করিতেছে। উহারা সকলেই যুবতী এবং পরম সুন্দরী; কিন্তু রোদন বশতঃ মুখদ্যুতি মলিন হইয়া গিয়াছে। বিজয়বল্লভ উহাদিগের এই বিষাদলক্ষণ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রমণীগণ! তোমরা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ?

রোদনপরায়ণ অঙ্গনাগণের মধ্যে এক জন কহিল, মহাশয়! আমাদিগের প্রধান সখী দেবরাজ ইন্দ্রের কোপে পতিত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে যে দিন পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইবেক, সেই দিন যদি তিনি এই সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া সূর্য্যপূজা

করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহ জন্মেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, নতুবা ইহাকে পুনঃপুনঃ মানবদেহ ধারণ করিতে হইবেক। আমাদিগের প্রিয়সখীর চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে, এবং অদ্য সেই পূর্ণিমা তিথি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোথা হইতে এক বিকটাকার কুম্ভীর এই সরোবরে উপস্থিত হইয়াছে, অবগাহন মাত্রেই মুখব্যাদান পূর্ব্বক গ্রাস করিতে আইসে, কোনও রূপে নিবারণ করিতে পারা যায় না। এ দিকে ক্রমে বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, পূজার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এ পর্য্যন্ত সরোবরে অবগাহন করা হইল না। এই নিমিত্ত আমরা সকলে নিরুপায় হইয়া তটে বসিয়া রোদন করিতেছি।

বিজয়বল্লভ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি ঐ হিংস্র জন্তুকে বধ করিয়া তোমাদিগের শঙ্কা নিবারণ করিতেছি; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ভীষণাকার বিকট জন্তুকে স্বকীয় খড়্গধারে ছিন্ন করিয়া তটোপরি উত্থিত হইলেন। ইহা দেখিয়া অঙ্গনাগণ ধন্যবাদ করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি আমাদিগের আজ মহৎ উপকার করিলেন, অতএব আমাদিগের সখীর সমীপে আপনাকে লইয়া যাইব; তিনি আপনার যথোচিত সম্মান ও পুরস্কার করিবেন। তখন বিজয়বল্লভ আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গনাগণের সঙ্গে গমন করিলেন এবং ক্ষণ কাল বিলম্বে প্রধান অঙ্গনার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইলেন। সেই রূপবতী কন্যা

স্বকীয় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গাত্রো-খান করিয়া কহিল, হে বীরবর! আপনি যেমন এই বিকট সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া বরমাল্য প্রদান করিতেছি; এই বলিয়া স্বকীয় কণ্ঠস্থিত কুসুমমালা উন্মোচন পূর্ব্বক বিজয়বল্লভের কণ্ঠদেশে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। বিজয়বল্লভ নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া বরমাল্য গ্রহণ করিবেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে এক কুলিশ-কঠোর গভীর ভয়াবহ শব্দ সমুত্থিত হইল, তৎশ্রবণে পতিম্বরা কামিনীর করস্থিত কুসুমমালা ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন বিজয়বল্লভ চকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং দেখিলেন এক অপরিচিত অশীতিবর্ষবয়স্ক পুরুষ পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিচিহ্ন, পরিধান পাটল বস্ত্র এবং মস্তকে জটাভার বিরাজিত; ললাটমাংস বিকুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এবং শুভ্রাকৃতি নেত্রচ্ছদে ভ্রূলতা বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিকটমূর্ত্তি জীর্ণকলেবর পুরুষ কোপলোহিত ঘূর্ণিত লোচনে ভ্রূবিভঙ্গি সহকারে বিজয়বল্লভের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, রে দুরাত্মন! তুই যৌবনমদে মত্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত আপন জন্মদাতাকে জানিতে পারিলি না, কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়া মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া রহিলি; এক্ষণে কি সাহসে এই দুর্ল্লভরমণীরত্ন-লাভে অভিলাষ করিতেছিস।

এই বাক্য শ্রবণগোচর হইবা মাত্র বিজয়বল্লভের হৃৎ-

কম্প হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া স্বপ্নাবস্থা দূরীভূত হইল। তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অনন্তর সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গবাক্ষের বহির্ভাগে মস্তক নির্গত করিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আমি কি মোহজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছি; দেখ, জন্মাবধি কেবল অজ্ঞাতকুলশীলাবস্থায় থাকিয়া কালাতিপাত করিলাম, জনক জননী কোথায় আছেন ক্ষণ কালের নিমিত্তও তাহা অনুসন্ধান করিলাম না, এবং রাজকন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া বৃথা সেই দুর্লভরমণীরত্নের অভিলাষে অন্তঃকরণকে খিন্ন করিলাম। অতএব আমার মানবজন্মে ধিক! আমার তুল্য পামর আর ত্রিজগতে নাই। যাহা হউক, এই স্বপ্নবার্ত্তাই এক্ষণে আমার পক্ষে জ্ঞানপ্রদীপ স্বরূপ হইল। আমি এই দণ্ডেই জনক জননীর অন্বেষণে নির্গত হইব। যদি তাঁহাদিগের উদ্দেশ করিতে পারি বড়ই ভাল, নচেৎ আর এ জীবন রাখিব না। মনো মধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, বহির্গমনের মানসে দ্বারাভিমুখে পাদবিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবা মাত্র, ধনপতির স্নেহ ও শান্তশীলের সৌহার্দ্দ উভয়ই সমকালে তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি ভগ্নপ্রতিজ্ঞের ন্যায় স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণ কাল পরে মনো মধ্যে বিবেচনা করিলেন, অকারণে সৌহৃদ্যত্যাগ ও কৃতঘ্নতাচরণ করিয়া গমন করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া লেখনীভাজন আহরণ

পূর্ব্বক দীপালোকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া এক খানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

লিখন সমাপ্ত হইলে, পত্র খানি এমত স্থানে স্থাপন করিলেন যে, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। অনন্তর ধনপতিপ্রদত্ত রত্নভাণ্ড হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে অশ্বশালায় গমন করিয়া অশ্বপালকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "বিশেষ প্রয়োজনার্থ আমাকে কোনও স্থানে ত্বরায় গমন করিতে হইবেক, অতএব মনোরথকে সজ্জীভূত করিয়া ত্বরায় লইয়া আইস। অশ্বপাল আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র তদীয় অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আনিল। তিনি তদুপরি আরোহণ করিয়া ত্বরায় নগর হইতে নিঃসৃত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিজয়বল্লভ পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীয় বাল্যাবস্থার বিবরণ স্বয়ং বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। শৈশবকালে সর্পাঘাতে মৃত-প্রায় হইয়া যে রূপে তিনি সরযূস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ধীবরের জালে পতিত হন, এবং ধীবরের মন্ত্রৌষধি বলে সঞ্জীবিত হইয়া যে রূপে ধনপতির আশ্রয়ে প্রতি-পালিত হন, সেই সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত ধনপতি তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিদিত করিয়াছিলেন। অতএব অযোধ্যার অনতিদূরবর্ত্তী কোনও স্থানে যে তাঁহার জনক জননীর বাসস্থান আছে তদ্বিষয়ে বিজয়বল্লভের মনে কিছু মাত্র সংশয় ছিল না। বরং কখনও কখনও তিনি এই রূপ মনে করিতেন যে অযোধ্যানগরে যাইয়া এক বার পিতা মাতার অন্বেষণ করিয়া দেখি। কিন্তু ধনপতির স্নেহপর-বশ হইয়া ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া, তদীয় আদেশের অন্যথাচরণ পূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত স্বীয় মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে পারেন নাই, এবং সে জন্য নিরন্তর নিতান্ত মনোদুঃখে কাল যাপন করিতেন। পরে যদবধি ঘটনা ক্রমে উদ্যানে রাজকন্যাকে বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন, তদবধি তাঁহার প্রতিই তিনি প্রগাঢ় রূপে সানু-রাগচিত্ত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় বিরহানলে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া, জনক জননীর অন্বেষণচিন্তায় আর সেরূপ মগ্ন ছিলেন না। কিন্তু যখন পূর্ব্বোক্ত রূপে নিদ্রাবস্থায়

অদ্ভুত স্বপ্নাবলোকন করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হইল। অনন্তর তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া যে রূপে পিতার অন্বেষণে অশ্বারোহণে নগর হইতে প্রস্থান করেন, তদ্‌বৃত্তান্ত পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

রজনী অবসন্না হইলে, যখন চক্রবাকমিথুন বিগতশোক হইয়া উৎসুক মনে হর্ষনাদ করিতে আরম্ভ করিল, বিজয়-বল্লভ সেই সময়ে নগরসীমা অতিক্রম করিয়া জনপদাভি-মুখে অতি দ্রুত বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন। নগরপাল বা রক্ষকগণ রাজদূত বিবেচনা করিয়া কেহই তাঁহাকে রোধ করিল না। অনতিবিলম্বে দিনমণির আরক্ত ছটায় পূর্ব্বদিক আকীর্ণ হইল, এবং ক্রমে ক্রমে দুই এক জন করিয়া রাজপথে পথিকগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। বিজয়-বল্লভ, অযোধ্যায় অন্বেষণ করিলে অবশ্যই পিতা মাতার দর্শন লাভ করিব মানস করিয়া পথিকদিগকে পথ জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত, তখন ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, সম্মুখবর্ত্তী এক পান্থশালায় গমন পূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

তথায় স্নানভোজনাদি সমাপন করিয়া বিজয়বল্লভ পুন-র্ব্বার অশ্বারোহণ করিবেন, এমত সময়ে সেই স্থানে এক যতিবেশধারী ব্রাহ্মণ উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ, বিজয়-বল্লভকে দেখিবা মাত্র চকিত হইয়া, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়বল্লভ তৎপ্রতি সবিশেষ মনোযোগ না করিয়া সাদরে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ

বিজয়বল্লভের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অকপট হৃদয়ে তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবিবরণ বর্ণন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে আমি জনক জননীর অন্বেষণার্থ অযোধ্যায় গমন করিতেছি। যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি তবেই মগধরাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, নতুবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি গঙ্গাসলিলে অথবা অনলে দেহ সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া সমধিক বাৎসল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পিতা মাতার উদ্দেশের নিমিত্ত এতাদৃশ ব্যাকুল হইও না। আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবেক। নতুবা অনুপদিষ্ট হইয়া ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবে না। বিজয়বল্লভ কহিলেন, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা আমি শিরোধার্য্য করিব, কোনও ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবে না।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, ভাগীরথীর পশ্চিম প্রদেশে বিন্ধ্যাচল নামে এক প্রসিদ্ধ ভূধর আছে। পূর্ব্বকালে কত শত ঋষি ও যোগিগণ ঐ পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মা সিদ্ধপুরুষদিগের তপোগুহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; হিংস্র জন্তুগণ তথায় পাদ বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ পবিত্র শৈলক্ষেত্রে মনোহরতমালতরুবেষ্টিত সুগন্ধিপুষ্পপুঞ্জবাসিত অপূর্ব্ব উপত্যকার উপরিভাগে ভগবতী কাত্যায়নীর এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে।

সেই দেবীমূর্ত্তির চতুঃপার্শ্বে শৈলপ্রাকার উদ্গত হইয়া ঊর্দ্ধে তুঙ্গশিখরাকারে পরিণত হইয়াছে; সম্মুখস্থিত যজ্ঞকুণ্ড হইতে অনবরত অগ্নির শিখা ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে; পশ্চাদ্ভাগে উত্তুঙ্গশৃঙ্গোদ্ভব নির্ঝরবারি দ্বিধারা হইয়া দেবীর উভয় পার্শ্বে প্রবাহিত হইতেছে; এবং ঊর্দ্ধে গিরিগহ্বরের অভ্যন্তরে ভূত প্রেত পিশাচ ও দৈত্যগণের অনবরত হুঙ্কার-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। এই দেবদুর্লভ পবিত্র পুণ্য তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা কত শত মানব আপনাদিগের দেহ পবিত্র করিয়াছে এবং দেবীর চরণারবিন্দে নেত্রপাত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। যে সকল জরাজীর্ণ ও শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ, ইহলোকে দৈহিক সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া, দেহ ধারণে কেবল যাতনা মাত্র বোধ করিত, তাহারাও সেই দেবীর চরণকমল দর্শন করিয়া অশেষ শোক ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। যাহারা জন্মান্তরে সিদ্ধকাম হইবার বাসনায় সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাও সেই ভগবতীর আরাধনা করিয়া ইহ জন্মেই অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে। অধিক কি বলিব, গ্রীষ্ম-কালের তপনকিরণ ও প্রাবৃট্‌কালের ঘন বর্ষণে কিছু মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, দূর দেশ হইতে লোক সকল অনবরতই এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ বাঞ্ছিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছে। আমরা কতিপয় ব্রাহ্মণ সেই ভূধরের অদূরবর্ত্তী এক স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়া প্রত্যহ ভগবতীর আরাধনা করিয়া থাকি। কিছু দিন হইল, আমি তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই বিন্ধ্যাচলে গমন করিতেছি। অতএব বৎস!

যদি তুমি পিতার উদ্দেশবিষয়ে এতাদৃশ অনুরাগপরতন্ত্র হইয়া থাক, তবে আমার সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচলে গমন পূর্ব্বক ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। অবিলম্বেই তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবেক। বিন্ধ্যাচল এ স্থান হইতে বহু দিনের পথ; কিন্তু অশ্বারোহণে গমন করিলে, অল্প দিনেই অনায়াসে তথায় উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। দেখিতেছি তোমার সমভিব্যাহারে একটি ঘোটক আছে এবং আমিও আপন অশ্ব বহির্দ্দেশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। অতএব যদি তোমার মত হয়, আইস আমরা উভয়েই অশ্বারোহণে বিন্ধ্যাচল গমন করি।

বিজয়বল্লভ শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ও গদগদ বচনে কহিলেন, মহাশয়! অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহতের সংসর্গ ব্যতীত কে কোথায় মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সদুপদেশ ব্যতিরেকেই বা কে কোথায় সিদ্ধকাম হইতে পারে। আমি ভাগ্য ক্রমে আপনকার দর্শন পাইয়া অদ্য অনায়াসেই সেই উপকার ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। আপনকার কৃপায় ভগবতী বিন্ধ্যাচলবাসিনীকে দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিব এবং অচির কালের মধ্যেই পিতা মাতার চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। আমার অভীষ্ট সিদ্ধি ও পরমার্থ লাভ উভয়ই এক কালে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব আমি অযোধ্যাপর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া আপনকার সমভিব্যাহারে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন সময়ে প্রস্থান করিতে হইবেক।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শাস্ত্রে মাদৃশ মনুষ্যগণের সকল

সময়েই তীর্থপর্য্যটনে পরম ধর্ম্ম বিহিত আছে। বিশ্রাম-সুখের অভিলাষ করা আমাদিগের পক্ষে বিধেয় নহে। অতএব যদি কোনও বিষয় তোমার ক্লেশাবহ না হয়, তবে চল এই মুহূর্ত্তেই আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। অনন্তর বিজয়বল্লভ ও ব্রাহ্মণ উভয়ে স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলের পথে গমন করিলেন।

পথি মধ্যে কয়েক দিন অতিক্রান্ত হইল। বিজয়বল্লভ বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইয়া, ভক্তিভাবে ভগবতী কাত্যায়নীকে দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল কথা ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্বয়ং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বিন্ধ্যাচলের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকনে সাতিশয় বিস্মিত ও আনন্দে পুলকিত হইলেন। দেখিলেন, উপত্যকার ভূভাগ সকল অতিশয় রমণীয়; তদূর্দ্ধে গৈরিক শৈলোপরি নিবিড় বনরাজি কটকপ্রদেশ পর্য্যন্ত মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছে; স্থানে স্থানে মঞ্জুল লতানিচয় বিপুলতরুমূলাবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থিত শাখা সমূহের সহিত মিলিত হইয়াছে; কোনও স্থানে বিশাল শালদ্রুম অশনিপাতে ও অতিবাতে ভগ্নস্কন্ধ হইয়া নিম্নে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে; কোথাও বা তরুণ পাদপগণ উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থিত জীর্ণ তরুকে অপনীত করিতেছে; স্থানে স্থানে বিবিধ বনকুসুম বিকসিত এবং তদীয় সুরভি মকরন্দগন্ধ মন্দ মন্দ গন্ধবহ সহকারে সঞ্চারিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে; বিহঙ্গমনিচয়ের সুমধুর ধ্বনি অনবরত শ্রুতিগোচর হইতেছে; কোনও স্থানে নির্ঝর-বারি শিলাপ্রতিঘাতে ফেনিল হইয়া বিবিধ ধারায় পতিত

হইতেছে; স্থলান্তরে বহু ধারা একত্র মিলিত হইয়া নিম্নস্থিত কল্লোলিনীর তরঙ্গ বৃদ্ধি করিতেছে। এই সকল মনোহর শোভাবলোকনানন্তর ঊর্দ্ধে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, শিখরপ্রদেশ বিবিধ বিচিত্র শৃঙ্গশ্রেণীতে বিভক্ত; তদ্দর্শনে জ্ঞান হয় যেন ব্যোমজলধিতে শত শত তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে মেঘমালা সংমিলিত হইয়া শৈলাগ্রভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে মুহুর্মুহুঃ তড়িল্লতার স্ফূর্ত্তি হওয়াতে বোধ হইল যেন শত শত ঐরাবতের কণ্ঠে সুবর্ণদাম শোভা পাইতেছে; জলধরের গভীর গর্জ্জনে উন্মত্ত হইয়া ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে; সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হওয়াতে, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমভ্রমে পিকগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে; বনকুসুমসৌরভে উন্মত্ত হইয়া অলিকুল ঝঙ্কার করিয়া কুসুমে কুসুমে ভ্রমণ করিতেছে। বিজয়বল্লভ এই সকল অলৌকিক চিত্তরঞ্জন ব্যাপার দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া, জগদীশ্বরের অপার মহিমার ধন্যবাদ করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য আমার জন্ম সার্থক ও নয়ন সফল হইল। অনন্তর তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের কুটীরে অবস্থিতি করিয়া, প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেবীর মন্দিরে গিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। এক দিবস তিনি অপরাহ্ণ সময়ে পরিণততপনকিরণে ও মৃদুপবনসঞ্চারে বনরাজির মনোহরশোভাবলোকনে সাতিশয় প্রীত মনে উপত্যকাপ্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাত রূপে দুই ক্রোশ অতিক্রম করিয়া

দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী একটি কুটীরের সম্মুখে এক জন বয়োধিক পুরুষ বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবা মাত্র বিজয়বল্লভের মনে সহসা ভক্তিরসের উদয় হইল। তিনি নিকটে গমন করিয়া কথায় কথায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে অযোধ্যানগরীতে আমার বসতি ছিল এক্ষণে অরণ্যবাসী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিনপাত করিতেছি। বিজয়বল্লভ জিজ্ঞাসিলেন, অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া এই দূরস্থিত পর্ব্বতপ্রদেশে বাস করিবার কারণ কি? সে কহিল, মহাশয়! সে সকল অনেক দুঃখের কথা, অদৃষ্টে ক্লেশ থাকিলে কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। দেখুন, অনেকে দুষ্কর্ম্মশালী হইয়াও, সৌভাগ্য বশতঃ সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু হতভাগ্য ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিলেও কখনও তাহার ক্লেশের অবসান হয় না। আমিও সেইরূপ, নিজ দুর্ভাগ্য ক্রমে দেশত্যাগী হইয়াছি।" বিজয়বল্লভ কহিলেন, কিরূপ দুর্ঘটনা বশতঃ তুমি দেশ-ত্যাগী হইয়াছ, বর্ণন কর, শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিতেছে।

তখন, সে বিজয়বল্লভের নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া নিজবিবরণ কহিতে আরম্ভ করিল, মহাশয়! তবে শ্রবণ করুন, ইতিপূর্ব্বে অযোধ্যানগরে আমার বাসস্থান ছিল। ধীবরকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মৎস্য বিক্রয় করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম। প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল, এক দিন বর্ষাকালের প্রত্যুষে আমি এবং আমার ভার্য্যা উভয়ে সরযনদীতে মৎস্য ধরিবার

নিমিত্ত গমন করিয়া দেখিলাম, নদীতে বন্যা আসিয়াছে। তদ্দর্শনে মনে এই শঙ্কা জন্মিল যে পূর্ব্ব দিন নদীগর্ভে যে স্থানে জাল স্থাপিত করিয়াছিলাম জলবৃদ্ধি হওয়াতে, হয় ত, সেই জালখানি স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জালের উদ্দেশে দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলাম। পরে সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম, আমার জাল-বন্ধনের বংশে একখানি কদলীভেলা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং তদুপরি একটি শিশুর মৃত দেহ স্থাপিত আছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আমি প্রথমতঃ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম, পরে নিকটবর্ত্তী হইয়া সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম, বালকটিকে সর্পাঘাত হইয়াছিল। পরন্তু, অঙ্গলক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল, সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। মহাশয়! পূর্ব্বে আমি এক উদাসীনের নিকট সর্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব সেই সর্পদষ্ট বালককে তটোপরি আনয়ন করিয়া মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করাতে, ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে বিষ নির্গত হইয়া চৈতন্য হইল। এই সময়ে এক ধনাঢ্য বণিক নৌকারোহণ পূর্ব্বক সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি তটোপরি সেই মৃত বালককে সঞ্জীবিত দেখিয়া নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিকটে আসিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলাম। তৎশ্রবণে সেই বালকের প্রতি তাঁহার সাতিশয় স্নেহ জন্মিল। তিনি কহিলেন, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে এই বালকটি

প্রদান কর, আমি অপত্যনির্ব্বিশেষে ইহার লালন পালন করিব। আমি তৎকালে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এবং ধনলোভের নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পরে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বালককে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় উৎসুকতা সহকারে কহিলেন, হে ধীবরবর! তোমার এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব সেই বালকটি কাহার সন্তান আমাকে বিশেষ করিয়া বল। ধীবর কহিল, মহাশয়! যদি আমি তৎ-কালে সেই বালকের সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বণিকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ না করিয়া, বালকের পিতা মাতার নিকটেই পুরস্কার প্রার্থনা করিতাম। সে যাহা হউক, তৎকালে অর্থলাভে প্রথমতঃ সুখের লালসাই বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে সেই অর্থ কেবল অনর্থের মূলীভূত কারণ হইয়া উঠিল। বণিকের নিকট পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এই সর্পদষ্ট বালকসংক্রান্ত কোনও কথাই নগরে প্রকাশ করিব না। সুতরাং যে কারণে আমাদিগের ধনলাভ হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে না পারাতে, সজাতীয়বর্গ ও প্রতিবাসিগণ হঠাৎ আমা-দিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সন্দেহ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, যে ইহারা তস্করবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পর-ধনাপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। স্বল্প দিনের মধ্যে এই মিথ্যাপবাদ অযোধ্যাধিপতি রাজা জয়ধ্বজের শ্রুতি-গোচর হইল। পরে শুনিলাম, তিনি আমাদিগকে বন্ধন

করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, চৌর্য্যাপরাধে আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। এই কথা শুনিবা মাত্র আমরা উভয়ে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া, বণিকের প্রদত্ত সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রজনীযোগে নগর হইতে পলায়ন করিলাম, এবং নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কালাতিপাত করিতেছিলাম; নির্দ্দয় বিধি তাহাতেও প্রতিবাদী হইল। আমার স্ত্রী অকস্মাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পথি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর আমি একাকী খিন্ন মনে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে, পরিশেষে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া, এই পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিয়া রহিয়াছি। এই ত আমার দুঃখের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া, বলুন, আপনি কে, এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন।

ধীবরের কথা পরিসমাপ্ত না হইতে হইতেই, বিজয়বল্লভের নয়নদ্বয় সহসা আনন্দসলিলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি গদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে সজ্জনবর! যাহাকে তুমি শৈশবাবস্থায় নিদারুণ কালসর্পের হলাহল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, আমিই সেই ব্যক্তি; এক্ষণে ঘটনা ক্রমে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার জীবনদাতা! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। ধীবর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি অতি অদ্ভুত কথা কহিলেন, কারণ সেই সর্পদষ্ট বালক যে পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক

হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর; এই বলিয়া মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল, আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক বার আপনকার দক্ষিণ পদতল উত্তোলন করিয়া আমাকে দেখাইতে হইবে। বিজয়বল্লভ তৎক্ষণাৎ পদতল উন্নত করিয়া ধীবরকে দেখাইলেন। ধীবর তদবলোকনে হর্ষোৎফুল্লনয়ন হইয়া গদ্গদ বচনে কহিল, মহাশয়! আর কি বলিব! আজন্মকাল আমি যে সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াছি, অদ্য আপনকার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বোধ হইতেছে যেন সেই সকল দুঃখ এক কালে দূরীভূত হইল। আহা, কি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা! সেই বালকের দক্ষিণ পদতলে যে অপূর্ব্ব পদ্মচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, আপনকার পদতলেও সেই চিহ্ন দেখিলাম, অতএব এ বিষয়ে আর আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আপনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বিন্ধ্যাটবীতে কি নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন, এবং এ কাল পর্য্যন্তই বা কোথায় ও কি রূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আমাকে সমুদায় বিস্তার করিয়া বলুন।

তখন বিজয়বল্লভ, স্বকীয় পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, যে রূপে পিতার অন্বেষণার্থ অযোধ্যা নগরে গমন করিতে করিতে, পথি মধ্যে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং যে রূপে তৎপরামর্শানুসারে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া কাত্যায়নীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তৎসমুদয় ধীবরকে অবগত করিয়া কহিলেন, আমি প্রায় ক্রমাগত তিন মাস এই বিন্ধ্যাটবীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের আদেশানুসারে দেবীর আরাধনা করিতেছি। কল্য কার্ত্তিকী অমাবস্যা; রাত্রি

দ্বিপ্রহরের সময়ে ভগবতী কৃপা করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবেন। রজনীযোগে ব্রাহ্মণেরা দেবীর বিধিবৎ পূজা ও হোমাদি করিবেন, আমাকেও তাঁহারা তৎকর্ম্মে ব্রতী হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এবং কহিয়াছেন, "তুমি কৃতোপবাস ও শুদ্ধাচার হইয়া ভক্তিভাবে ভগবতীর সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান থাকিবে; হোমাদিসমাপনান্তে দেবী প্রসন্না হইয়া, তোমাকে প্রত্যাদেশ করিবেন; তুমি অনায়াসে জনক জননীর আবাসস্থান জানিতে পারিবে।

ধীবর এই সকল কথা শুনিবা মাত্র সাতিশয় ব্যাকুলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! কি সর্ব্বনাশের কথা আমাকে শুনাইলেন! দেখিতেছি আপনকার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। আপনি ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াও তদ্বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন, এবং অন্ধের ন্যায় গভীর কূপোপান্তে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এ কথা আমার কর্ণগোচর হইল। এক্ষণে আপনাকে উপদেশ দিতেছি, যদি প্রাণ রক্ষার অভিলাষ থাকে, তবে অদ্য রজনী যোগেই এ স্থান হইতে পলায়ন করুন।

বিজয়বল্লভ শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াকুল ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, হে সজ্জনবর! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছ বল।

তখন ধীবর কহিল, মহাশয়! শ্রবণ করুন, পূর্ব্বকালাবধি এই উপত্যকাপ্রদেশে কতিপয় ব্রাহ্মণের বসতি আছে। ইঁহাদিগের প্রকাশ্য আচার ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট, অনবরত সংযত হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত আছেন এবং

যাত্রিগণের নিকট পৌরোহিত্য কার্য্যের দক্ষিণা
পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।
বাস্তবিক ইঁহারা অতি ভয়ানক নৃশংস ধর্ম্মের উপ
তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জনমানবের অগোচর, কিন্তু আ
দিন পর্য্যন্ত এই উপত্যকার সন্নিহিত স্থানে থাকিয়া
সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। ইঁহাদিগের অনু
পরিচারকগণ সতত ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ
ফিরিতেছে। যদি বিশেষলক্ষণাক্রান্ত কোনও ব্যক্তি
দিগের নয়নপথে পতিত হয়, তাহা হইলে তৎ
তাহারা নিরন্তর তাহার সমভিব্যাহারে থাকিয়া,
প্রকার কপট বাক্য ও কৌশল দ্বারা তাহাকে
করিয়া এখানে লইয়া আইসে। অনন্তর কার্ত্তিকী অমা
রজনী উপস্থিত হইলে, দেবীর সম্মুখে লইয়া তাহাকে
প্রদান করে। আপনিও সেই ঘোর বিপদ জালে প
প্রতারিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। অতএব আমি
তেছি, যদি আপনি অদ্যই সত্বর এখান হইতে প্রস্থ
করেন, তাহা হইলে আর কোনও রূপেই আপনকার
রক্ষার উপায় নাই।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শুনিয়া এক কালে
বিস্ময়ের পরতন্ত্র হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের যে সকল
ইতিপূর্ব্বে পরমহিতকর ও শুভজনক বলিয়া স্থির ক
ছিলেন, এক্ষণে সেই সকল কথার অভিসন্ধি বিপরীত
হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লা
"আমি কি নির্ব্বোধ! তিন মাস পর্য্যন্ত এই আততায়ী ব
ছলনায় বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি, এবং তদীয় সংসর্গে

কাল ক্ষেপণ করিতেছি! এইপ্রকার মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া ধীবরকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার সদুপদেশ লাভ করিয়া অদ্য আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। জানিলাম, এত দিন আমি মোহান্ধ হইয়া মারাত্মক নৃশংস ভুজঙ্গের সহবাসে কালহরণ করিয়াছি। যেমন শৈশবকালে তুমি আমাকে কাল সর্পের বিষম বিষ হইতে রক্ষা করিয়া প্রাণদান করিয়াছিলে, এক্ষণে এই মানবরূপী বিষধর হইতে রক্ষা করিয়া দ্বিতীয় বার আমার প্রাণদান করিলে। অতএব আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকট ঋণপাশে বদ্ধ রহিলাম। দেহিগণের জীবনাপেক্ষা আর কি প্রিয়তম বস্তু আছে যে তৎপ্রদান দ্বারা এই ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইব। আত্মরক্ষার নিমিত্ত অদ্য রাত্রিযোগেই এ স্থান হইতে আমার প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। ধনপতি মহাশয় মনোরথ নামে এক দ্রুতগামী অশ্ব আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অশ্ব আমার সমভিব্যাহারে আছে। আমি তদুপরি আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিব; অনুগামী হইলেও কেহ আমাকে ধৃত করিতে পারিবেক না; সুতরাং সেজন্য আমি কিছু মাত্র আশঙ্কা করি না। কিন্তু এই এক ভয় হইতেছে, তোমাকে এখানে একাকী রাখিয়া গেলে, সেই আততায়ী ব্রাহ্মণেরা পাছে সন্দেহ করিয়া তোমার অনিষ্ট করে। এই নিমিত্ত তোমাকে এ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আমার কোনও রূপে মনঃপূত হইতেছে না।

ধীবর কহিল, মহাশয়! সে জন্য আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি অতি দীন দুঃখী, কখনও

কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, এই গিরিগহ্বরে বাস করিয়া ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণীর অনিষ্ট আচরণ করিয়া কাহার ইষ্ট সাধন হইবে? ফলতঃ আমিও এখানে অধিক দিন আর বাস করিব না। ইচ্ছা আছে, এক বার অযোধ্যায় যাইয়া আপনকার পিতা মাতার অন্বেষণ করি, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত আকারের অনেক বৈলক্ষণ্য হওয়াতে, আমি অপরিচিত রূপে অনায়াসেই অনুসন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু আপনকার সমভিব্যাহারে গমন করা কোনও ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব আপনি একাকী গমন করুন। কদাচ আমার অপেক্ষা করিবেন না, এবং আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না।

ধীবরের সহিত এই রূপ কথোপকথন হইলে পর, বিজয়বল্লভ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, সায়ং কালে ব্রাহ্মণদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্রধান ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিল, বৎস! এই পর্ব্বত প্রদেশে বহুবিধ হিংস্র জন্তু নিরন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, অতএব নিবিড় বনরাজীর মধ্যে একাকী অধিক কাল ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। বিজয়বল্লভ মনোগত বিরুদ্ধ ভাব মনো মধ্যে নিগৃহীত করিয়া, পূর্ব্ববৎ সমধিক ঔদার্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, মহাশয়! আমি অধিক দূরে গমন করি নাই, মনোহর শৈলশোভা অবলোকন করত সন্নিহিত স্থানেই ভ্রমণ করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, না বলিয়া আর এ রূপে ভ্রমণ করিতে যাইও না।

পরে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে যখন আশ্রম-

বাসী ব্রাহ্মণগণ নিদ্রাভিভূত হইল, সেই সময়ে বিজয়বল্লভ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং যে স্থানে নিজ অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন তথায়, উপস্থিত হইয়া তাহাকে সুসজ্জিত করিলেন ; এবং অবিলম্বে তদুপরি আরূঢ় হইয়া, যে পথে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথে নক্ষত্র-পুঞ্জের আলোক সহায় করিয়া অশ্ব ধাবিত করিলেন। নানা দেশ অরণ্য পর্ব্বত লোকালয় প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, একচত্বারিংশৎ দিবসে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। যদিও পথি মধ্যে তাঁহাকে নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, পরন্তু তিনি কোনও স্থানে বিপদে পতিত হন নাই। দিবাকরের প্রচণ্ড উত্তাপে সন্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, এক গৃহস্থের ভবনদ্বারে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিতেছিলেন, এ স্থানে অতিথিশালা কোথায় আছে, এমত কালে এক অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ সেই পথ দিয়া অতিবেগে গমন করিতেছিল। আরূঢ় ব্যক্তি ঘোটকের ক্ষিপ্র গতি নিবারণে অসমর্থ হওয়াতে, ঘোটক স্বৈরগামী হইয়া হঠাৎ বিজয়-বল্লভের অভিমুখে উপস্থিত হইল। তদবলোকনে তিনি অবলীলাক্রমে রশ্মি ধারণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ অশ্বের গতি রোধ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ঘোটকের গতি রোধ হওয়াতে আরোহী বিচলিতাসন হইয়া সহসা পর্য্যাণ হইতে পতিত ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল। ইত্যবসরে অনুগামী চারি জন অশ্বারোহী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল,

এবং এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহিজ্ঞানে বিজয়বল্লভকে বন্ধন করিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। কোশলাধিপতি জয়ধ্বজ আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিতে ও তাঁহার মনোরথনামক অশ্বকে নিজ অশ্বশালায় রাখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

বিজয়বল্লভ এই রূপে রাজসন্নিধানে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া, বিষণ্ন মনে রক্ষকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন। অহো! মানবজাতির অবস্থা কি পরিবর্ত্তনশালিনী! দেখ যে বিজয়বল্লভ চির কাল পর্য্যন্ত কেবল প্রভুত্ব গৌরব ও সম্মানের সহিত কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং কেহ কখনও যাহার অবমাননা করিতে পারে নাই, এক্ষণে দৈববিড়ম্বনা বশতঃ তাঁহার কি দুরবস্থা ঘটিল। তিনি ক্ষণে রোষপরবশ ও ক্ষণে ঘৃণাকুণ্ঠিত হইয়া মনে মনে স্বীয় ভাগ্যকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার লোহিত লোল নয়নে ও প্রস্ফুরিত ওষ্ঠাধরে মনোগত অমর্ষভাব মুহুর্মুহুঃ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এ দিকে বেলা ক্রমে তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসা ও মনের বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। পিতার অন্বেষণ বিষয়ে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাতেও এক বারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অন্তঃকরণ হইতে ধৈর্য্যশক্তি ক্রমে অপনীত হইতে লাগিল, এবং তৎকালসম্ভব নৈসর্গিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, নয়নযুগল বারিধারাকুল হইয়া আসিল। রক্ষকগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, তিনি সজল নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি এই

জগন্মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কখনও মনের সুখ লাভ করিতে পারিলাম না। নৃশংস বিধাতার প্রতিকূলতা বশতঃ কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিয়া কাল যাপন করিলাম। সে যাহা হউক, সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পরিশেষে কি আমাকে পাতকীর ন্যায় কারাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইল! হা হত বিধে! আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও কোনও দুষ্কর্ম্ম করি নাই, তবে কি দোষে আমায় ঈদৃশী দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিলে! এই রূপে নিরতিশয় শোকাকুল হইয়া, নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত, কারাগৃহে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিজয়বল্লভ ধনপতির গৃহে নিদ্রাবেশে অদ্ভুত স্বপ্নাবলোকন করিয়া, অশ্বারোহণে গোপনে যে রূপে নগর হইতে প্রস্থান করেন, পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পরে তথায় যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিজয়বল্লভের নগর হইতে প্রস্থানের পর দিন প্রাতে এক জন পরিচারক ধনপতির নিকট আসিয়া এক খানি পত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! বিজয়বল্লভের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, শয্যার এক পার্শ্বে এই পত্র খানি পড়িয়াছিল, দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ধনপতি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পরিচারকের হস্ত হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি পত্রোপরি সংসক্ত হইয়া রহিল; ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিবৃত হইয়া স্ফুরিত হইতে লাগিল; এবং কপোলরাগ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মৌনভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে রাজা বীরসিংহের এক জন দূত আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে মহারাজ আপনার সহিত এই দণ্ডে এক বার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি অবিলম্বে রাজসদনে আগমন করুন। ধনপতি এবম্বিধ

আকস্মিক প্রয়োজনের বিষয় কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরন্তু অনুমান করিলেন, বোধ হয় বিজয়-বল্লভের প্রবাসগমনের সম্বাদ পূর্ব্বেই মহারাজের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবেক; তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব এই পত্র খানি পাঠ করিয়া মহারাজকে শুনাইতে হইবেক, এই স্থির করিয়া পত্র লইয়া তদ্দণ্ডেই রাজভবনে প্রস্থান করিলেন।

এখানে রাজা বীরসিংহ নিজ আবাসগৃহে একাকী অত্যন্ত ম্লান ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত তাঁহার নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়াছে, মুখরাগ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, এবং কপোলদ্বয় অতিমাত্র শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে। ধনপতি সম্মুখে সমাগত হইয়া, রাজার ঈদৃশী বিকৃতাবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক, সভয় চিত্তে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! বোধ হইতেছে অবশ্যই কোনও বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে; তাহা না হইলে কি নিমিত্ত ভবদীয় গম্ভীর স্বভাব সহসা এরূপ বিচলিত হইবে। দেখিতেছি, মহারাজের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রশান্তচিত্ততা ও ধৈর্য্যশক্তি এক বারে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং মুখারবিন্দে বিষাদচিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। এরূপ অভূতপূর্ব্ব বিসদৃশ ভাব উপস্থিত হইবার কারণ কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া আমার উদ্বেগ নিবারণ করুন।

রাজা বীরসিংহ পূর্ব্ব রাত্রিতে কপিঞ্জলের প্রমুখাৎ যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক ধনপতিকে বিজ্ঞাপন করিয়া, পরিশেষে বলিলেন, ধনপতে!

এক্ষণে আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। বল্লভকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত না করিলে আর রূপেই নিস্তার নাই। শুনিলাম, সে কল্য ত তোমার ভবনে গমন করিয়াছে, অতএব তুমি এই যাইয়া তাহাকে কহিবে, যে পুনর্ব্বার সে যেন রা দ্বারে প্রবেশ না করে। তাহার সমভিব্যাহারে চ রক্ষক দিয়া এই কথা বলিয়া দিবে যে তাহারা যে উহাকে নগরসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অ ধনপতি রাজার মুখে এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয় মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ মৌ থাকিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কথা শু তাহাতে আমার অন্তঃকরণের সংশয়চ্ছেদ হইতে কারণ, আমি বাল্যকালাবধি বিজয়বল্লভের স্বভা ও রীতি নীতি, বল বুদ্ধি সাহস, শাস্ত্র বিষয়ে অ পারদর্শিতা ও শস্ত্রবিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য স্বচ লোকন করিয়া আসিতেছি। ফলতঃ, সদ্বংশজাত পু যে সমস্ত গুণরত্নে মণ্ডিত হইয়া থাকেন, ত একাধারে বিজয়বল্লভে লক্ষিত হইতেছে। এক্ষ ব্যক্তিকে চণ্ডালপুত্র বলিয়া ঈদৃশ অপমানের সহি ষ্কৃত করিতে হইলে, অবশ্যই গর্হিত কার্য্যের করা হইবেক। যাহা হউক, মহারাজের আজ্ঞা বলবতী ও অবশ্য প্রতিপালনীয়। কিন্তু সৌভাগ্যে এই যে, মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন অনুকূল পূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন, সুত জন্য আমাকে এক্ষণে আর অধিক প্রয়াস পাইতে

না; বিজয়বল্লভ গতরজনীযোগে এই পত্র খানি নিজ শয়নাগারে রাখিয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে প্রস্থান করিয়াছে। এই বলিয়া ধনপতি বিজয়বল্লভের পত্র খানি বীরসিংহের হস্তে প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা সমধিক উৎসুক হইয়া বলিলেন, ধনপতে! আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় উদ্বেগপরবশ হইয়াছে, মন স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমিই পত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও। ধনপতি তদাদেশানুবর্ত্তী হইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা—

"পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত ধনপতি মহাশয় মদেকাশ্রয়েষু।

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদং।

অতি শৈশব কালে যখন আমার সর্পাঘাত হইয়াছিল, তখন আমার জনক জননী ও বন্ধুবান্ধবগণ মদীয় বিষদূষিত কলেবরকে গতাসু বিবেচনা করিয়া সরযূনদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পরমায়ুবলে ধীবরের হস্তে পতিত হইয়া তদীয় মন্ত্রৌষধি দ্বারা নির্ব্বিষকলেবর হই। আপনি সেই মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে অনাথ দেখিয়া, দয়া পূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া, পিতার ন্যায় যৎপরোনাস্তি স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল বিবেচনায় কখনই আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। অনন্তর বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন যেমন আমার বোধোদয় হইয়াছিল, তদনুসারে আপনি আমাকে নীতিগর্ভ উপদেশ সকল শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। পরে শৈশবকাল অতীত হইলে, শস্ত্রবিদ্যার কৌশলাদি বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন।

অধিক কি বলিব, আপনি আমাকেই আপনকার নিখিল সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল অসাধারণ ও অশ্রুতপূর্ব্ব অনুগ্রহ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি ভবদীয় স্নেহতরুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া পিতৃবিশ্লেষজনিত ক্লেশ এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র অনুভব করি নাই।

কিন্তু বাহ্য সুখ দ্বারা অন্তঃকরণের নৈসর্গিক ধর্ম্ম কদাপি অপসারিত হয় না। যদিও আমি নানাপ্রকার সম্পত্তি উপভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণের মালিন্য কিছুতেই দূরীভূত হইতেছে না। যাঁহাদিগের দ্বারা আমি এই বিশ্বসংসার অবলোকন করিয়াছি, সেই পরমারাধ্য জনক জননী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, যখন এই চিন্তা আমার মনো মধ্যে উদয় হয়, তখন জ্ঞান হয় যে আমার তুল্য পামর ও কৃতঘ্ন পুত্র আর ত্রিজগতে নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে এ সকল চিন্তাকে আর অন্তঃকরণ মধ্যে স্থানদান করিব না এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত সেই আদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে অকস্মাৎ এক পরমাদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রভূত চিত্তচাঞ্চল্যের পরতন্ত্র হইয়াছি। জনক জননীর চরণারবিন্দ দর্শন ব্যতিরেকে কোনও ক্রমেই মনের সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্মিবে না। এক্ষণে এই সকল সাংসারিকসুখসাধন বস্তুজাত বিষতুল্য বোধ হইতেছে; দুগ্ধফেনোপমা শয্যাও কণ্টকময়ী বোধ হইতেছে; এবং যাবতীয় প্রকৃতি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর আমার

নয়নপথে উপস্থিত হইতেছে। আমি কোনও রূপেই অন্তঃকরণকে সুস্থির ও সমাশ্বাসিত করিতে সমর্থ না হইয়া, সংকল্প করিয়াছি এই মুহূর্ত্তেই মনোরথনামক অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পিতৃউদ্দেশে বহির্গমন করিব। আপনি আমাকে যে সকল মণি মাণিক্য ও রত্নালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পাথেয়স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গে লইলাম। আমি ভবদীয় আজ্ঞাবহেলন করিয়া মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলাম; অতএব প্রার্থনা করি, করুণাবলোকন পূর্ব্বক আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। মহারাজ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব মানসেই তদীয় চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলাম। পরন্তু মনো মধ্যে এই বড় খেদ রহিয়া গেল যে সুহৃদ্বর যুবরাজ মহোদয় আমাকে যেরূপ আন্তরিক স্নেহ করেন, আমি তাঁহার প্রতি তদুপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলাম না। পরিশেষে সকলের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনারা সকলেই অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই অভাজন কিঙ্করের অবিনীত ব্যবহার ও অপরাধ মার্জনা করেন, কিমধিকেনেতি।”

রাজা পত্র শ্রবণ করিয়া এক কালে সংশয়াপন্ন ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, ধনপতে! আমি ইহার নিগূঢ়তাৎপর্য্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এক বার মনে হইতেছে, কপিঞ্জলের উক্ত বৃত্তান্ত সকল বিজয়বল্লভের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবেক, নচেৎ এ রূপে অকস্মাৎ বিবেকী হইয়া পিতৃউদ্দেশে বহির্গমন করিবার কারণ কি। পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতেছি, কপিঞ্জল নিশাভাগে নির্জ্জনে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছে,

তাহা বিজয়বল্লভের শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনাই বা কি। যাহা হউক এক্ষণে এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ বিচার করিবার আর আবশ্যকতা নাই। যে কারণে হউক, বিজয়বল্লভ কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া মানিতে হইবেক। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে। কপিঞ্জল আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এ সকল কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। এক্ষণে তোমাকেও বলিতেছি, কপিঞ্জলসংক্রান্ত কোনও কথাই তুমি অন্যত্র ব্যক্ত করিও না। ধনপতি তদীয় নিদেশ প্রতিপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় সংশয়পূর্ণচিত্তে ও দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ-ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনার পর ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। এই কালের মধ্যে মগধাধিপতির রাজভবনে প্রাক্‌কালিক সুখা-বস্থার যে যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা কর্ত্তব্য। অন্তঃপুরে রাজকন্যা চম্পকলতা, দয়িতজনবিরহজনিত দুর্নিবার মনস্তাপে নিরন্তর সন্তপ্তা হইয়া, কৃষ্ণ পক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণকলেবরা হইতে লাগিলেন। সখীগণ অনুক্ষণ সঙ্গে থাকিয়া নানা-প্রকার প্রিয় কথা ও সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিত। তিনিও সখীগণ ভিন্ন অন্যের নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। এই রূপে অবিরত কেবল আক্ষেপে তাঁহার কালক্ষেপ হইতে লাগিল। এখানে যুবরাজ শান্ত-শীল বিরহবিধুরা চম্পকলতার মনোদুঃখের কারণ কিছু মাত্র জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু বিজয়বল্লভের গমনাবধি সেই

প্রিয়সুহৃদের বিচ্ছেদে মনের খেদে নিরন্তর কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কি শয়নে, কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, অবিরত তদীয় উদার রমণীয় সৌহার্দ্দ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি যাবতীয় বৈষয়িক সুখে ঔদাস্য, আমোদ প্রমোদে নিস্পৃহা এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি ও নিরুৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা বীরসিংহ যদিও কপিঞ্জলের বাক্যে সংপূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, তদীয় উপদেশ অনুসারে প্রথমতঃ কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে সন্দিহান হইয়া সর্ব্বদাই তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কপিঞ্জল পূর্ব্বে যেরূপ ক্রিয়ানিষ্ঠতা ও তপঃপ্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, কার্য্যের দ্বারা এক্ষণে তাহার অণুমাত্র পরিচয় লক্ষিত হইতেছে না। তিনি চম্পকলতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন মানসে কপিঞ্জলকে দৈবপ্রশমনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; পরন্তু মঙ্গল সাধন হওয়া দূরে থাকুক, বিরহবিধুরা চম্পকলতা তপনতাপিতা স্বর্ণলতার ন্যায় দিন দিন ম্লানতরা ও শীর্ণকলেবরা হইতে লাগিলেন। প্রিয় দুহিতার ঈদৃশী দশা দর্শনে ও শান্তশীলের তাদৃশ ঔদাস্যভাবাবলোকনে রাজা সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং অহোরাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সোমদত্ত, স্বীয় অভিলষিত সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া, সাহঙ্কার দৃষ্টিপাতের সহিত সকলকে অবলোকন করিতে লাগিল। অমাত্য, বান্ধব, রাজপরিচারক ও পুরবাসিগণ প্রভৃতি সকলেই উহার তাদৃশ গর্ব্ব ও অবিনীত ভাব সন্দর্শনে

একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সহৃদয় শান্তস্বভাব ব্যক্তিগণ অপমানভয়ে ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনার সূচনা হওয়াতে, রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা, রাজ্যের অমঙ্গল ও প্রজার অসন্তুষ্টি পদে পদে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যখন রাজ্য মধ্যে এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে একদা নরপতি অতি উৎকণ্ঠিত মনে অমাত্যগণ সহকারে হিতাহিত চিন্তা করিতেছেন, রাজার চরণোপান্তে শান্তশীল আসীন আছেন, কিয়দ্দূরে পারিষদ-গণ সভামণ্ডপে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছেন; এমত সময়ে প্রতীহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! অযোধ্যাধি-পতি জয়ধ্বজের নিকট হইতে এক দূত আসিয়াছে, সে রাজসভায় প্রবেশ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে, আজ্ঞা হইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনি"। রাজা শুনিয়া অমাত্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, রাজা জয়ধ্বজ চির কাল শত্রুতাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে কি অভিসন্ধি করিয়া দূত পাঠাইয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ হানি দেখা যায় না; এই বলিয়া প্রতীহারীকে কহিলেন, যাও উহাকে রাজসভায় লইয়া আইস। প্রতীহারী আজ্ঞা পাইয়া ক্ষণ কাল পরে দূতের সহিত প্রত্যাগত হইল। দূত সভা প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া বিনয়বচনে কহিল, মহারাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি জয়ধ্বজের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, আজ্ঞা হইলে সবিশেষ নিবেদন করি।

রাজা কহিলেন, অযোধ্যাপতির সন্দেশ শ্রবণে সাতিশয় কুতুহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ, বল।

দূত কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন, কিছু দিন হইল এক অশ্বারোহী যুবা পুরুষ ভ্রমণকারীর বেশে অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়াছিল। নগরপাল তাহাকে অপরিচিত ও অসিচর্ম্মধারী দেখিয়াও সামান্য পথিক বিবেচনায় তাহাকে প্রতিরোধ করে নাই। অনন্তর সে নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, এক পুরবাসীর দ্বারদেশে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমত সময়ে এক অশ্বারূঢ় সৈনিক পুরুষ উহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিল। বোধ করি, সেই সময়ে পরস্পর বাগ্বিতণ্ডা হওয়াতে, সেই পথিক আপন যৌবনসামর্থ্যমদে পরিণামবিমূঢ় হইয়া সপদি তদীয় অশ্বপ্রগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক আরোহীকে ভূতলে নিপাতিত করে। অনতিবিলম্বে এই রাজবিদ্রোহব্যাপার রাজা জয়ধ্বজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণ করিবা মাত্র, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া আজ্ঞা করিলেন, "কাহার মৃত্যু উপস্থিত যে অযোধ্যানগরীর রাজসৈনিকের এবম্প্রকার অপমান করে; এই মুহূর্ত্তেই সেই পাপিষ্ঠের শিরশ্ছেদ করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর"।

শান্তশীল এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অপরাধে কি যথার্থই তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে"। দূত কহিল, না মহাশয়, প্রাণদণ্ড হয় নাই; ক্ষণ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ

শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, যখন অযোধ্যাপতি এই রূপ রোষপরবশ হইয়া সেই নিদারুণ আদেশ প্রদান করিলেন, তখন কাহার সাধ্য যে তাঁহার সম্মুখে আর তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিতে পারে! কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাজমন্ত্রী নানা প্রকার কৌশল দ্বারা তাঁহার ক্রোধশান্তি করাতে, পরিশেষে তিনি এই আজ্ঞা করিলেন, হে মন্ত্রিবর! তোমার অনুরোধে আমি উহাকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিলাম। কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই সেই দাম্ভিকের কেবল এক মাত্র পরিধান বস্ত্র ভিন্ন অসি, চর্ম্ম ও পাথেয় সম্বল প্রভৃতি সমুদায় হরণ করিয়া আন, এবং উহার অশ্বকে আমার মন্দুরায় রাখিয়া উহাকে কারারুদ্ধ কর। মন্ত্রী মহাশয় রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

এই রূপে সেই বিদ্রোহী পুরুষ ক্রমাগত ছয় মাস অযোধ্যায় কারারুদ্ধ আছে। একাল পর্য্যন্ত অযোধ্যাবাসী কেহই উহার নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদি কিছুই অবগত ছিল না। অনন্তর এক রত্নবণিক, দৈবাৎ এক দিন উহাকে অবলোকন করিয়া ও চিনিতে পারিয়া, নৃপতিসন্নিধানে আবেদন করে যে সে ব্যক্তি মগধরাজধানীর এক জন প্রধান পারিষদ, বিবিধ বিদ্যা ও গুণরত্নে মণ্ডিত, মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র, এবং যুবরাজের পরম বন্ধু। বোধ করি, তাহার নাম উচ্চারণ করিলেই সংশয় দূর হইবে, তাহার নাম বিজয়বল্লভ।

এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র, রাজা বীরসিংহ দূতমুখে অনিমেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও চকিত প্রায় হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল;

এবং যুবরাজ শান্তশীল রোষাবেশবশে ও মনোদুঃখে দূতের প্রতি ভৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইবা মাত্র, দূত পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, মহারাজ! যে যে ঘটনা হইয়াছে, আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলাম, অতঃপর অযোধ্যাপতির প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

এই বলিয়া সে কহিতে লাগিল, মহারাজ! রত্নবণিকের মুখে নরপতি সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, প্রধান মন্ত্রীকে কহিলেন, "শুনিতে পাই, রাজা বীরসিংহ স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যের সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার রাজধানীর এক জন প্রধান পারিষদকে আমি ক্রমাগত ছয় মাস কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তথাপি তিনি এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ মাত্র করিলেন না। অধীন ব্যক্তির অপমান হইলে প্রধানের প্রতি বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু মগধাধিপতি তাহা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, আমাকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবেক। অতএব তুমি মগধাধিপের নিকট দূত দ্বারা অবিলম্বে এই সম্বাদ প্রেরণ কর, যে তিনি বিজয়বল্লভের কারামুক্তির বিনিময়ে আমাকে বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করুন; অথবা যদি ক্ষত্রিয়ধার্ম্মানুসারে স্বীয় শক্তি ও সৈন্যবল প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং তাহাকে কারামুক্ত করিয়া লইতে পারেন, তবে এক বার তাহারও চেষ্টা দেখুন। হে মগধেশ্বর! রাজা জয়ধ্বজের এই সন্দেশবাক্য নিবেদন করিলাম। এতন্মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়বিধ প্রস্তাব উপস্থিত। এক্ষণে যে পথ অবলম্বন করা মহারাজের অভিমত হয়, তাহা আজ্ঞা করুন।

রাজা বীরসিংহ দূতমুখে এই সকল সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণে, আপনাকে নিতান্ত অবধীরিত জ্ঞান করিয়া, ক্রোধানলে এক বারে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, জয়ধ্বজের কি এত আস্পর্দ্ধা ও এত দল বল বৃদ্ধি হইয়াছে যে মৎসমীপে নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। বিজয়বল্লভ পূর্ব্বে এই রাজধানীর এক জন প্রধান পারিষদ ছিল, যথার্থ বটে। কিন্তু বহু দিন হইল, সে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন সে ব্যক্তির নিমিত্ত এই রাজধানীর নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং জয়ধ্বজ যখন রাজ্যাভিমানে অন্ধ হইয়া, দম্ভ করিয়া আমার সহিত প্রতিযোগিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন অচিরকালের মধ্যেই উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে হতদর্প করা কর্ত্তব্য। অতএব তোমাদের রাজাকে এই কথা বলিবে যে মগধ-রাজবংশের ভূপতিরা অর্থ দ্বারা কখনও কাহারও সহিত সন্ধি করে না। আর ইহাও কহিবে যে অনতিবিলম্বে তাঁহার রাজ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবেক। এক্ষণে তিনি স্বীয় দল বল সংগ্রহ করিয়া রাজ্যরক্ষার্থে তৎপর হউন।

দূত কহিল, মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তদ্বিষয়ে আমার দ্বিরুক্তি করা উচিত নহে, অতএব মহারাজের আদেশানুসারে অযোধ্যাপতির সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব, এক্ষণে বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়; এই বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

দূত সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলে, শান্তশীল দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! সুহৃদ্বর

বিজয়বল্লভের সহিত আমার যেরূপ সদ্ভাব, তাহা অমাত্যগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত আছেন। বিজয়বল্লভের পরমপ্রীতিপ্রদসহবাসবিহীন হইয়া, আমি অহরহঃ মনোদুঃখে কালক্ষেপণ করিতেছি। সেই প্রিয় বান্ধব এক্ষণে ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, নিরপেক্ষ হইয়া থাকিলে, অবশ্যই আমাকে অপরাধী হইতে হইবেক। অতএব আজ্ঞা করুন, আমি রণসজ্জায় গমন করিয়া, অনতিবিলম্বে সেই অহঙ্কারী জয়ধ্বজের সমুচিত দণ্ড বিধান পূর্ব্বক বিজয়বল্লভকে কারামুক্ত করিয়া আনি।

রাজা কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ইহা উচিত কর্ম্মই বটে। কিন্তু বিজয়বল্লভের কারামুক্তির বিষয়ে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই, কেন না সে স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। পরন্তু জয়ধ্বজ দূত দ্বারা আমাকে যে সমস্ত অপমানজনক কথা কহিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দর্প চূর্ণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই কারণেই তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। সে যাহা হউক, একে তুমি অতি তরুণবয়স্ক, তাহাতে আবার যুদ্ধ বিদ্যার কৌশলাদি কিছু মাত্র অবগত নহ; অতএব কি প্রকারে তোমাকে নিরুদ্বেগ চিত্তে সমরে প্রেরণ করিতে পারি।

ইহা শুনিয়া অমাত্যগণ প্রভৃতি সকলেই কহিলেন, মহারাজ! সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। সেনাপতি জয়সেন যুদ্ধবিদ্যায় অতি বিচক্ষণ, এবং সৈন্য সামন্ত সকলেই সুশিক্ষিত; বিশেষতঃ, বিজয়বল্লভ স্বল্প কালের মধ্যে আপামর সাধারণের যেরূপ প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন এবং

তাঁহার গমনে সকলে যেরূপ দুঃখিত হইয়া
তাহাতে তাঁহার ঈদৃশ অপমানের কথা শ্রবণ মাত্র, এ
সকলেই অস্ত্রধারী হইয়া সমরে অগ্রসর হইবেক,
নাই। যদি এই সকল অসংখ্য সৈন্যদল সহায়
যুবরাজ মহোদয় অযোধ্যা আক্রমণ করেন, তাহা
অনায়াসেই শত্রুনিপাত করিয়া বিজয়লাভ করিতে পা

রাজা এই সকল কথা শুনিয়া, অগত্যা শাত
প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজনাদি করিতে
মতি করিলেন।

রাজাজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবা মাত্র, অচির
মধ্যেই অসংখ্য সেনা ও সেনাঙ্গের কোলাহলে ম
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্বিসহস্র মদমত্ত হস্তী ও
সহস্র তুরঙ্গম রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইল, এবং
সহস্র রণকুশল যোদ্ধা অসি চর্ম্ম প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক
প্রস্তুত হইল। রথ, গজ, বাজী ও সৈন্যনিচয়ের
খিত রজোরাশি গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া ঘ
ন্যায় দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত করিল; চতুর্দ্দিক
গম্ভীর ভয়াবহ দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলের
ও রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; চমূসমূহের উদ্যত
মেঘক্রোড়স্থিত সৌদামিনীমালার ন্যায় শূন্যমার্গে
পাইতে লাগিল; শ্বেত লোহিত বৈজয়ন্তীসমূহ আক
উড্ডীয়মান হইল; এই রূপে সৈন্যগণ রণসজ্জায় সু
ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রবাহিত তরঙ্গের ন্যায় নগর
নির্গত হইল।

অহো! বসুন্ধরার কি মোহিনী শক্তি! ইহাে

ভোগ করিবার মানসে নরপতিগণ সময়ে সময়ে যে কত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা ক্ষণ কাল চিন্তা করিলে হৃদয়ের শোণিত এক বারে শুষ্ক হইয়া যায়! দেখ, পুরাকালীন নৃপতিগণের পরস্পর বিগ্রহ ঘটনা সকল ইহার কি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে। কত শত প্রাণী রণমদে মত্ত হইয়া অকালে করাল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বকালে পরিরক্ষণীয়, এমন কত শত বালক, বনিতা ও রোগাতুর ব্যক্তিও এই দুরন্ত সমরাপায় হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। যুগে যুগে নিরতিশয় যত্নে ও পরিশ্রমে শিল্পকারিগণ যে সকল অপূর্ব্ব ও পরম রমণীয় হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়াছিল, কালে কালে তাহাও সমুৎপাটিত হইয়াছে। কত কত সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ ও কত শত প্রাচীন রাজবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সমৃদ্ধিশালী দেশ সকল জনশূন্য ও শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র সকল মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। রোগে, শোকে, দুর্ভিক্ষে ও হাহাকার শব্দে অবনীমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে; এবং আনন্দময়ী বসুধা নিরানন্দসাগরে নিমগ্না হইয়াছে। যুদ্ধঘটনার এই সকল প্রত্যক্ষ অনিষ্টফলোদয় দর্শনেও কদাপি দুরাশয় মূঢ়মতি নরসমূহের সমরে বিরাগ বা বিরতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে, শান্তশীলের পক্ষেও সেই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি বর্ষার প্রারম্ভে রণসজ্জায় বহির্গত হন, সুতরাং তাঁহার সৈন্য সামন্তগণকে অনবরত জলধারায় আর্দ্রবস্ত্র হইয়া সমস্ত পথ গমন করিতে হইয়াছিল। তিনি কখনও আর্দ্র

স্থানে, কখনও অরণ্যে, কখনও বা পর্ব্বত শিখরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুর্গম বর্ষাগমে সৈন্যসমূহের খাদ্য দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। নদী সকল বেগবতী ও পরিপূর্ণা হওয়াতে রথ বাজী ও মাতঙ্গের পারাপারের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে পথি মধ্যে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। অধিকন্তু, বহুজনতা প্রযুক্ত অচির কালেই সৈন্য মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল; এবং দিন দিন বহুতর সেনা রোগগ্রস্ত হইয়া শমনভবন গমন করিতে লাগিল। যুবরাজ, এই রূপে দৈবদুর্বিপাকে পতিত হইয়া, স্বল্প-পরিমাণ সৈন্য সমভিব্যাহারে দুই মাস পরে অযোধ্যার সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইলেন।

এখানে রাজা জয়ধ্বজ, ইতিপূর্ব্বে দূতমুখে বীরসিংহের যুদ্ধসংকল্পবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অযোধ্যার প্রান্ত ভাগে ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক, অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও অমাত্য বান্ধব সমভিব্যাহারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, প্রতিক্ষণে যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শান্তশীল স্বীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক, নগরের দুই ক্রোশ অন্তরে বনরাজীবেষ্টিত এক উপত্যকাপ্রদেশে শিবির স্থাপন করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাসমূহের কোলাহলে দশ দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হইল। কিন্তু শান্তশীলের পথশ্রান্ত ও রোগাক্রান্ত সৈন্যদলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনেকেই সমরশায়ী হইল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল,

তাহারাও পরিশেষে প্রাণভয়ে ভঙ্গ দিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। ও দিকে অযোধ্যাপতির সেনাগণ লব্ধাবকাশ ও সাহসী হইয়া শত্রুপক্ষীয় পলায়নপরায়ণ পদাতিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; এবং কুলিশকঠোর শব্দে সিংহনাদ পূর্ব্বক উহাদিগকে দূরে অপসারিত করিল। শান্তশীল কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরগণে পরিবেষ্টিত ও উপত্যকার বনরাজী মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, পরাজিত ও ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ করিবার নিমিত্ত, বহুবিধ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এই রূপে যুবরাজ ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়া, সেনাপতি জয়সেন প্রভৃতি কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরগণকে একত্র করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "পিতা মহাশয়ের কোনও ক্রমেই ইচ্ছা ছিল না যে আমি রণসজ্জায় অযোধ্যায় আগমন করি, পরে আমি তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া, রাজ্যের সমস্ত সৈন্যগণকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলাম। পরন্তু, দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া পরিশেষে কাপুরুষের ন্যায় আমাকে পলায়ন করিতে হইল। পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতির মধ্যে কেবল দ্বিসহস্র মাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট দেখিতেছি; এবং তাহারাও হতবিক্রম ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া রহিয়াছে। রণজয়ী হইয়া পিতার চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিব, এবং সুহৃদ্ধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়া প্রিয়বান্ধব বিজয়বল্লভকে কারামুক্ত করিব বলিয়া মনে মনে কতই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু হত বিধাতা

সেই আশালতা সমূলে উন্মূলিত করিলেন। এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি রূপে জনসমাজে মুখ দেখাইব, সেই লজ্জাই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চিরবিখ্যাত মগধরাজবংশ কেবল আমা হইতেই এত দিনে কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইল। মাদৃশ কুলাঙ্গারের আর জীবনধারণের ফল কি। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া সমরবিমুখ হইলে, ইহ লোকে অযশোভাজন ও পরলোকে নিরয়-গামী হইতে হয়। অতএব এক্ষণে রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করাই সর্ব্ব প্রকারে বিধেয়। হে পুরুষপুঙ্গব! হে বীরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিয়া সমরে অগ্রসর হও; এবং প্রতিজ্ঞা কর যে আমরা সকলেই যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

যুবরাজের এই সকল খেদোক্তি ও মহতী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, সকলেই প্রোৎসাহিত হইয়া কহিল, যুবরাজ! সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা মৃত্যু আমা-দিগের পক্ষে সহস্র গুণে প্রার্থনীয়। অতএব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যুদ্ধ করিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিব, কেহই রণক্ষেত্রে বিমুখ হইব না।

এই রূপে যখন কতিপয় যোদ্ধা, উপত্যকাপ্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক, সমরভূমিতে স্ব স্ব মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া, পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক পরমাদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ ঘটনার সবিশেষ বিবরণ পর পরিচ্ছেদে সমাবেশিত হইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অযোধ্যাপতি জয়ধ্বজের আজ্ঞানুসারে বিজয়বল্লভ যে রূপে কারারুদ্ধ হয়েন, তদ্বৃত্তান্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রথমতঃ কিছু দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিষণ্ন-মনা হইয়া কারাগৃহে কাল যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে শোক ও দুঃখের বশীভূত হইলে, কেবল যাতনা ভিন্ন সুখলাভ বা ইষ্টসাধন কিছুই হয় না, তখন অন্তঃকরণকে সমাশ্বাসিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। কারারক্ষকেরা যে সমস্ত বিস্বাদ আহার সামগ্রী আনয়ন করিত, তাহাই তিনি তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিতেন। অপরিষ্কৃত ও কঠিন শয্যাকেও সুখ-স্পর্শময়ী জ্ঞান করিয়া তাহাতেই শয়ন করিতেন। এবং কারাগারের দুর্নিবার কষ্ট সমূহে অক্ষুব্ধান্তঃকরণ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইল।

এক দিন কারারক্ষক বিজয়বল্লভের নিকটে আসিয়া কথায় কথায় কহিল, মহাশয়! বুঝি আপনাকে আর অধিক দিন এখানে থাকিতে হইবেক না। অদ্য লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, মহারাজ আপনকার প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বিজয়বল্লভ এই কথা শুনিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া, চকিত নয়নে রক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে অপরাধ

করিয়াছিলাম তজ্জন্য মহারাজ আমাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন অপরাধে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার হইল, তাহা বিশেষ করিয়া বল।

রক্ষক কহিল, মহাশয়! শ্রবণ করুন। মহারাজ আপনাকে কারারুদ্ধ করিলে, কিয়দ্দিন পরে এক রত্নবণিক কোনও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এই স্থানে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিবা মাত্র সে আপনাকে চিনিতে পারিয়া, মহারাজের সমীপে এইরূপ আবেদন করে, যে আপনি মগধরাজের এক জন প্রধান পারিষদ। রাজা এই কথা শুনিয়া, আপনার কারামুক্তির বিষয়ে নিয়ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মগধরাজ্যে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মগধরাজ সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অসম্মত হইয়া, দূতকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া, অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সহকারে রণসজ্জায় স্বীয় পুত্র যুবরাজ শান্তশীলকে এই রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। পরে অযোধ্যার প্রান্তভাগে উভয়পক্ষীয় সেনা একত্রিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পরিশেষে, অযোধ্যাপতির দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে শত্রুপক্ষীয় সেনাদল সমরে পরাজিত হইয়া, পলায়ন পূর্ব্বক এক্ষণে গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছে। এই যুদ্ধে রাজ্যের অনেক সৈন্য নিহত হওয়াতে, মহারাজ সাতিশয় কুপিত ও প্রতিহিংসাপরতন্ত্র হইয়া, এক্ষণে আপনকার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়াছেন।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শুনিয়া, অতিমাত্র ভীতচিত্ত ও বিষণ্নমনা হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! মানবদেহ ধারণ করিয়া, পরিশেষে কি আমাকে

পাতকীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল! প্রিয় সুহৃদ শান্তশীল কেবল আমার জন্যই যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে বিধাতা প্রতিকূল হইয়া আমার আশালতা সমূলে উন্মূলিত করিলেন। আমি যে তাঁহার কোনও সহায়তা করিতে পারিলাম না, ইহাও আমার পক্ষে সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। যাহা হউক, জগদীশ্বর আমার জন্য যে এত দুঃখ ও এত অপমান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আর দুঃখ সহ্য হয় না, এক্ষণে প্রাণবিয়োগ হইলেই এক কালে সকল দুঃখের অবসান হয়। ফলতঃ, অপরাধীর ন্যায় প্রাণত্যাগ অপেক্ষা সমরভূমিতে প্রাণত্যাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কল্প; কিন্তু দেখিতেছি সে ঘটনা হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন। এই রূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, কারাগার হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে, রক্ষককে সম্বোধন পূর্ব্বক কাতর বচনে বলিলেন, হে দ্বারপাল! তুমি দেখিতেছ, মহারাজ বিনা অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন; অতএব যদি এ অবস্থায় দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে জগদীশ্বর তোমাকে অসীম পুণ্যফলভাগী করিবেন।

দ্বারী কহিল, মহাশয়! পাপ পুণ্যের ফল ভোগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। মাদৃশ জনের পক্ষে ধনলাভই পরম পুরুষার্থ; অতএব অর্থ ব্যয় করিলে ইহার সদুপায় বলিয়া দিতে পারি।

তখন বিজয়বল্লভ দ্বারপালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে দ্বারপাল! আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদিগের

মহারাজ হরণ করিয়া লইয়াছেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহাই গ্রহণ কর; পরে যদি জগদীশ্বর আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে প্রকৃত রূপে তোমার পুরস্কার করিব; এই বলিয়া কটিবস্ত্র হইতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন, রাজার আজ্ঞাবহ পদাতিকেরা যখন আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে কারারুদ্ধ করে; সেই সময়ে এই পঞ্চ মুদ্রা আমার কটি-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, তাহারা ইহার সন্ধান পায় নাই। সুতরাং তাহা এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট রহিয়াছে। হে দ্বারপাল! এক্ষণে দয়া করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর।

দ্বারী স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে লুব্ধমানস হইয়া কহিল, মহাশয়! যদিও এই সামান্য দান গ্রহণ করিয়া এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে বটে; কিন্তু আপনি ভদ্র সন্তান। আপনকার মঙ্গল হইলে উত্তর কালে আমারও অনেক উপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। অতএব ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা দান করিতেছেন, তাহাই এক্ষণে গ্রহণ করিলাম। এই বলিয়া বিজয়বল্লভের হস্ত হইতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক, বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিতে করিতে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, মহাশয়! এখান হইতে পলায়ন করিবার এক মাত্র উপায় আছে। এই কারাগারের পশ্চাৎ ভাগে একটি গুপ্ত দ্বার আছে, তাহার পরিসর অতি ক্ষুদ্র; একটি মানুষের শরীর মাত্র তদ্দ্বারা কষ্টে নিঃসৃত হইতে পারে; ইহার বহির্ভাগ অর্গলাবদ্ধ আছে। কিন্তু অদ্য প্রাতে ঐ দিকে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, ঐ অর্গলা অতিশয় জীর্ণ

হইয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। বল পূর্ব্বক একটি পদাঘাত করিলেই, ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত হইবেক, সন্দেহ নাই। অদ্য রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত হইবেক, সেই সময়ে আপনি, এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, দ্বার ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিবেন। ঐ দ্বার যে স্থানে আছে, বোধ করি আপনি তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না; অতএব আসুন আপনাকে উহা দেখাইয়া দি। এই বলিয়া দ্বারী কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, বিজয়বল্লভও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ক্রমে দিবাবসান হইল। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। সরোবরে অরবিন্দসকল নিমীলিত হইল। পশু পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় ও কন্দরে প্রস্থান করিয়া বিশ্রাম করিল। কোক পক্ষী শোকসন্তপ্ত হইয়া বিষণ্ণ মনে একাকী বিটপনিষণ্ণ হইল। যামিনীর অন্ধকার ক্রমে ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দেখিতে দেখিতে প্রথম ও দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়া গেল। একে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর নিশা, তাহাতে আবার সেই সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডলে ঘনঘটার গভীর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে স্থূল ধারায় বর্ষণ হইতে আরব্ধ হইল। ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক আচ্ছন্ন করিল। বিয়ৎপথে তড়িল্লতা স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া যখন দিক সকলকে আলোকিত করিতেছে, কেবল সেই সময়েই বহির্ভাগস্থ তরু ও অট্টালিকার অবয়ব মাত্র নয়নগোচর হইতেছে। বৃক্ষোপরি আর পক্ষিগণের কল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না।

কেবল অনবরত পবনসঞ্চালিত তরুপল্লবের শব্দ হইতেছে, আর অবিশ্রান্ত ধারাসারের শব্দ সহকারে, ধারাধরের গভীর গর্জ্জন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, সকলের হৃদয়কে কম্পিত করিতেছে। সমস্ত পুরবাসিগণের বর্হির্দ্বার ও গবাক্ষাদি অবরুদ্ধ, এবং প্রাণিমাত্র বহির্গত হইতে দৃষ্ট হয় না। এই দারুণ ঘোরতর তিমিরাবৃত রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহরের সময় বিজয়বল্লভ কারাগারের প্রচ্ছন্ন দ্বার ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইলেন।

বহির্দ্দেশে সাতিশয় অন্ধকার প্রযুক্ত, তিনি ক্ষণ কাল কিছুই নয়নগোচর করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিদ্যুৎপ্রভায় অনতিদূরে এক রাজপথের চিহ্ন অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন তিমিরাবৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কিছু মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, পুরঃস্থিত তরু, বল্লী ও নিম্নোন্নত ভূভাগ সকল হস্ত পাদ পরামর্শ দ্বারা নিরূপণ করত গমন করিতে লাগিলেন; এবং পরিশেষে বহু কষ্টে রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে গগনমণ্ডলে অনবরত ঘন গর্জ্জন এবং চতুঃপার্শ্বে প্রচণ্ডবাতাহততরুবিটপনিপাতের ভীষণ শব্দ মুহুর্মুহুঃ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার গমনের প্রতিবন্ধ হইল না। তিনি ঘন বর্ষণের অবিরল স্থূল ধারা উপেক্ষা করিয়া, মুহুর্মুহুঃ স্ফুরিত বিদ্যুৎপ্রভায় পথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, পরিশেষে

অদূরে সরযূর কল্লোল ধ্বনি শ্রুতিগোচর করিলেন। তিনি এই শব্দ শুনিবা মাত্র, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই বার জগদীশ্বর বুঝি অনুকূল হইয়া সরযূকূলে আমাকে উপস্থিত করিলেন। সরযূ পার হইলে আমি অনায়াসে সুহৃদ্বর শান্তশীলের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে, সরযূর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা স্ত্রী তটোপরি তরুমূলে বসিয়া রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, এবং কি নিমিত্ত এই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে ঝঞ্ঝানিল উপেক্ষা করিয়া, নদীকূলে বসিয়া একাকিনী রোদন করিতেছ বল"।

বৃদ্ধা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর বচনে কহিল, মহাশয়! আমার বড় বিপদ উপস্থিত। আমার একটি উপযুক্ত সন্তান জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া, ব্যাকুল হইয়া, বৈকালে রাজবাটীর বৈদ্যের নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছিলাম। তিনি ঔষধ দিয়া কহিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে সেবন করাইতে না পারিলে, তোমার সন্তান রক্ষা পাইবে না। আমি এই কথা শুনিয়া ঔষধ লইয়া সত্বর বাটী যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা ঘোরতর মেঘোদয় হইয়া, ঝটিকা সহকারে মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কি করি, জলে ভিজিয়া আগমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর নদীকূলে আসিয়া দেখিলাম, নাবিক ঘাটে নৌকা বান্ধিয়া বাটী গমন করিয়াছে। এক্ষণে এই রজনী-

যোগে কে আমাকে নদী পার করিয়া দিবে, এবং কি রূপেই বা আমি তাহাকে অদ্য রজনীতে এই ঔষধ সেবন করাইব। মহাশয়! যদ্যপি আপনি দয়া করিয়া আমাকে পার করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার সন্তানটি রক্ষা পায়।

বিজয়বল্লভ এই সকল কথা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ভাবনা কি, আমি তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই পার করিয়া দিতেছি, আর রোদন করিও না। এই বলিয়া, উহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন।

একে ভাদ্র মাসের পূর্ণ বর্ষায় নদীর উভয় কূল প্লাবিত হইয়া খরতর স্রোতঃ বহিতেছে, তাহাতে আবার প্রচণ্ড বাতোত্থিত তরঙ্গমালায় তটিনী আন্দোলিত হইয়া অনবরত কল্লোল ধ্বনি করিতেছে। বিজয়বল্লভ নাবিকবিদ্যার কৌশলাদি কিছুই জানিতেন না; তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিবা মাত্র, ঝটিকাবেগে নৌকা জলনিমগ্ন হইল এবং বৃদ্ধা, "হা বিধাতঃ!" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তরঙ্গ মধ্যে বিলীন হইল। কিন্তু সেই সময়ে বিদ্যুৎপ্রকাশ দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকময় হওয়াতে, বিজয়বল্লভ সেই ঘটনা দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ জলাবর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কালে উভয়েরই মানবলীলা শেষ হইবার সম্পূর্ণ লক্ষণ ঘটিয়া উঠিল। কিন্তু বিজয়বল্লভ কি অদ্ভুতবলবিক্রমশালী! অনতিবিলম্বে তিনি অসাধারণ বাহুবল সহকারে, বৃদ্ধাকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, তরঙ্গোপরি উত্তোলিত করিলেন, এবং সরযূর খরতর স্রোতঃ ও উত্তাল তরঙ্গমালা বাম

হস্ত দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক, তটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে, জলধরের গভীর গর্জ্জন সহকারে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ ও বিদ্যুৎপ্রকাশ হইতেছে। তিনি সেই অচিরপ্রভা সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে তটের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বৃদ্ধাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তটোপরি উত্থিত হইলেন।

কূলে দণ্ডায়মান হইয়া বৃদ্ধাকে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না; উহার হস্ত পাদ প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সকল অঙ্গই স্পন্দহীন বোধ হইল। তখন তিনি মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই ঘোর অন্ধকার রজনী; নিকটে কাহারও বাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে না; আর এ জীবিত আছে কি মরিয়াছে তাহাও অন্ধকারে নিশ্চয় জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ইহাকে কোথায় রাখি, এবং কোথাই বা লইয়া যাই। এই রূপে যখন নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে অনতিদূরে এক দীপালোক তাঁহার নয়নগোচর হইল। তদবলোকনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বোধ করি, নিকটে লোকের বাসস্থান থাকিতে পারে। এই রূপে অন্তঃকরণকে আশ্বাসিত করিয়া, পুনর্ব্বার বৃদ্ধাকে ক্রোড়ে লইয়া, দীপালোক লক্ষ্য করিয়া, দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি ক্রমে যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই লোকের বাসস্থান স্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেখিলেন সকলেরই বহির্দ্বার রুদ্ধ আছে। অতএব অন্য স্থানে আর বিলম্ব না করিয়া, কেবল সম্মুখবর্ত্তী দীপের

অভিমুখে ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পর্ণশালার বহির্দ্বারে একটি অল্পবয়স্কা কন্যা দীপ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিজয়বল্লভ তাহার সম্মুখীন হইয়া সাতিশয় ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "হে কন্যে! ঐ দীপ লইয়া ত্বরায় এক বার নিকটে আইস। এক প্রাচীনা স্ত্রী সরযূতে নিমগ্না হইয়াছিল, বহু কষ্টে উহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু জীবিতা আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই"। কন্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুতগমনে নিকটে আসিয়া বিজয়বল্লভের হস্তে দীপ প্রদান করিল। কিন্তু সেই সময়ে ঐ আলোক দ্বারা সেই চৈতন্যহীনা মানবীর তাদৃশী অবস্থা ও অবয়ব নয়নগোচর হওয়াতে, কন্যা তৎক্ষণাৎ, হা মাতঃ! বলিয়া, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল।

বিজয়বল্লভ কন্যার মুখে মাতৃসম্বোধন শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দেখিতেছি এ ত ইহারি কন্যা, আর এই পর্ণশালাও ইহারি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তখন আর কোনও বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, প্রথমতঃ দীপ দ্বারা সেই মৃতকল্পা স্ত্রীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর নাসিকাপ্রদেশে হস্ত প্রদান করিয়া অনেক ক্ষণ পরে বোধ করিলেন, অল্প অল্প নিশ্বাসবায়ুর সঞ্চার হইতেছে। পরে যখন ক্রমশঃ সেই নিশ্বাস প্রবল ও ললাটপ্রদেশ কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ হইল, তখন মনো মধ্যে অনির্ব্বচনীয়

সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, কন্যাকে নানাপ্রকার আশ্বাসবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কন্যা বিজয়বল্লভের মুখে উপস্থিত ঘটনার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার সহোদর যথার্থই অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এক্ষণে তাঁহার পীড়ার অনেক উপশম বোধ হইতেছে। জননী তাঁহার বিকারের লক্ষণ দেখিয়া, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, ঔষধ আনিবার জন্য বৈকালে রাজবাটী গমন করেন। কহিয়া যান, সন্ধ্যার পরেই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর অবধি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং তিনিও ফিরিয়া আসিলেন না। ইহা দেখিয়া আমি সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম। পরে বর্ষণের কিঞ্চিৎ বিরাম হইলে, দীপ লইয়া বহির্দ্বারে আসিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম এই অন্ধকার রাত্রিতে যদি তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দীপের আলোক লক্ষ্য করিয়া পথ চিনিয়া আসিতে পারিবেন। হা হত দৈব! আমি যে বিষয়ে এত আশঙ্কা করিতে ছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ এক্ষণে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। এই বলিয়া কন্যা পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে বিজয়বল্লভ অগ্নিস্বেদাদি দ্বারা সেই বৃদ্ধার নানাপ্রকার শুশ্রূষা করাতে, ক্রমে উহার চৈতন্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে কন্যা বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বিজয়বল্লভের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, তদীয় চরণোপান্তে পতিতা হইয়া করুণ বচনে কহিল, মহাশয়!

অদ্য আপনি আমাদিগের যেরূপ উপকার করিলেন, তদ্দ্বারা আমরা যাবজ্জীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। বিজয়বল্লভ কহিলেন, বৎসে! আমি যথাশক্তি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়াছি। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় আমার পরিশ্রম যে সফল হইল, ইহাই আমার লাভ বলিতে হইবে।

এই সকল কথোপকথনের পরক্ষণেই, বৃদ্ধা ঈষৎ নয়নোন্মীলন করিয়া, প্রথমতঃ বিজয়বল্লভের প্রতি ও তৎপরে কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সে উদ্বিগ্ন মনে ও সজল নয়নে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, বৎসে! আমার মাধব কেমন আছে বলিয়া আমায় প্রাণদান কর। কন্যা কহিল, মাতঃ! সে জন্য আর ভাবনা করিবেন না। এই পরোপকারী মহাপুরুষের সহায়তায় আজ আমরা সকল বিপদ হইতেই মুক্ত হইয়াছি। সোদর মহাশয় এক্ষণে ভাল আছেন।

বৃদ্ধা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিজয়বল্লভের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সজল নয়নে ও গদ্গদ বচনে কহিল, হে বীরপুরুষ! হে মহাত্মন! অদ্য তোমা হইতে আমাদের তিনি জনের জীবনরক্ষা হইল। আমি সরযূতে প্রাণত্যাগ করিলে, এই প্রাণাধিকা দুহিতাও আর জীবন ধারণ করিত না, এবং রোগাক্রান্ত বালকটিও অনতিবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইত। আমরা অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমাদের কি সাধ্য যে ভবাদৃশ ব্যক্তির কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারি। কিন্তু কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা

করিতেছি যেন তিনি তোমাকে সর্ব্বথা দীর্ঘজীবী ও সুখভোগী করেন।

বিজয়বল্লভ কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধে! তোমার এই আশীর্ব্বাদে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবে। কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে সুখভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করেন নাই। বিশেষতঃ এক বিষয়ে আমি যেরূপ দুর্ভাগ্যশালী হইয়াছি, তাহাতে যাবজ্জীবন কেবল মনস্তাপেই আমাকে কালাতিপাত করিতে হইবেক। সে যাহা হউক, তোমার বার্দ্ধক্য দেখিয়া এক এক বার ইচ্ছা হইতেছে যে আমার মনোগত দুই একটি প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। কারণ যাঁহাদিগের বয়স অধিক, তাঁহারাই অধিক দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, এবং তাঁহারাই পূর্ব্বতন ঘটনা সকলের সন্ধান বলিতে পারেন।

বৃদ্ধা কহিল, মহাশয়! আপনকার মনস্তাপের কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। অতএব যদি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে আমি আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

বিজয়বল্লভ, পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধে! আমি অতি অভাজন! মাদৃশ হতভাগ্য পুরুষ আর ত্রিজগতে নাই। শৈশবাবস্থায় সর্পদষ্ট হইয়া, সরযূস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, এক ধীবরের জালে পতিত হইয়াছিলাম। ধীবর মন্ত্রৌষধি দ্বারা আমাকে নির্বিষকলেবর ও পুনর্জীবিত করে। অনন্তর মগধদেশীয় এক রত্নবণিক স্নেহপরবশ হইয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করেন। কিন্তু আমি যাবজ্জীবন জন্মদাতার পরিচয় পাইলাম না,

এই নিমিত্ত অহোরাত্র মনস্তাপে কাল ক্ষেপ করিতেছি। বণিক মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে অযোধ্যার প্রান্তভাগে সরযূস্রোতঃ হইতে ধীবর আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল। এই নিমিত্ত পিতামাতার অন্বেষণে আমি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে অযোধ্যাবাসী কোনও ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে সর্পদষ্ট স্বীয় পুত্রকে মৃত নিশ্চয় করিয়া সরযূতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, আর সে কথা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সে ব্যক্তিকে এবং তাঁহার নাম ও পরিচয় জানিতে অভিলাষ করি।

বৃদ্ধা এই সকল কথা শুনিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইয়া, ক্ষণ কাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বিস্ফারিত নয়নে বিজয়বল্লভের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কিন্তু অদ্য আমি ইহার কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে পারিলাম না। চারি দিন পরে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিব।

বিজয়বল্লভ কহিলেন, তবে আমি এক্ষণে গমন করি। পঞ্চম দিবসের রাত্রিতে পুনরায় এখানে আসিয়া সবিশেষ শ্রবণ করিব। কিন্তু আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি; শুনিতেছি মগধদেশীয় রাজা বীরসিংহের পুত্র, এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, অযোধ্যাপতির সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় সৈন্যগণ লইয়া কোন স্থানে আছেন, বলিতে পারেন?

বৃদ্ধা কহিল, শুনিয়াছি এখান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে

পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে তিনি সসৈন্যে লুক্কায়িত হইয়া রহি-য়াছেন। কিন্তু সকলে কহিতেছে পুনরায় তিনি যুদ্ধ করিতে আগমন করিবেন।

বিজয়বল্লভ কহিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম। সুতরাং তাঁহারা জয়লাভ বা প্রাণত্যাগ ভিন্ন সংগ্রামে কদাপি বিরত হইতে পারেন না। সে যাহা হউক, রাত্রি প্রায় অবসন্না হইয়া আসিল। আমি বিশেষ প্রয়োজনানু-রোধে কোনও স্থানে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু দৈব বশতঃ পথি মধ্যে অনেক বিলম্ব ঘটিল, ইহাতে কার্য্যাতিপাত হইতে পারে। অতএব আর আমার বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিলেন, গগনমণ্ডল নির্ম্মল হওয়াতে তারাগণের উদয় হইয়াছে। কিন্তু নক্ষত্রবিশেষের দ্বারা রজনী অবসন্না দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। মনে করিলেন, যদি রাত্রি থাকিতে সুহৃদ্বর শান্তশীলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি; তাহা হইলে রাজপদাতিরা পুনরায় আমাকে অনায়াসে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেক। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে, দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পূর্ব্ব দিক অরুণ কিরণে ক্রমে ক্রমে আলো-হিত হইল; বিটপনিষণ্ণ বিহঙ্গমকুল মধুর স্বরে কলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; শীতল সুগন্ধ প্রভাতসমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল; অলিকুল গুঞ্জিত রবে কমল-বনে উড্ডীয়মান হইল; ময়ূরময়ূরীগণ আবাসবৃক্ষ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; দিক

সকল সুপ্রসন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখন এই সকল নৈসর্গিক রমণীয় শোভা ক্রমে ক্রমে জনগণের নয়নপথে উদয় হইতেছিল, সেই সময়ে যুবরাজ শান্তশীল কতিপয় যোদ্ধার সমভিব্যাহারে ব্যথিত হৃদয়ে, উপত্যকার মধ্যস্থিত শিবির হইতে নির্গত হইয়া, কটক পরীক্ষার নিমিত্ত বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখরাগের বিকৃত ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন বিষম অন্তরাবেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; নয়নযুগল জাগরণে অরুণিত হইয়াছে এবং মানসিক উৎকণ্ঠা ও দৈহিক অবসাদ প্রযুক্ত কপোলদ্বয় অতিমাত্র বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যুবরাজ এইরূপ অবস্থায় কটকাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক মধুর সম্ভাষণবাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি শ্রবণ মাত্র চকিত হইয়া গ্রীবা ভুগ্ন করিয়া দেখিলেন, যাঁহার কারামুক্তির নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, সেই প্রিয় সুহৃদ বিজয়বল্লভ দ্রুত পদে নিকটে আগমন করিতেছেন। পরস্পর সন্দর্শনে উভয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং উভয়ের নয়নযুগল হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইল। প্রথম সন্দর্শনে উভয়ের অন্তরাত্মা একান্ত পুলকপরিপূর্ণ হওয়াতে, মুহূর্ত্তকাল কাহারও মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। অনন্তর বিজয়বল্লভ কহিলেন, সখে! অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনি আমার নিমিত্ত যে এই ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, ইহাতে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি। এক্ষণে যদি আমা হইতে কথঞ্চিৎ কোনও প্রত্যুপকার হইতে পারে, অনুমতি করুন,

আমি প্রাণদান পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিব।

শান্তশীল কহিলেন, সখে! এ কথা বলা তোমার উচিত নহে। কারণ, যাহার জীবনরক্ষার নিমিত্ত এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, তাহার প্রাণদানে কি ইষ্টসাধন হইবে। পরন্তু যখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছ, তখনই আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। তথাপি আমাকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইবেক। কারণ সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

বিজয়বল্লভ কহিলেল, সখে! যদি আমিও এই যুদ্ধে আপনকার সহযোগী না হই, তাহা হইলে আমারই বা জীবনধারণের ফল কি? আমাকে খড়্গ চর্ম্ম প্রভৃতি প্রদান করিতে অনুমতি করুন। এই সকল যোদ্ধৃগণের সহিত আমিও সমরে গমন করিব।

এই রূপে উভয়ে যুদ্ধ বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মগধদেশ হইতে গমনাবধি যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, বিজয়বল্লভ রাজকুমারের সমক্ষে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

এ দিকে বিজয়বল্লভের আগমনবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে কটক মধ্যে প্রচারিত হইল। সেনাগণ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত শিবিরসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিল। যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও এই জনরব শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আগমন করিতে লাগিল। এই রূপে অনতিবিলম্বে সৈন্য মধ্যে মহান কোলাহল উত্থিত হইল।

তাঁহার আগমনে ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুদ্ধের আয়োজন ও সেনাগণের শ্রেণীবন্ধন করিতে সে দিন অতীত হইয়া গেল। পর দিন শান্তশীল বিজয়বল্লভকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। বিজয়-বল্লভ সৈন্যগণের অতিশয় প্রিয় ছিলেন, এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত দেখিয়া হর্ষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিজয়বল্লভ ক্রমে সৈন্যগণকে শ্রেণিবদ্ধ ও একত্রিত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে সমরানুরক্ত যোদ্ধৃগণ! তোমরা সকলেই অসামান্যবলবীর্য্য-সম্পন্ন! তোমাদিগের দুর্জ্জয়তা সর্ব্ব কালে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে। সংগ্রামকৌশলানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তোমাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে সমরবিজয়ী হইতে পারে। অতএব এক্ষণে তোমরা স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া সমরে অগ্রসর হও। এক বার পরাভূত হইয়াছ বলিয়া কদাপি ভগ্নোৎসাহ হইও না। এই বার সমরভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বল বিক্রমে অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারিবে।" সৈন্যগণ এই সকল উৎসাহ-বর্দ্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া উঠিল; এবং যে সকল পদাতি পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও বিজয়বল্লভের সমাগমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত হইল।

এ দিকে সৈন্যকোলাহলসংবাদ অযোধ্যাপতির কটক মধ্যে প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজা জয়ধ্বজ সাতিশয় কুপিত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমরে অগ্র-সর হইলেন। বিজয়বল্লভও অশ্বারূঢ় হইয়া, কতকগুলি

হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া, সমরভূমিতে গমন করিলেন। সেনাসমূহের কোলাহলধ্বনি গগনস্পর্শ করিল এবং উভয় পক্ষের অস্ত্রসমূহ রবিকিরণে বিস্ফুরিত হইয়া তড়িল্লতার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আগ্নেয়াস্ত্রনিঃসৃত গুলিকা সকল অন্তরীক্ষে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য যোদ্ধৃগণের মস্তকোপরি বজ্রসম পতিত হইতে লাগিল, গজ, বাজী ও রথের সংঘট্টে রণভূমি হইতে রজোরাশি গগনমার্গে উত্থিত হওয়াতে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বিহঙ্গমকুল, ভয়সঙ্কুল চিত্তে স্ব স্ব আবাসবৃক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইয়া, দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। সমীপস্থ শৈলস্থিত শ্বাপদ জন্তুসমূহ, নিজ নিজ বাসবিবর হইতে বহির্গত হইয়া, চকিত নয়নে ও ভয়াকুল মনে দূরে বনে ধাবমান হইল। এ দিকে, কেহ শল্য দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত ও হাহাকার শব্দ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া, সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করিল। কেহ বা ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ ও হতবিক্রম হইয়া ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবরে অতিকষ্টে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ স্বকীয় বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার সময়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী হইল; এবং কেহ বা বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অতিমাত্র যন্ত্রণা ও তৃষ্ণায় বিলাপ করত পরিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইল। এই রূপে হত ও আহত সেনাসমূহের রুধিরে রণভূমি আপ্লুত হইল এবং গৃধ্র, শকুনি ও শৃগালাদি জন্তুগণ ছিন্নমুণ্ড লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে দিবাবসান হইল। গগনমণ্ডলে আরক্ত সন্ধ্যাভ্র দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন রণভূমির রুধিরপ্রবা-

হের ছটা অম্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বিজয়বল্লভের হতাবশিষ্ট সেনাগণ ক্রমে ক্রমে অল্পাবশিষ্ট হইল; আর অযোধ্যাপতির সৈন্যসমূহের দল বল প্রবল হইতে লাগিল। এই সময়ে শান্তশীল বিপক্ষদলের কতিপয় পরাক্রান্ত সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বিজয়বল্লভ, শান্তশীলকে এইরূপ বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া, তাঁহার সহায়তার জন্য সেই দিকে সসৈন্যে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সমরাগ্নি পুনর্ব্বার প্রচণ্ড রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শল্য শূল খড়্গ মুষল মুদ্গার তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রের আঘাতে অগণিত গজ বাজী মনুষ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যেমন জলধর-মালার অভ্যন্তরে সৌদামিনীর চঞ্চলা গতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিজয়বল্লভ সৈন্যদলের মধ্যে স্ফুরিতপ্রভ অস্ত্রজাত সহিত তীব্র বেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া, অরিসৈন্য নাশ করিতে লাগিলেন। যাহারা উত্থতায়ুধ হইয়া আসিতে লাগিল, তাহারাই তাঁহার তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নবাহু হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। যে দিকে তিনি আক্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই দিকের অরিসৈন্যগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। তাঁহার শৌর্য্যে ও বলবিক্রমে তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল এবং ভয়বিস্ফারিত নয়নে ও বিস্ময়াকুল মনে ক্রমে ক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বিজয়বল্লভ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, পথি মধ্যে বহুসংখ্যক পলায়িত সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। যাহারা দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে নদী পার হইবার সময়ে সরযূর খরতর স্রোতে

নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এইরূপে বিজয়বল্লভ সংপূর্ণ জয়লাভ করিয়া, স্বকীয় কটকে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন এবং সৈন্যগণকে শিবিরে নিবেশিত করিয়া, সুহৃদ্বর শান্তশীলের আনন্দাশ্রু-প্রবাহে ধৌতকলেবর হইলেন। এ দিকে, কটকের জয়-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইল এবং বিজয়ডঙ্কার ঘনঘোর-গভীর শব্দ সহকারে নিশাবসান হইল।

পর দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়, যখন কটকস্থ যাবতীয় রণক্ষত ও শ্রান্ত সৈনিকেরা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়া নিশাতিপাত করিতেছে, এবং যামিনীপতি অতিমাত্র মলিনপ্রভ হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিতেছেন; তারকা-গণ যেন নায়কের অবর্ত্তমানে নিঃশঙ্ক চিত্তে স্বেচ্ছাচারী হইয়া, স্ব স্ব রমণীয় রূপ ধারণ করত, সমধিক উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশ পাইতেছে; প্রহরিগণ শিবিরের চতুর্দ্ধারের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহির্ভাগে পাদবিহরণ করি-তেছে; অদূরে ভেকমণ্ডলী পল্বলকূলে কলধ্বনি করিতেছে এবং বিদূরে এক এক বার শৃগাল কুক্কুরের কর্কশ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে; এমত সময়ে বিজয়বল্লভ শান্ত-শীলের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, একাকী শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

একে স্বভাবতঃ অকুতোভয়, তাহাতে আবার অচির-জয়লাভে উল্লসিত হইয়া, বিজয়বল্লভ আত্মরক্ষার উপায় সকল উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নির্দ্দোষী পুরবাসীর ভবনে অস্ত্র ধারণ করিয়া গমন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যদি তাহারা আমাকে

অস্ত্রধারী দেখিয়া ভয় পায়, তাহা হইলে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবেক না। এই মনে স্থির করিয়া, সামান্য পুরবাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক, নিঃশঙ্ক চিত্তে সরযূর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, জগদীশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে সে সমস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। সুহৃদ্বর শান্তশীল আমার কারামুক্তির নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি বৈরিস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, পরিশেষে তাঁহার সৈন্যদল সহায় করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি। এই সকল অসম্ভাবিত ঘটনাপরম্পরা স্মরণ হইলে, মনো মধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়। কিন্তু চিরকাঙ্ক্ষিত পিতৃ অন্বেষণ বিষয়ে আমি এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দেখা যাউক, যদি জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমার সৌভাগ্য উদয় হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই আমি পিতৃ উদ্দেশে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই পুরবাসী মাধবের মাতা অতি প্রাচীনা; অনেক দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে এবং অনেকের নিকট হইতেও প্রাচীন কথার সন্ধান লইতে পারিবেক। যদি তাহা না হইত, তবে কখনই পঞ্চম দিবসের রাত্রিতে আসিতে বলিত না। অদ্য সেই পঞ্চম দিবসের রাত্রি উপস্থিত এবং আমিও তথায় গমন করিতেছি। আর দুই এক দণ্ড মধ্যেই এ বিষয়ের পরিণাম জানিতে পারা যাইবেক।

এই রূপে বিজয়বল্লভ স্বীয় মনোগত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার গমনপথে অদূরে, এক

বটবৃক্ষমূলে কতকগুলি বীর পুরুষ সশস্ত্র উপবিষ্ট হইয়া, পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাহারা দূর হইতে তাঁহার পদশব্দ শ্রবণ করিয়াছিল। পরে তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহারা অসিচর্ম্মাদি ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া, এক বারে তাঁহার গমনপথ রুদ্ধ করিল। বিজয়বল্লভ, অনপেক্ষিত ব্যাপারকে দস্যুবৃত্তি বিবেচনা করিয়া, স্বীয় বাহুবলে তাহাদিগকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া, সেই দলভুক্ত এক ব্যক্তি হাস্য করিয়া কহিল "এক্ষণে আর বাহুবল প্রকাশ করা বৃথা। আমরা অযোধ্যাধিপতির নিদেশক্রমে, বিংশতিসংখ্যক পদাতি ধৃতাসি হইয়া, তোমাকে ধৃত করিবার জন্য আসিয়াছি। তুমি অদ্য রাত্রিতে যে এই পথে গমন করিবে, তাহা তোমার দলভুক্ত এই সোমদত্তের নিকট মহারাজ সমস্ত অবগত হইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন"। বিজয়বল্লভ এই কথা শুনিবা মাত্র বিস্ময়াক্রান্ত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তখন সোমদত্ত সম্মুখীন হইয়া কহিতে লাগিল, বিজয়বল্লভ! তোমার সহিত আমার কি অশুভ ক্ষণে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিতে পারি না। কারণ চারি চক্ষের মিলন হওয়া অবধি, আমি অসাধারণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া, নিরন্তর তোমার অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছি। ফলতঃ, সে সকল অপকার দ্বারা তোমার বিশেষ অনিষ্ট ঘটে নাই। পরে যখন যুবরাজ শান্তশীল, দূতমুখে তোমার কারাবন্ধের সম্বাদ শুনিয়া, যুদ্ধ করিতে আগমন করেন,

তখন আমি তোমার অনিষ্ট সাধন করিব মানস করিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। অনন্তর, যে দিন হইতে তুমি যুবরাজের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, সেই দিন হইতেই আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভবিতব্যতা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই; দৈবোপহত ব্যক্তি কোনও কালে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। দেখ, যুবরাজের সহিত অদ্য তোমার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমি বিধিপ্রেরিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সমুদায় শ্রবণ করি। এবং সেই সকল কথা দ্বারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তুমি অদ্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে, মাধবনামক এক পুরবাসীর বাটীতে এই পথে গমন করিবে। আমি ঐ সকল কথা শুনিবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ মানসসিদ্ধির উপায় কল্পনা করিয়া, গুপ্ত ভাবে অযোধ্যাপতির সমীপে গমন করি, এবং যে রূপে তোমাকে অনায়াসে ধৃত করা যাইতে পারে, তাহার সমস্ত উপায় মহারাজের নিকট আবেদন করাতে, মহারাজ আমার অশেষপ্রকার পুরস্কার করিয়া, আমার সমভিব্যাহারে এই সকল অস্ত্রধারী পদাতিক পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে তুমি নিরস্ত্র হইয়া একাকী ইহাদিগের নিদারুণ হস্তে পতিত হইয়াছ। তুমি রাজশাসন অবহেলন পূর্ব্বক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া, বিপক্ষদলে মিলিত হইয়াছ, এই অপরাধে মহারাজ তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতএব আর তোমার কোনও রূপেই পরিত্রাণ নাই। যাহার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ থাকে, তাহার সম্মুখে এই রূপ গর্ব্ব করিয়া বলাতেও, অন্তঃ-

করণের নিরতিশয় সন্তোষ জন্মে। এই জন্য গোপন না করিয়া তোমাকে সকল কথাই বলিলাম। এত দিনে আমার অহঙ্কার সার্থক ও মনস্কামনা পরিপূর্ণ হইল। এই বলিয়া, দন্তপংক্তিদ্বয় প্রদর্শন করিয়া, পিশাচের ন্যায় হীহী শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

তদ্দর্শনে বিজয়বল্লভ অতিমাত্র খিন্নমনা ও হতাশ হইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "আমি তোমার এমত কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমার প্রতি এতাদৃশ নিদারুণ আচরণ করিলে। যখন ঐ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে সৈনিকেরা ঝটিতি রজ্জু দ্বারা তাঁহার বাহুযুগল দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া, তাঁহাকে অযোধ্যাপতির রাজধানীতে দ্রুত বেগে লইয়া গমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রজনী প্রভাতা হইলে অযোধ্যা নগরীতে মহান কোলাহল উত্থিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কহিতে লাগিল, "আমাদিগের মহারাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অরিসেনাপতি বিজয়বল্লভ বন্দী হইয়াছে। অস্ত বৈকালে তাঁহাকে শূলে আরোহণ করান যাইবেক।" সেনাগণের মধ্যে যাহারা বিজয়বল্লভকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা প্রগল্ভতার সহিত নিজ নিজ বলবীর্য্য ও সমরনৈপুণ্যের শ্লাঘা করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার অমোঘ অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ ও ক্ষতশরীর হইয়াছিল, তাহারা মর্ম্মান্তিক বেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়াও, বিজয়বল্লভের প্রাণদণ্ডের সম্বাদ শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ অন্তঃকরণে স্বাস্থ্য লাভ করিল। পৌরগণ সকলেই আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "এই বার অরিকুলের গর্ব্ব খর্ব্ব ও সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া, রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাগণের উন্নতি হইবেক; আজ হইতে আমাদিগের মহারাজের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।" এই রূপে সকলেই আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত। দিবাকর খরতর তেজঃপুঞ্জ সহকারে গগনমণ্ডলের মধ্য ভাগে উপস্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি অযোধ্যা-

পতির অশিষ্ট ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াই প্রতপ্তমরীচিচ্ছলে কোপ প্রকাশ করিতেছেন। জ্ঞান হইল, বায়সগণ বিদ্রোহী হইয়াই যেন কলরব করিয়া অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইতেছে এবং কপোতমিথুন যেন মনোদুঃখেই প্রাসাদশৃঙ্গের স্থানে স্থানে বসিয়া পরস্পর করুণ স্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তরুলতার শাখাপল্লবাদি বায়ুভরে অবনত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা মহারাজের নৃশংস ব্যবহারে খিদ্যমান হইয়া ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিতেছে। গৃধ্র শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ মানবকঙ্কাল চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া, অট্টালিকার উপরিভাগে বসিয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছে দেখিয়া, আশঙ্কা হইতে লাগিল, যেন অচির কালেই এই অযোধ্যা পুরী শ্মশানভূমি হইয়া উঠিবেক। কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়! এই সকল দুর্লক্ষণ অবলোকন করিয়াও, ক্রূরকর্ম্মা নৃপতির অন্তঃকরণ ক্ষণ কালের নিমিত্তেও বিচলিত হইল না।

অনন্তর রাজকিঙ্করেরা নগরের প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে বধ্যস্থান নিরূপণ করিয়া, এক উচ্চ মৃণ্ময় বেদি নির্ম্মাণ করিল এবং সেই বেদিকোপরি এক নিশিত শূল প্রোথিত করিল। ঐ অস্ত্র অষ্ট হস্ত দীর্ঘ, উহার অগ্রভাগ সূচ্যগ্রের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ, এবং মূলভাগ স্তম্ভের ন্যায় স্থূলাকার। ঘাতক পুরুষেরা বিজয়বল্লভকে এই তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের উপরিভাগে আরোহিত করিবার নিমিত্ত, তদীয় উভয় পার্শ্বে সোপানযুক্ত উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিল। এ দিকে, অযোধ্যাপতি বধ্যভূমির কিয়দ্দূরে এক সভামণ্ডপ স্থাপন করিয়া, ভৃত্য ও অমাত্যগণে বেষ্টিত

হইয়া, তথায় গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বিজয়মর্দ্দলের গভীর শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইল। এবং অচির কাল মধ্যেই অযোধ্যা নগরী লোক-সংঘট্টে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে যমকিঙ্করসম ভীমদর্শন চারি জন ঘাতক পুরুষ বিজয়বল্লভের হস্তদ্বয় দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া দৃঢ়তর লৌহশৃঙ্খল দ্বারা পাদদ্বয়ের স্বৈর গতি নিবারণ পূর্ব্বক, উঁহাকে কারাগৃহ হইতে বহির্গত করিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিল। যদিও তিনি এক্ষণে আপনাকে আসন্নমৃত্যু জ্ঞান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বাহ্য অবয়বের ও ধীর স্বভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার মুখরাগ কিঞ্চিৎ পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইয়াছিল, এবং অন্তরাবেগজনিত ঈষৎ লোহিত ছটা কপোলদেশে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভালোপরি স্বেদবিন্দুকণিকা সকল পরিণততপনকিরণসম্পর্কে মুক্তাবলির ন্যায় বিরাজিত হইল। তৃষ্ণায় ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া এক এক বার বিবৃত হওয়াতে, কুন্দনিন্দিত দন্তপংক্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টি বিক্ষেপ না করিয়া অনবরত অবনত মুখে গমন করত, এক এক বার আকাশমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদীয় ঈদৃশী শরীরাবস্থা দর্শনে পৌরজনের মধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল, "আহা! এমন রূপ-যৌবনসম্পন্ন বীর্য্যবান ধীরস্বভাবশালী পুরুষের পাতকীর ন্যায় প্রাণ বধ করা কি নিদারুণ কর্ম্ম হইতেছে!" অন্য জন আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, "হা বিধাতঃ! তুমি কি

এবম্বিধ ঔদার্য্যসম্পন্ন কান্তকলেবর পুরুষকে শূলাঘাতে নিপাতিত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলে!" অপরে কহিল "রে হতভাগ্য! তুই কি নিমিত্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপণ করিলি! এতাদৃশী দুর্গতি অপেক্ষা কারাগৃহে বাস করা তোর পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল।" এই রূপে প্রায় সকলেই পরস্পর মনের দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক, কেহ বা বিধাতাকে, কেহ বা রাজাকে, কেহ বা বিজয়বল্লভের মন্দ ভাগ্যকে, নিন্দা করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর ঘাতক পুরুষেরা বিজয়বল্লভকে লইয়া রাজসভার সন্নিহিত হইলে, রাজা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেন। তদীয় তথাবিধ আকার প্রকার ও দীন দশা অবলোকন করিবা মাত্র, তাঁহার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক ভাবের উদয় হইয়া কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। কিন্তু পর ক্ষণেই আন্তরিক ভাব মনো মধ্যে নিগৃহীত করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভাসদগণকে কহিলেন, হে অমাত্যগণ! নরপতিদিগের রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা কি সুকঠিন ব্যাপার! দেখ! রাজনীতির পরতন্ত্র হইয়া অদ্য আমাকে কি নৃশংসের কার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইল। অমাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজক। মহারাজকে অবশ্যই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হইবেক। এই রূপে অমাত্যগণের সহিত রাজার কথোপকথন হইতেছে; ও দিকে ঘাতক পুরুষেরা বিজয়বল্লভকে লইয়া বধ্য ভূমিতে উপনীত হইল।

ক্রমে দিবাবসান হইল। দিবাকর অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং তদীয় অরুণ কিরণ শূলদণ্ডে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই নিদারুণ অমোঘাস্ত্র শত শত নররুধিরে রক্তকলেবর হইয়া বিরাজমান হইতেছে। বিজয়বল্লভ যদিও অসাধারণ ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তৎকালে সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র বিলোকনে তাঁহার অন্তরাত্মা এক বারে কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং নয়নদ্বয় হইতে মুক্তাবলির ন্যায় নীরধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি অন্তরাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক, এক বার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, অবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া, এবং ভীমদর্শন শূলাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সকলেই ভয়বিহ্বল চিত্তে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

এই সময়ে অকস্মাৎ লোকসংঘট্ট মধ্যে এক মহান কোলাহল উত্থিত হইল ; এবং ক্রমে ক্রমে তাহা প্রবল হইতে আরম্ভ হওয়াতে, যাবতীয় জনসমূহের দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইল। অনন্তর যে স্থানে অযোধ্যাপতি অমাত্যগণের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে কোলাহল সহকারে জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সেই জনসঙ্কুলের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হইল, এক জন বয়োধিক পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটি বৃদ্ধা নারী পর্য্যাকুলা ও বিগলিতকেশা হইয়া অতিবেগে সমাগতা হইতেছে এবং উহারা সকলে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কেবল এই মাত্র কহিতেছে, "মহারাজ! কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন! পুত্রবধ করিবেন না, পুত্রবধ করিবেন না।"

রাজা এই পরমাদ্ভুত কথা শ্রবণে, এককালে ভয়, বিস্ময় ও চিত্তবিকলতায় সাতিশয় বিহ্বল হইয়া, আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে সসম্ভ্রমে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে কহিল, "মহারাজ! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আর বিলম্ব করিবেন না, এই মুহূর্ত্তেই দূত প্রেরণ করিয়া বিজয়বল্লভকে রক্ষা করুন, নতুবা পুত্রবধের ভাগী হইবেন। আমরা তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্বাদ পাইলে সুস্থির হইয়া, পরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব।" রাজা তাহাদিগের সাতিশয় উৎসুকতা ও আকার প্রকার বিলোকনে আর নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া, বিজয়বল্লভের প্রাণরক্ষার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিলেন। যখন ঘাতক পুরুষেরা মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়বল্লভকে শূলোপরি আরোহিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দূত আসিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল।

সেই দিন রাত্রি এক প্রহরের সময়ে, অযোধ্যাপতি জয়ধ্বজ অমাত্যগণ ও সমস্ত সভাসদ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজপরিচারক ও কিঙ্করগণ সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান রহিল। কিয়দ্দূরে বিজয়বল্লভ আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন; এবং তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত বয়োধিক পুরুষ ও নারীদ্বয় অধ্যাসীন হইল। সভাস্থ সকলে একাগ্র চিত্তে কুতূহলাক্রান্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণোন্মুখ হইয়া রহিল। অনন্তর সেই বয়োধিক পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিল, " মহারাজ! এই অশ্রুত-

পূর্ব্ব ঘটনার কথা কি নিবেদন করিব। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় অদ্য সমুদ্রসেচনে উত্থিত মহামূল্য রত্ন পুনর্লব্ধ হইল। এক্ষণে আজ্ঞা হইলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি।” রাজা কহিলেন, “আমি তোমার কথা শুনিবার জন্য সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব এই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিস্তার করিয়া বল।”

অনন্তর সে কহিল, মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন। আমার নাম বিশারদ; আমি পূর্ব্বে এই অযোধ্যানগরীর প্রান্তভাগে বাস করিতাম এবং ধীবরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৎস্যব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত, নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছিলাম। প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত হইল, এক দিন ঘোরতর বর্ষাকালের অতিপ্রত্যূষে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ে এক এক জাল স্কন্ধে লইয়া সরযূতে মৎস্য ধরিতে গমন করিয়া দেখিলাম; পূর্ব্ব দিন নদীগর্ভে যে খানে জাল স্থাপন করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আমার জাল-বন্ধের দারুতে একটি কদলীভেলা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; এবং তদুপরি একটি পঞ্চবর্ষবয়স্ক মৃত শিশু শয়িত আছে। তদবলোকনে বিস্ময়াকুল হইয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া দেখাতে জানিলাম, বালকটির দক্ষিণ পদতলে কাল সর্পে দংশন করিয়াছে; কিন্তু সে পর্য্যন্ত প্রাণবিয়োগ হয় নাই। আমি পূর্ব্বে সর্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম; অতএব বালক-টিকে হলাহলে অচেতন দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাকে সঞ্জীবিত করিলাম। এই সময়ে এক বণিক নৌকারোহণে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে-ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা

হইতে অবরোহণ করিলেন এবং আমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বালকটিকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন। মহারাজ! আমি কি অশুভ ক্ষণে সেই বণিকের প্রলোভনে মোহিত হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু সেই ঘটনাই পরে সকল অনর্থের মূলীভূত কারণ হইয়া উঠিল। যদি আমি তৎকালে তাহার কথায় সম্মত না হইয়া, বালকটিকে মহারাজের সমীপে আনিতাম, তাহা হইলে অনায়াসে প্রচুর রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া, সপরিবারে পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম।

ধীবরের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বতন ঘটনা সকল ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাজা প্রভূত চিত্তচাঞ্চল্যপরবশ হইয়া কহিলেন, হে ধীবর! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কখনই অন্যথা হইবার নহে, অতএব এক্ষণে আর তাহার অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই। সহস্র মুদ্রা পাইয়া বালকটিকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলে পর, যে যে ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বিস্তার করিয়া বল।

ধীবর কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন; সেই বণিকের দত্ত অর্থ লইয়া আমরা স্ত্রী পুরুষে সুখে কালক্ষেপ করিতে-ছিলাম। অনন্তর সজাতীয়গণ, হঠাৎ আমাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্ত দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া, ঈর্ষ্যা পূর্ব্বক চৌর্য্যাপবাদ দিয়া, মহারাজের নিকট আমাদিগকে দণ্ডার্হ করিবার উপ-ক্রম করিলে, আমরা অগ্রেই তাহার সন্ধান পাইয়া প্রাণভয়ে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করি। পথি মধ্যে আমার স্ত্রী বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর

আমি সঙ্গিহীন ও নিঃসম্বল হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক, নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে, পরিশেষে বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইলাম, এবং সেই স্থানে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বনচারীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলাম।

তৎশ্রবণে রাজা সাতিশয় ক্ষুব্ধমনা হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যগ পূর্ব্বক, অমাত্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন " হাঁ এক্ষণে আমার এই ঘটনার কিয়দংশ স্মরণ হইতেছে। আমার এইরূপ শাসন ছিল বটে যে, রাজ্যমধ্যে যদি কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সেই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড করিতাম। এই নিমিত্ত তস্করতার লেশ মাত্রও কখনও আমার শ্রুতিগোচর হইত না। কিন্তু স্মরণ হইতেছে, বহু দিন হইল এক ধীবরের প্রতি চৌর্য্যাপবাদের অভিযোগ উপস্থিত হওয়াতে, আমি তাহাকে ধৃত করিবার জন্য বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইল যে, এই সেই অভিযোগগ্রস্ত ধীবর তস্কর। " অমাত্যগণ কহিলেন, " মহারাজ! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন। এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। "

অনন্তর ধীবর কহিল, "মহারাজ! আমিই সেই অপবাদগ্রস্ত ধীবর তস্কর।" কিন্তু এক্ষণে সে সকল কথার আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন; পরে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। এই বলিয়া কহিতে লাগিল, সেই বিন্ধ্যাটবীতে আমি একাদিক্রমে প্রায় বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সেই সর্পদষ্ট বালক, এই মহতী

অযোধ্যাপুরী এবং ভবাদৃশ প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতির গুণগ্রাম আর আমার স্মৃতিপথে উদয় হইত না। সর্ব্বদাই মনে করিতাম, জনপদে থাকিয়া বিবাদ বিসম্বাদে কালহরণ করা অপেক্ষা এই পুণ্যক্ষেত্রে বসতি পূর্ব্বক শেষাবস্থা পর্য্যবসিত করাই শ্রেয়স্কর। এই রূপে কালক্ষেপ করিতেছিলাম। পরে এক দিন বৈকালে কুটীরের বহির্ভাগে বসিয়া আছি, এমত সময়ে এক অপরিচিত যুবা পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরিশেষে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সরযূতীরে মন্ত্রৌষধি দ্বারা যে বালকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, সেই বালক এক্ষণে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছে। পরে আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, আমি পিতার উদ্দেশে নির্গত হইয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে, পরিশেষে এই স্থানে আসিয়া, বিন্ধ্যাচলবাসিনী ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতেছি। কল্য কার্ত্তিকী অমাবস্যা; কল্য রজনীতে আমার প্রার্থনাসিদ্ধি হইবেক। এই কথা শুনিবা মাত্র, আমি অতিমাত্র ভীত ও বিস্মিত হইয়া কহিলাম, বিন্ধ্যাচলবাসী ব্রাহ্মণেরা তোমাকে দেবীর নিকট নরবলি প্রদান করিবার জন্য আনিয়াছে। অতএব তুমি এই রাত্রিতেই পলায়ন করিয়া, অযোধ্যার পথে গমন কর; আমিও কিছু দিন পরে তথায় গমন করিয়া, তোমার পিতার অন্বেষণ

বিষয়ে সাহায্য করিব। এই কথা শুনিয়া, তিনি সেই রাত্রিতেই তথা হইতে প্রস্থান করেন।"

রাজা এবং সভাসদগণ, বিশারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবশিষ্ট বৃত্তান্ত শ্রবণাভিলাষে যথেষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন বিশারদ কহিতে লাগিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন, সেই যুবা পুরুষ আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, আমি সাতিশয় উৎকলিকাকুল হইয়া, স্বল্প দিনের মধ্যে বিন্ধ্যাচল হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অযোধ্যার পথে যাত্রা করিলাম। পরে কিছু দিন ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য প্রাতে এই মহানগরীতে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ! সৌভাগ্য ক্রমে আমার শুভ যাত্রা অনতিবিলম্বেই ফলবতী হইল। অদ্ভুত ঘটনার কথা কি নিবেদন করিব! শ্রবণ করুন। নগরের রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলাম, পথি মধ্যে কতকগুলি লোকে একত্র হইয়া কোলাহল করিতেছে। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে গমন করিলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক ব্যক্তিকে সর্পাঘাত হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ বিষান্তক ঔষধ আনিয়া সেবন করাইবাতে, উহার শরীরস্থ সমস্ত কালকূট এক কালে অপনীত হইল। ইহা দেখিয়া, উহার মাতা প্রথমতঃ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তৎপরক্ষণেই দুঃখিতান্তঃকরণে কহিল, আহা! যদি এই মহৌষধি মহারাজের সেই শিশু সন্তানটিকে সেবন করান যাইত, তাহা হইলে অদ্য আমরা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, কতই আনন্দিত হইতাম, বলিতে পারি

না। কিন্তু বিধাতা আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি এই কথা শুনিবা মাত্র, সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, উহার মনস্তাপের আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম ; তাহাতে সে কহিল, আমাদিগের মহারাজের বহু দিন হইল এক পুত্র জন্মিয়াছিল ; বালকটির রূপ ও লক্ষণ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। আমি রাজবাটীতে নিযুক্ত থাকিয়া, তাঁহাকে লালন পালন ও অতিশয় স্নেহ করিতাম। পরে পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে, এক দিন বর্ষাকালের রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে, অতিশয় বৃষ্টি হইতেছিল, রাজবাটীর সকলেই নিদ্রিত এবং বালকটি পল্যঙ্কোপরি শয়িত ছিল ; এবং আমিও সেই গৃহের এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছিলাম। সম্মুখে দীপ জ্বলিতেছিল ; এমত সময়ে সেই বালক অকস্মাৎ চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তৎশ্রবণে আমি চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিলাম, বালকের পল্যঙ্ক হইতে একটি বৃহৎ সর্প নামিতেছে এবং বালকের পদতল হইতেও রক্তধারা নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া, কি সর্ব্বনাশ হইল! কি সর্ব্বনাশ হইল! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম এবং বাটীর সকলকে জাগাইলাম। ক্রমে ক্রমে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া সংজ্ঞারহিত হইল, এবং রাজা, রাজ্ঞী ও রাজপরিজন সকলেই হাহাকার শব্দে আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন নানা প্রকার মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করাতেও কিছু মাত্র আরোগ্যলক্ষণ লক্ষিত হইল না, তখন রাজা নিতান্ত নিরাশ হইয়া, বালকের মৃত্যু অবধারণ পূর্ব্বক, সেই

রাত্রিতেই ঐ মৃত শিশুকে সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করিতে আমাকে অনুমতি করিলেন। আমি রাজাজ্ঞানুসারে ঐ মৃত বালক লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলাম; উহার মুখাবলোকনে আমার অন্তঃকরণে দ্বিগুণতর শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সুতরাং সহসা তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিতে না পারিয়া, সঙ্গে যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা একটি কদলীভেলা নির্ম্মাণ করাইলাম এবং তদুপরি সেই মৃত বালকের কলেবর শয়িত করিয়া স্রোতে ভাসাইয়া দিলাম। পরে নয়ননীরে ও বৃষ্টিসলিলে সিক্তকলেবর হইয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

রাজা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অধিকতর বিস্ময়াকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হাঁ কদলীভেলায় ভাসাইয়া দিবার বৃত্তান্ত আমি পরে শ্রুত হইয়াছিলাম বটে।

এ দিকে বিশারদ এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া, প্রবলতর অন্তরাবেগ বশতঃ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে রাজার প্রতি অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, মহারাজ! সেই স্ত্রী লোকের মুখে আমি ঐ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া মনে করিলাম, যেন সে সেই মুহূর্ত্তে গগনের চাঁদ আনিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল। এক বার ভাবিলাম, বুঝি আমি স্বপ্নাবস্থায় এই সকল কথা শুনিতেছি, আবার মনে করিলাম, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত আমার চক্ষু কর্ণের বৈলক্ষণ্য হওয়াতেই, আমার সকল বিষয় বিপরীত জ্ঞান হইতেছে।

যখন আমি এই রূপে হতবুদ্ধি ও কর্ত্তব্য অবধারণে বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছিলাম, সেই সময়ে, অপর এক যে বৃদ্ধা নারী পশ্চাতে থাকিয়া ঐ সকল কথা শুনিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অহো! অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ কি ধন্য! আমাদিগের কি সৌভাগ্য! সেই রাজকুমার এই অযোধ্যাপুরে আগমন করিয়াছেন। সর্পাঘাতে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই।

আমি এই কথা শুনিবা মাত্র, অতিমাত্র আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ মনে মনে বিবেচনা করিলাম, বিন্ধ্যাচলে যাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং যাঁহাকে আমি অযোধ্যায় আসিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তিনি নির্ব্বিঘ্নে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোথায় আছেন ও কি করিতেছেন, এবং এই স্ত্রীলোকটির সহিত কখন বা কি রূপে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষ হওয়াতে, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আনুপূর্ব্বিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে কহিল, সেই রাজকুমার এক্ষণে কোথায় আছেন আমি বলিতে পারি না। কল্য রাত্রিতে পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার কথা ছিল। কিন্তু বোধ করি কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকিবেক, সেই জন্যই আসিতে পারেন নাই। আর আমার সহিত প্রথমে যে রূপে সাক্ষাৎ হয়, তাহারও বৃত্তান্ত এক উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত কথা। আমার পুত্র মাধব জ্বরবিকার রোগে সঙ্কটাপন্ন হওয়াতে, আমি রাজবাটীর বৈদ্য মহাশয়ের

নিকট ঔষধ আনিতে গমন করি। ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দিবাবসান হইল, এবং গগনে ঘোরতর মেঘোদয় হইয়া প্রবল বেগে ঝটিকা সহকারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। আমি বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে সরযূতীরে আসিয়া দেখিলাম, নাবিক ঘাটে নৌকা বান্ধিয়া বাটী গমন করিয়াছে। তাহাতে আমি নিরাশ হইয়া একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া রোদন করিতেছি, এমত সময়ে সেই অপরিচিত রাজকুমার আমার সম্মুখে আসিয়া, আমাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নদীপার করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। আমিও তাহাতে যথেষ্ট উপকৃত বোধ করিয়া তাঁহার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিবা মাত্র অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যাভরে নৌকা সমেত উভয়ে জলমগ্ন হইলাম। তাহার পর কি রূপে সেই তরঙ্গ হইতে আমি উদ্ধৃত হইয়াছিলাম স্মরণ হয় না। কিন্তু যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, দেখিলাম আমি আপন গৃহে শয়ন করিয়া আছি, সম্মুখে আমার কন্যা বসিয়া রোদন করিতেছে, এবং সেই রাজকুমার স্বহস্তে অগ্নিস্বেদাদি দ্বারা আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। পরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, সেই মহাপুরুষ নিজ বাহুবলে আমাকে তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অসীম বল, বীর্য্য ও দয়া দেখিয়া কহিলাম, "জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করুন।" কিন্তু আমার এই মঙ্গল প্রার্থনা শুনিয়া তিনি খেদ করিয়া বলিলেন "আমি অতি হতভাগ্য! বিধাতা আমাকে সুখভাজন

করেন নাই! কিন্তু এক্ষণে তোমার এই আশীর্ব্বচন আমি বহুমত করিয়া গ্রহণ করিলাম, ইহাতে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবেক।" বিশারদ এতন্মাত্র বলিয়া সাতিশয় খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, রাজন! দুঃখের কথা আর কতই নিবেদন করিব; ইহা এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে উহা আর অন্তঃকরণে ধারণ করা যায় না। বলিতে বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে! মহারাজ! ভবাদৃশ ভূপতির এতাদৃশ অসাধারণ গুণসম্পন্ন সৎপুত্রের অদৃষ্টে বিধাতা এত দুঃখ লিখিবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর!

ধীবরের প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ মাত্র রাজার মুখরাগ দ্বারা উচ্ছলিত অন্তরাবেগ প্রকটিত হইল, সভাস্থ সকলে উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন, এবং সকলেই স্তব্ধ হইয়া শ্রবণোন্মুখ হইয়া রহিলেন।

তখন ধীবর পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, মহারাজ! সেই তরঙ্গোত্তোলিতা নারী নিজ পরিত্রাতার দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তৎকারণজিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিলেন, "আমি জন্মাবধি কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে কালক্ষেপ করিয়া আসিতেছি। শৈশবকালে সর্পাঘাত হওয়াতে পিতা মাতা আমাকে গতাসু বিবেচনা করিয়া সরযূতে ভাসাইয়া দেন। পরে আমি এক ধীবরের হস্তে পতিত হই এবং তদীয় মন্ত্রৌষধিবলে জীবন প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে সেই পিতা মাতার অন্বেষণে নানা দিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছি। যদি পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীতে কোনও সময়ে কেহ, সর্পদষ্ট নিজ পুত্রের মৃত্যু অবধারণ করিয়া, তাহাকে সরযূতে ভাসাইয়া দিয়া থাকেন, এবং তদ্বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত থাক,

অথবা অন্য দ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আমাকে বলিতে পার, তাহা হইলে আমি চির কাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আত্মাকে সাতিশয় উপকৃত জ্ঞান করিব। তখন ঐ বৃদ্ধা কহিল, অচির কালের মধ্যেই ইহার অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে বিদিত করিব। পঞ্চম দিবসের রজনীতে এখানে আসিলে আপনি সবিশেষ জানিতে পারিবেন। কিন্তু কল্য সেই পঞ্চম দিবসের রাত্রি গত হইয়াছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বৃদ্ধা এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "আমি পাঁচ দিন দিবা রাত্রি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পুরবাসিগণের মধ্যে কেহই সর্পদষ্ট বালককে সরযূতে ভাসাইয়া দেয় নাই। কিন্তু এক্ষণে যে সকল কথা শুনিলাম, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে সেই অপরিচিত মহাত্মাই আমাদিগের যুবরাজ। এবং শৈশবকালে মহারাজ তাঁহাকেই সর্পাঘাতে গতায়ুঃ বিবেচনা করিয়া, সরযূতে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করেন।"

বিশারদ ইহা কহিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, মহারাজ! সেই স্ত্রীলোকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অসন্দিগ্ধ মনে বিবেচনা করিলাম, তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়া পিতার অন্বেষণ করিতেছেন।

অনন্তর সেই দুই বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে আমি আপন পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, যে রূপে সেই রাজকুমারকে সর্পবিষ হইতে মুক্ত করি এবং বিন্ধ্যাচলে তাঁহার সহিত আমার যে রূপে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও বিন্ধ্যাচলবাসী বামাচারী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া যে রূপে তথায়

নীত হন, সেই সকল বিবরণ আমি তাহাদিগের সমক্ষে বর্ণন করিলাম। তাহারা এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিল।

এই রূপে আমাদিগের তিন জনের কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে দুই জন রাজপদাতিক আসিয়া বিরজা নাম্নী সেই মাধবের মাতাকে হঠাৎ বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া কহিল, তুই রাজবিদ্রোহিণী; আমাদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছে, তোরে ধৃত করিয়া এই দণ্ডেই মহারাজের সমীপে লইয়া যাইতে হইবেক। এই কথা শুনিয়া বিরজা সাতিশয় ভীতা হইল; এবং আমিও এই অদ্ভুত কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, বিনয় পূর্ব্বক পদাতিদিগকে কহিলাম, তোমাদিগকে অবশ্যই রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক। কিন্তু এই অপবাদের আমুল বৃত্তান্ত কি, দয়া করিয়া আমাদিগকে বল। তাহাতে এক জন কহিল, "তোমরা শুনিয়া থাকিবে, মগধরাজের দলত্যাগী সোমদত্তনামক এক জন আমাদিগের মহারাজের সমীপে আসিয়া সন্ধান বলিয়া দেওয়াতে, মহারাজ কতকগুলি অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া, মগধেশ্বরের প্রধান সেনাপতিকে গত রাত্রিতে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন, অদ্য তাহাকে শূলে দেওয়া যাইবেক।" আমি কহিলাম, এ সম্বাদ আমরা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে এই নির্দ্দোষিণী স্ত্রীলোকটির অপরাধ কি? তখন সে কহিল, সেই অরিসেনাপতি বিজয়বল্লভ, গত রাত্রিতে এই বিরজার বাটীতে আসিয়া, বিদ্রোহ ব্যাপারের কোনও কুমন্ত্রণা করিবার মানস করিয়াছিল, এই কথা

মহারাজ সেই সোমদত্তের মুখে শুনিয়া, ইহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ! যখন আমরা এই কথা শুনিলাম, তখন মনে করিলাম যেন সহসা আমাদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, এত আশা ও এত পর্য্যটন সমস্তই নিষ্ফল হইল। ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত মুখে আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। বিজয়বল্লভের নাম এবং গত রাত্রিতে বিরজার ভবনে তাঁহার আসিবার অভিপ্রায়ের কথা শুনিবা মাত্র, আমরা নিশ্চয় করিলাম, রাজা সেই অপরিচিত রাজকুমারের অদ্য প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পদাতিদিগকে কহিলাম, কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ না জানিয়া অদ্য পুত্রবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তোমরা সত্বর গমন করিয়া এই দুর্ঘটনা নিবারণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে আমাদিগের অন্তঃকরণ অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল, রাজশঙ্কা এক বারে অপনীত হইয়া গেল। কিসে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবেক, কেবল এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল, তখন আর আমরা স্থির থাকিতে পারিলাম না। মহারাজের সমীপে সকল কথা নিবেদন করিবার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইলাম। এবং আসিতে আসিতে সকলকে বলিতে লাগিলাম, "এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ কেন পুত্রবধ করিতেছেন।" অনন্তর মহারাজের অসীম পুণ্যবলে, এবং অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের বহু সৌভাগ্য ক্রমে, আমরা উপযুক্ত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছি, নতুবা আজ কি সর্ব্বনাশ হইত!

বিশারদ এই সকল কথা বলিয়া, পশ্চাদ্বর্ত্তিনী দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! যুবরাজকে শৈশবকালে যে লালন পালন করিয়াছিল, এ সেই রেবতীনাম্নী দাসী। ইহার বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মহারাজ সহসা ইহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। রাজা এই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হাঁ, আমি ইহাকে এক্ষণে সম্যক রূপে চিনিতে পারিলাম। পরে বিশারদ দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মহারাজ! এই সেই মাধবনামক বালকের জননী, ইহার নাম বিরজা; এবং আমাদিগের যুবরাজ স্বীয় বাহুবলে সরযূর তরঙ্গ হইতে উত্তোলন করিয়া, ইহারই প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, এক্ষণে আমি সমস্তই অবগত হইলাম।

অনন্তর বিশারদ বিজয়বল্লভের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া, রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি যাঁহাকে শৈশবকালে সর্পদষ্ট ও গতাসু বিবেচনা করিয়া সরযূতে সমর্পণ করিতে অনুমতি করেন, এবং যিনি আমার মন্ত্রৌষধিবলে নির্ব্বিষকলেবর হইয়া, এক্ষণে যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনিই সেই রাজকুমার, ইনি পিতৃ অন্বেষণে নানা দেশ পর্য্যটন করত, বিন্ধ্যাচলবাসী বামাচারী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এক বার প্রতারিত হইয়া, ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন; আবার অদ্য মহারাজের আজ্ঞাক্রমে শূলাস্ত্র দ্বারা ইঁহার প্রাণদণ্ড হইতেছিল। মহারাজ! এক্ষণে সকল কথাই নিবেদন করিলাম এবং যে

সকল কথা বলিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া দেখিলে, কেবল বিধাতাকেই নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, পরিশেষে সকল বিপদ ও বিঘ্ন নিবারিত হইয়া ইষ্টলাভ হইল।

ইহা শুনিয়া রাজা ক্ষণ কাল স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া, অনিমিষ নয়নে বিজয়বল্লভের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিরজা ও রেবতী উভয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিল, মহারাজ সকল বৃত্তান্তই অবগত হইলেন, এক্ষণে যদি কোনও অভিজ্ঞান চিহ্ন স্মরণ থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তখন রাজা অতিমাত্র স্নেহপরবশ হইয়া কহিলেন, আমার সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে। সেই পঞ্চবর্ষীয় বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় সাদৃশ্যই এই কুমারে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বলিয়া বিজয়বল্লভকে নিকটে আসিতে অনুমতি করিলেন এবং তাঁহার পাণিতল ও পদতলে পদ্মচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি নিতান্ত মোহান্ধ হইয়া অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, নৃশংসের ন্যায় তোমাকে কারাবদ্ধ করিয়া কত ক্লেশ দিয়াছি, আবার অদ্য কি ভয়ানক বিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কেবল জগদীশ্বর কৃপা করিয়া তোমাকে এই সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, নতুবা এত ক্ষণ আমার কি সর্ব্বনাশ হইত! এই কথা বলিতে বলিতে, রাজার নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তখন বিজয়বল্লভ, উচ্ছলিত অন্তরাবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূপতির চরণতলে নিপতিত হইলেন। এই রূপে পিতা পুত্রের মিলন

দেখিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বিজয়বল্লভ গলদশ্রু নয়নে ও গদ্গদ বচনে কহিলেন, তাত! অদ্য আমি আপনকার চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। আমি এই উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছি এবং এই জন্যই, যাঁহারা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আজ্ঞা অবহেলনা করিয়া অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু আমার এক অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান হইয়াছে। আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনকার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়া বহুসংখ্যক সেনা নিপাত করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, অনুকূল হইয়া সেই অপরাধ মার্জনা করেন। রাজা স্নেহপরবশ হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার অপরাধ কি? আমার জন্মান্তরীণ কর্ম্মবিপাকেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অনন্তর, অল্প কালের মধ্যেই রাজকুমারের পরিচয় প্রদান সংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল। রাজা ও রাজ্ঞী চন্দ্রাবলী পুত্র লাভ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; যুবরাজ শান্তশীলের সহিত বিজয়বল্লভের যে সখ্যভাব ছিল, তাহা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ মহাসমাদর পূর্ব্বক মন্ত্রিবরকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে রাজবাটীতে আনাইলেন। এই রূপে আনন্দোৎসবে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজা রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক সিংহাসনে আসীন হইলেন। যুবরাজ শান্তশীল ও বিজয়-বল্লভ উভয়ে যথোপযুক্ত স্থানে আসন পরিগ্রহ করি-লেন। অমাত্যগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন

করিলেন। অনন্তর প্রতিহারী আসিয়া কহিল, মহারাজ! সোমদত্ত আপন বাসগৃহে গত রজনীতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সেই গৃহে এই পত্র খানি পড়িয়াছিল। এই বলিয়া পত্র লইয়া, অমাত্যহস্তে প্রদান করিল। রাজা শুনিয়া চকিত হইয়া পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলে, মন্ত্রী পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যথা,

মহিমসাগর অযোধ্যাপতি ধর্ম্মরাজ
দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রতাপেষু

মহারাজ! আমি অতি দুরাত্মা। জন্মাবধি কেবল পাপাচার করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছি। আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমার নাম পাতঙ্গি। এই অযোধ্যায় আমার পূর্ব্বে বাস ছিল। আমি চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া দিনপাত করিতাম। অনন্তর এক দিন জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী পদ্মাবতী গোপনে আমাকে আহ্বান করাইয়া আজ্ঞা করেন, যদি তুমি আমার সপত্নী চন্দ্রাবলীর গর্ভজাত পুত্রকে প্রাণঘাতক কোনও ঔষধ সেবন করাইয়া বিনাশ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিব। আমি কহিলাম, ঔষধ সেবন করাইয়া প্রাণ বধ করিতে আমার সাহস হয় না; কারণ এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইবেক। কিন্তু যদি আজ্ঞা করেন, সর্পদংশনে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারি। রাজ্ঞী তাহাতেই সম্মতা হইলেন। অনন্তর এক দিবস বর্ষাকালে নিশীথ সময়ে যখন ঘোরতর মেঘাগম হইয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, সেই সময়ে একটি কাল সর্প সমেত এক জাঙ্গুলিককে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজ্ঞী পদ্মাবতীর উপদেশানুসারে পক্ষ দ্বার

দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম; এবং মহিষী চন্দ্রাবলীর পুত্র যে গৃহে পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় গমন পূর্ব্বক আহিতুণ্ডিক দ্বারা সাবধানে তাঁহার পালঙ্কের মধ্যে সেই কৃষ্ণ সর্প নিহিত করিয়া, উভয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করিলাম। আমরা, রাজবাটী হইতে বহির্গত হইবা মাত্র, অন্তঃপুরে এক মহান আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং মনে করিলাম আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।

এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াতে, আমার সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং অন্তঃকরণের দুষ্প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর আমি অর্থলালসায়, ঔষধের ছলে বিষ ভক্ষণ করাইয়া, এক ব্যক্তির প্রাণ বধ করাতে, মহারাজ আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন আমি নিরাশ্রয় হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। পরিশেষে, এক ব্যপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক সোমদত্ত নামে পরিচিত হইয়া, মগধাধিপতি রাজা বীরসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করি। অনন্তর মগধদেশীয় ধনপতি বণিকের পালিত পুত্র বিজয়বল্লভ যখন, যুবরাজ শান্তশীলের সহিত মিত্রতা করিয়া, রাজবাটীতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং রাজদুহিতা চম্পকলতা এক শার্দ্দূল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে, তিনি খড়্গাঘাতে ঐ পশুকে বিনষ্ট করিয়া রাজকন্যার প্রাণ রক্ষা করিলেন, তখন আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে ঐ ব্যক্তির বাল্যকালে সর্পাঘাত হওয়াতে, উঁহার পিতা মাতা উঁহাকে কদলীভেলায় সরযূতে ভাসাইয়া দেন, এবং

পরে এক ধীবরের মন্ত্রৌষধিবলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। মহারাজ! আমি এই সম্বাদ জ্ঞাত হইবা মাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এই বিজয়বল্লভই রাজ্ঞী চন্দ্রাবলীর গর্ভজাত পুত্র, সন্দেহ নাই। সেই অবধি বিজয়বল্লভের প্রতি আমার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে, এবং তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে আমি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া গোপনে বহুবিধ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী পদ্মাবতী, ইতি-পূর্ব্বে বজ্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, আপন দুষ্কৃতের প্রতি-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশ্বর আমাকেও সেই ফলভাগী করিয়া রাখিয়াছেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে, মহারাজ আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব সকলের সমক্ষে রাজদণ্ডে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে বিধেয়। এক্ষণে এই লিপি দ্বারা মহারাজকে সকল কথাই নিবেদন করিলাম। আমার অপ-রাধ মার্জ্জনা করিবেন। এই আমি মৃত্যুপাশ গলদেশে প্রদান করিতেছি। হে বসুন্ধরে! আজ হইতে তোমার সন্তান সকল নিরুপদ্রব হইয়া সুখে কালক্ষেপ করুক।”

রাজা পত্র শ্রবণে পদ্মাবতীর অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর ব্যবহার অবগত হইয়া অতিমাত্র চকিত হইলেন। সভাস্থ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিল, এক দিনের মধ্যে যে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আবিষ্কৃত হইবেক, ইহা আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। রাজা কহিলেন, এত দিনে এই দুর্ঘটনার আদি বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইল, কেবল সপত্নী-বিদ্বেষই ইহার মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। যাহা হউক,

এক্ষণে আর সে বিষয়ের নিমিত্ত আক্ষেপ করিলে কি হইবে? পাতঙ্গি আপন দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলেই আত্মহত্যা করিয়া, ইহ লোকে নিন্দাভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইল। অদ্য হইতে আমি এই নিয়ম প্রচার করিব, যে আমার রাজ্য মধ্যে কেহ দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া সপত্নী-বিদ্বেষের বীজ আর বপন করিতে না পারে।

অনন্তর রাজা বিশারদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, তাহার বাসের নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং উপজীবিকার নিমিত্ত এক নিষ্কর ভূম্যধিকার দান করিয়া, যথোচিত রূপে তাহার পুরস্কার করিলেন। বিরজা ও রেবতীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন, এবং আপামর সাধারণকে ধন বিতরণ করিয়া, তাহাদিগের দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিলেন।

এই রূপে সপ্তাহ কাল অতীত হইলে, বিজয়বল্লভ রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! আমি মগধ দেশ হইতে আসিবার সময়ে ধনপতি মহাশয়ের নিকট বিদায় লই নাই। তিনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন, এবং আমাকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। আর রাজা বীরসিংহকেও আমি কোনও কথা নিবেদন করি নাই। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, এক বার মগধরাজ্যে গমন করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া আসি। রাজা অতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার প্রার্থনাতে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম।

সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তির সহিত এক বার সাক্ষাৎ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অনুমতি করিতেছি, কল্য তুমি নিজ প্রিয়বন্ধু শান্তশীলের সহিত সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া, শুভ লগ্নে মগধ দেশ যাত্রা করিবে।

বিজয়বল্লভ, পিত্রাজ্ঞানুসারে যুবরাজ শান্তশীলকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর দিন শুভ ক্ষণে যাত্রা করিলেন; এবং স্বল্প দিনের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে মগধরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা বীরসিংহ ও ধনপতি এবং নগরস্থ সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন ও আহ্লাদিত হইলেন।

রাজকন্যা চম্পকলতার সহচরী সুশীলা ও সুলোচনা, এই শুভ সম্বাদ শ্রবণ করিবা মাত্র আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া, রাজকন্যার নিকট সকল বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন। চম্পকলতা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখীগণ তোমরা কি বলিলে! আমার সেই জীবিতনাথ কি পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিয়াছেন? কেন আর আমায় মিথ্যা প্রবোধ দাও, আমি তোমাদের এই কথায় কোনও প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না।

অনন্তর, যখন রাজকন্যা বিজয়বল্লভের আগমনবার্ত্তা নিশ্চয় রূপে অবগত এবং তদীয় পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তপন-তপ্তা লতা যেমন ঘনবর্ষণে প্রফুল্লিতা হয়, সেই রূপ তিনি বিজয়বল্লভের সমাগমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লা হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার শরীর শীর্ণ, রূপ বিবর্ণ এবং

যৌবনলাবণ্য অতিমাত্র ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায়, তাঁহার অনুপম অঙ্গলাবণ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধ অনুরাগলক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যাহাকে আমি পূর্ব্বে অনভিজাত ও অনার্য্য বিবেচনা করিয়া, ভ্রান্তি বশতঃ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই বিজয়বল্লভকেই চম্পকলতার উপযুক্ত বর দেখিতেছি। চম্পকলতারও তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ আছে। অতএব এই উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই স্থির করিয়া, অবিলম্বে অযোধ্যাপতির নিকট শুভ সম্বাদ প্রেরণ করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যে রাজা জয়ধ্বজের প্রধান মন্ত্রী মগধ-রাজধানীতে আগমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেরই সমাগম হইল। মন্ত্রিবর রাজা বীরসিংহের সমীপে গমন ও সমাদর পূর্ব্বক অভি-বাদন করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, মহারাজ! অযোধ্যাপতি ভবদীয় পত্রে বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা অবগত হইয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ যে ত্বরায় এই শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, এই নিমিত্তই তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে মগধ ও অযোধ্যাবাসী লোকেরা এই মহোৎসব অবলোকনে পরম সুখী হউক।

রাজা বীরসিংহ, যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক মন্ত্রীকে সমীপে বসাইয়া, রাজ্যের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অযোধ্যাপতি এই উদ্বাহ বিষয়ে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; আর রাজ্য মধ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রদান করিয়া, বিবাহের নানাবিধ আয়োজনাদি করাইতে লাগিলেন।

শুভ দিন উপস্থিত হইলে, নানা দিগ্দেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজা ও সামন্তগণের সমাগম হইতে লাগিল। নৃত্য গীত বাদ্য ভাণ্ড ও কৌতুকাদিতে রাজধানী পরিপূর্ণ হইল, এবং পুরবাসিগণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া মহোৎসব করিতে লাগিল। অনন্তর, শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে, কুলাচার ও স্ত্রী আচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বন্দীগণ স্তুতিপাঠ ও মঙ্গলগীত করিতে আরম্ভ করিল; অবলাগণ অনবরত হুলুধ্বনি করিতে লাগিল; তোরণোপরি আম্রপল্লবের মালা এবং দ্বারোপান্তে বারিপূর্ণ মঙ্গলকলস সংস্থাপিত হইল। অনন্তর বর কন্যা বিবাহযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে আগমন করিলেন এবং মাঙ্গলিকদ্রব্যশোভিত বেদিকোপরি গমন করিয়া, উভয়ের সম্মুখে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন রতি ও রতিপতি উভয়ে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

অনন্তর রাজা বীরসিংহ কৃতোপবাস হইয়া, পুরোহিত সমভিব্যাহারে বেদিকোপরি আগমন পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে, বর কন্যার মনোহর রূপ লাবণ্য দর্শনে ও গুণানুবাদ শ্রবণে মোহিত হইয়া, সকলেই

তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইলে, চম্পকলতা উল্লসিত মনে বিজয়-বল্লভের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল-ধ্বনি হইতে লাগিল, এবং আনন্দোৎসবে মগধরাজ্য পরি-পূর্ণ হইল।

এই রূপে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, অযোধ্যাপতির প্রধান মন্ত্রী মগধেশ্বরের সমীপে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! এত দিনে আমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল এবং আজ হইতে মগধ ও অযোধ্যার নরপতিগণের চির-বৈরিভাব দূরীভূত হইল, এবং এত দিনে রাজ্যের প্রজাগণ পরম সুখী হইল। এক্ষণে অনুমতি হয়, বর কন্যা অযোধ্যায় গমন করিয়া, রাজা ও রাজ্ঞীর চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন।

রাজা ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমানন্দিত হইয়া, বর কন্যার প্রস্থানের নিমিত্ত আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর, ভূপতির আদেশানুসারে আজ্ঞাবহেরা গমনের সমস্ত উদ্যোগ করিলে, রাজকন্যা চম্পকলতা রাজ্ঞী বসুমতীর চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক, প্রেমাশ্রুপরিপূরিত নয়নে বিদায় লইলেন। বসুমতী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছ দেখিয়া, আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। অদ্য এই বাসভবন শূন্যময় বোধ হই-তেছে। আমি তোমাকে বিদায় দিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব; আর যখন তোমার বাল্যলীলা সকল স্মৃতিপথে উদয় হইবে, তখন কি রূপেই বা অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিব। পরন্তু বৎসে! আমার সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ

পাত্রের হস্তে পতিত হইয়াছ। অতএব আশীর্ব্বাদ করি, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী হইয়া সুখে কালক্ষেপ কর।

অনন্তর চম্পকলতা গলদশ্রু নয়নে পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া, তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। তাহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া সকলের মনে এক কালে হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইল। সুশীলা ও সুলোচনা উভয়ে নয়নযুগল হইতে প্রেমবারি বর্ষণ করিতে করিতে, প্রিয়বয়স্যা চম্পকলতাকে গদ্গদ বচনে কহিলেন, সখি! তোমার বিশ্লেষক্লেশ আমরা কি রূপে সহ্য করিব, এবং কি রূপেই বা তোমায় না দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব। চম্পকলতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে সখীগণের বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার বিরহে তোমরা যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছ, আমিও তোমাদিগের বিরহে সেইরূপ কাতরা হইয়াছি। তোমরা আমাকে বিস্মৃত হইও না, এক এক বার স্মরণ করিও; এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে দুইটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, ইহাতে আমার নামাক্ষর মুদ্রিত আছে, যদি কখনও বিস্মৃত হও, তবে এই অঙ্গুরীয় দেখিলেই আমাকে মনে পড়িবেক। সুলোচনা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, চম্পকলতে! কি বলিলে! তোমাকে স্মরণ করিতে কি নামাক্ষর চাহি? সুশীলা কহিলেন, সখি! এই অঙ্গুরীয় তোমার স্মারক বস্তু বলিয়া যে গ্রহণ করিলাম এমত নহে, পরন্তু যে যে সময়ে তোমাকে মনে পড়িবেক, সেই সেই সময়ে এই অঙ্গুরীয়কে ত্বৎসদৃশ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিব।

ও দিকে, বিজয়বল্লভ রাজার নিকট বিদায় লইয়া ধনপতিসমীপে গমন করিলেন। ধনপতি তাহার অনুনয়-বচনে স্নেহপরবশ হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকে আমি বাল্যাবধি পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব চিরকাল তোমার প্রতি আমার পুত্রবৎ স্নেহ থাকিবেক। বিজয়বল্লভ কহিলেন, আর্য্য! আমি জ্ঞানোদয়াবধি যেরূপ আপনাকেই পিতা বলিয়া জানিতাম, অন্য পিতা চিনিতাম না; সেইরূপ আমি যাবজ্জীবন আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব।

পরে যুবরাজ শান্তশীলের নিকট বিদায় লইবার সময়ে, বিজয়বল্লভের নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইল। তিনি বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে গদ্গদ বচনে কহিলেন, সখে! তোমার সহিত সৌহার্দ্দলাভে আমি যেরূপ কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বলিয়া কি জানাইব। তুমি আমার নিমিত্ত কত কষ্টই পাইয়াছ। বর্ষাকালের ধারাসার ও গ্রীষ্মকালের তপনতাপ এবং সমরে অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি কতই সহ্য করিয়াছ। পরিশেষে আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলে। জন্মজন্মান্তরেও আমি তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এতাদৃশ প্রাণপ্রিয় সুহৃদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, দূর দেশ গমন করিতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

শান্তশীল বিজয়বল্লভকে নিতান্ত অনুরক্তচিত্ত দেখিয়া কহিলেন, হে সুহৃদ্বর! তুমি এ কি বলিতেছ! এত দিনে আমার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইল। দুঃখ ব্যতীত কখনই সুখলাভ হয় না, এবং জলনিধির গভীর নীর শঙ্কা

করিয়া কে কোথায় অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছে। অতএব তোমার নিমিত্ত যে কিছু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার শত গুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ হইতে তোমার সহবাসবিহীন হইয়া থাকিতে হইল। ফলতঃ, বিধাতা মানবজাতিকে সর্ব্বপ্রকারে সুখভাগী করেন নাই। অতএব সে জন্য আক্ষেপ করা বৃথা।

এই রূপে উভয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে প্রতীহারী আসিয়া কহিল, "মহারাজ আজ্ঞা করিলেন, যাত্রার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" বিজয়বল্লভ এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শান্তশীলের নিকট বিদায় লইলেন।

স্বল্প দিনের মধ্যে বর কন্যা স্বজনপরিবারাদি সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। রাজা জয়ধ্বজ ও রাজ্ঞী চন্দ্রাবলী পিপাসিত চাতকের ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে বর কন্যার সমাগমে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। অযোধ্যাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বর কন্যার রূপ লাবণ্য দেখিয়া, পরম আনন্দিত হইয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিল। রাজা ও রাজ্ঞী অপত্যসুখভোগে বঞ্চিত ছিলেন। এক্ষণে পুত্রসহ পুত্রবধূ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন; এবং দীন দুঃখীদিগকে প্রার্থনাধিক ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগের ক্লেশ মোচন করিলেন।

কিছু দিন পরে জয়ধ্বজ বিজয়বল্লভকে সর্ব্বাংশে উপ-

যুক্ত এবং নীতিপরায়ণ দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল ছিলেন এবং পিতৃ আজ্ঞানুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও নীতিজ্ঞতা দেখিয়া সকলেই ধন্যবাদ করিতে লাগিল এবং তদীয় সুখ্যাতিতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITÁMBARA VANDYOPÁDHYÁYA,
AT THE SANSKRIT PRESS. 62, AMHERST STREET, 1881.

National Library,
Calcutta-27.